# মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

# মিশকাত শরীফ

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিযী

مشكوة المصابيح

# মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

## মিশকাত শরীফ

৪

মূল ঃ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত্-তাবরিযী রঃ

অনুবাদ ঃ মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
এম. এম (ফার্স্ট ক্লাস) ; এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭৬

১ম প্রকাশ

| | |
|---|---|
| জিলকদ | ১৪২৬ |
| পৌষ | ১৪১২ |
| ডিসেম্বর | ২০০৫ |

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৩২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

MISHKATUL MASABIH 4th Volume. Translated by Mawlana A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 132.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

## আরম্ভ

'মিশকাতুল মাসাবীহ্' সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে 'সিহাহ সিত্তাহ' তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও জামে' তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মুহীউস সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে মাসউদুল কারা বাগাবীর 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্' গ্রন্থের বর্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় হাজার হাদীস। আর 'মাসাবীহুস্ সুন্নায়' আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' পাঠ্যভুক্ত।

আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝেছি, শুধু মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি। তবে মাদরাসায় পাঠই পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আর এ বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন "রাহে আমল"-এর মাধ্যমে। এরপর আমার রচিত "শিকল পরা দিনগুলো" সহ চারটি মৌলিকগ্রন্থ ও হযরত আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি।

এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক দয়া করে এসব ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ্।

—অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

## প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্, আধুনিক প্রকাশনী মিশকাতুল মাসাবীহ তথা মিশকাত শরীফের বাংলা চতুর্থ খণ্ড কিছু বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে যেভাবে অনৈতিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সয়লাব প্রচার-প্রপাগাণ্ডা শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় কুরআন মজীদসহ আল্লাহর প্রিয় ও সবচেয়ে সফল রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং চর্চা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

নতুন করে সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় মিশকাতুল মাসাবীহর এ অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহর এ সংকলনটি বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

—আমীন

## কিতাবুদ দোয়া


প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১৩
দোয়ার নিয়ম-নীতি ........ ১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ২০

**১-আল্লাহর যিকির ও তাঁর নৈকট্য লাভ ........ ২৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৩২


## আল্লাহ্ তাআলার নামের পর্ব


প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৩৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৪০

**১- সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহ্ আকবার বলার সওয়াব ........ ৪২**
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৫০

**২. ক্ষমা ও তাওবা ........ ৫৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৬৫

**৩-আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ব্যাপকতা ........ ৬৯**
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৭৪

**৪-সকাল-সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে ........ ৭৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৯১

৫- বিভিন্ন সময়ের দোয়া ........ ৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১০৫

৬- আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া ........ ১০৯
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১১৫

৭-সামগ্রিক দোয়া ........ ১১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১২২

## কিতাবুল হজ্জ

হজ্জ ফরয, এর ফযীলত ও মীকাত ........ ১২৭
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৩৪

১- ইহরাম ও তালবিয়া ........ ১৩৭
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৪০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৪১

২-বিদায় হজ্জের বিবরণ ........ ১৪৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১৪৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৫১

৩-মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ ........ ১৫৪
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৬১

৪-আরাফাতে অবস্থান ........ ১৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১৬৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ........ ১৬৬

৫-আরাফাত ও মুযদালিফা হতে ফিরে আসা ........ ১৬৮
প্রথম পরিচ্ছেদ ........ ১৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৭০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৭২

৬-পাথর মারা ..... ১৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ১৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৭৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৭৬

৭-কুরবানীর পশুর বর্ণনা ..... ১৭৭
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ১৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৮২

৮-মস্তক মুণ্ডন ..... ১৮৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ১৮৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৮৫

৯-হজ্জের বিভিন্ন আমলে আগ পর করা ..... ১৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ১৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৮৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৮৭

১০. কুরবানীর দিনের ভাষণ আইয়ামে তাশরীকে পাথর মারা ও
বিদায়ী তাওয়াফ করা ..... ১৮৮
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ১৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৯২

১১-ইহরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে ..... ১৯৬
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ১৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ১৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২০০

১২-মুহরিম শিকার করবে না ..... ২০১
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২০৪

১৩-বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হজ্জ ছুটে যাওয়া ..... ২০৫
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২০৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২০৬

১৪-মক্কার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা ..... ২০৮
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২১১

১৫-মদীনার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা ..... ২১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২২১

## কিতাবুল বুয়ু (বেচাকেনা ও ব্যবসা)

১-উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা ..... ২২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৩০

১. বেচাকেনা ও লেনদেনে সহনশীলতা ..... ২৩৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৩৪

২. বেচা-কেনায় অবকাশ ..... ২৩৬
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৩৮

৩. সুদ ..... ২৩৯
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৪৭

৪. নিষিদ্ধ জিনিস বেচাকেনা ..... ২৫০
প্রথম পরিচ্ছেদ ..... ২৫০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ..... ২৬১

৯

# كتاب الدعوات

## দোয়া পর্ব

### প্রথম পরিচ্ছেদ

**দোয়ার নিয়ম-নীতি**

٢١١٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّى اخْتَبَاْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ـ رواو مسلم وَلِلْبُخَارِىْ اَقْصَرُ مِنْهُ ـ

২১১৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই একটি দোয়া করার অধিকার রয়েছে। যে দোয়া কবুল করা করা হয়। প্রত্যেক নবীই এই করার ব্যাপারে বড্ড তাড়াহুড়া করেছেন। আর আমি তাই আমার দোয়া কিয়ামাত পর্যন্ত স্থগিত করে রেখেছি, আমার উম্মাতের শাফায়াত হিসাবে। ইনশাআল্লাহ আমার এ দোয়া আমার উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌছবে যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।–মুসলিম।–তবে বুখারী বর্ণনার চেয়ে কম ।

٢١٢٠ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُّهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلٰوةً وَّزَكٰوةً وَّقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ متفق عليه

২১২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমি একটি আবেদন পেশ করেছি। এ আবেদন কবুল করে তুমি আমাকে ধন্য করো। আমাকে তুমি নিরাশ করো না। আমি তো মানুষ। তাই আমি যে কোনো মুমিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি বা মেরেছি—আমার এ কাজকে তুমি তার জন্য রহমত, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দাও। কিয়ামতের দিন তুমি এর দ্বারা তাকে তোমার নৈকট্য দিও।
–বুখারী, মুসলিম

٢١٢١ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لاَمُكْرِهَ لَهُ ـ رواه البخارى

২১২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে সে যেনো না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো যদি তুমি ইচ্ছা করো। আমার প্রতি দয়া করো যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিকি দান করো যদি তুমি চাও। বরং সে যেনো দৃঢ়তার সাথে নিবেদন পেশ করে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই দান করেন। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই।–বুখারী

٢١٢٢۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَتَعَاظَمُهُ شَىْءٌ اَعْطَاهُ ۔ رواه مسلم

২১২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন দোয়া করে, সে যেনো না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো যদি তুমি চাও। বরং সে যেনো দৃঢ় চিত্ততা ও ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে দোয়া করে। কেননা কোনো কিছু দান করতে আল্লাহর কষ্ট হয় না।–মুসলিম

٢١٢٣۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ۔ رواه مسلم

২১২৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গুনাহর কাজের জন্য অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছেদ করার জন্য দোয়া এবং তাড়াহুড়া করলে বান্দাহর দোআ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া কি ? তিনি বললেন, (দোয়া করে) এমনভাবে কথা বলা, আমি (এ) দোয়া করেছি। আমি (ওই) দোয়া করেছি। কোথায় আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। তারপর সে নিরাশ হয়ে দোয়া করা ছেড়ে দেয়।–মুসলিম

٢١٢٤۔ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكٌ مُؤَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ ۔ رواه مسلم

২১২৪. হযরত আবুদ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে ওই দোয়া কবুল করা হয়। দোয়াকারীর মাথার পাশে একজন ফেরেশতা মনোনীত থাকেন। যখন সে বান্দাহ তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে ও নিযুক্ত ফেরেশতা সাথে সাথে আমীন বলেন। আরো বলেন, তোমার জন্য ওই রকম হোক।–মুসলিম

٢١٢٥۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لاَتُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَسَتَجِيْبُ لَكُمْ ـ رواه مسلم وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فِيْ كِتَابِ الزَّكٰوةِ ـ

২১২৫. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তেমাদের নিজেদের জন্য বদ দোয়া করো না। তোমরা তোমাদের সন্তান সন্তুতির জন্য বদ দোয়া করো না। (এভাবে) তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের জন্য বদ দোয়া করো না। যাতে তোমরা এক সময়ে না পৌঁছে যাও যে সময় দোয়া করা হলে তা তোমাদের ক্ষেত্রে কবুল করা হয়।-মুসলিম। আর ইবনে আব্বাসের হাদিসে যাকাত পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে اتق دعوة المظلوم অর্থাৎ মাযলুমের বদ দোয়া হতে বেঁচে থাকো।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٢٦۔ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২১২৬. হযরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হলো আসল ইবাদাত। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "তোমাদের রব বলেছেন, আমার নিকট দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।–আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ ইবাদাত হলো আল্লাহর হুকুম পালন করা। তার নিকট নিজকে সমর্পণ করা। আর দোয়া হলো বিনয় প্রকাশ করা। দোয়ার মধ্যে চূড়ান্ত বিনয় থাকে। তাই দোয়াকে আসল ইবাদাত বলা হয়েছে। কুরআনে পাকে আছে اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ অর্থাৎ যারা আমার ইবাদাত বা দোয়ার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করে, অচিরেই সে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٢١٢٧۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ـ رواه الترمذى

২১২৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হলো ইবাদাতের মগজ (কেননা দোয়াতে চরম বিনয় রয়েছে)।–তিরমিযী

٢١٢٨۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ـ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

২১২৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যিকির আযকার ও ইবাদাতের মধ্যে) কোনো জিনিসই আল্লাহর নিকট দোয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদার নয়।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢١٢٩۔ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَرُدُّ الْقَضَاءَ الاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ الاَّ الْبِرُّ ۔ رواه الترمذى

২১২৯. হযরত সালমান ফারেসী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছু তাকদীরকে ফিরাতে পারে না। আর নেক কাজ ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ 'তাক্‌দীরকে ফিরাতে পারে না' মর্ম হলো তাকদীরে যা লিখা হয়ে যায় তা পরিবর্তন করতে পারে না। তবে কায়মন বাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তা মঞ্জুর করে তা পরিবর্তন করেও দিতে পারেন। এভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট হায়াতের জন্য দোয়া করলে তিনিই দোয়ার বরকতে হায়াতও বাড়িয়ে দিতে পারেন।

٢١٣٠۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادُ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ ۔ رواه الترمذى ورواه احمد عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ۔

২১৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিসন্দেহে দোয়া যে বিপদ নিপতিত হয়েছে তার জন্য এবং যে বিপদ এখনো নিপতি হয়নি তার জন্য উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়া করাকে তোমাদের জন্য খুবই জরুরী মনে করবে।-তিরমিযী। এ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ মুআয ইবনে জাবাল হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

٢١٣١۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَّدْعُوْ بِدُعَاءٍ الاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا سَاَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ ۔ رواه الترمذى

২১৩১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তাকে হয়তো সে জিনিস দান করেন। অথবা তার উপর থেকে এরূপ কোনো বিপদকে দূরে সরিয়ে দেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো গুনাহর কাজের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দোয়া না করে।–তিরমিযী

٢١٣٢۔ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْاَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ ۔ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর মেহেরবানী কামনা করো। কারণ আল্লাহ তাঁর কাছে কিছু কামনা করাকে ভালোবাসেন। আর বিপদে নিপতিত হলে এর থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা বড়ো ইবাদাত।–তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢١٣٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ -

رواه الترمذى

২১৩৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু কামনা করে না, তার উপর আল্লাহ রাগ করেন।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হন। বান্দা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইলে তিনি রাগ করেন।

٢١٣٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّسْاَلَ الْعَافِيَةَ -

رواه الترمذى

২১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যার জন্য দোয়ার দরযা খোলা। তার জন্য রহমতের দরযাও খোলা। আর আল্লাহর কাছে কুশল ও নিরাপত্তা কামনা করা অপেক্ষা আর কোনো কিছু কামনা করা এতো প্রিয় নয়।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষাংশের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে বান্দার নিরাপত্তা চাওয়াকে যে রকম ভালোবাসেন, আর অন্য কোনো কিছুকে এতো ভালোবাসেন না। আর নিরাপত্তা হলো, দুনিয়ার বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকা। সাথে সাথে পরকালীন বিপদ অর্থাৎ আল্লাহর গযব ও জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকা।

٢١٣٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ -

২১৩৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার বিপদে আপদে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করুন। সে যেনো তার স্বাচ্ছন্দ ও সুখের সময়েও আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া চাইতে থাকে। –তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢١٣٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ -

২১৩৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দোয়া কবুলের নিশ্চয়তা মনে পোষণ করেই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাও। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা উদাসীন, হেলাকারী ও আস্থাহীন হৃদয়ের লোকদের দোয়া কবুল করেন না।−তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢١٣٧- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْابِهَا وُجُوْهَكُمْ ـ رواه ابو داؤد

২১৩৭. হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তাঁর কাছে হাতের ভিতরের দিক দিয়ে দোয়া চাইবে। হাতের উপরের দিক (অর্থাৎ হাতের বাইরের দিক দিয়ে নয়) দিয়ে দোয়া করবে না। অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে হাতের ভিতরের দিক দিয়ে দোয়া করো। হাতের উপরের দিক দিয়ে দোয়া করো না। দোয়া শেষ হবার পর হাতকে মুখের সাথে মুছে নিবে। (তাহলে দোয়ার দ্বারা হাতে যে বরকত এসেছে তা মুখে পৌঁছে যাবে)।−আবু দাউদ

٢١٣٨- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ يَّسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا ـ رواه الترمذى وابوداؤد والبيهقى فى الدعوات الكبير

২১৩৮. হযরত সালমান ফারসী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দানশীল। তাঁর কোনো বান্দা তার কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠালে তিনি তার হাত (দোয়া কবুল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।−তিরমিযী, আবু দাউদ। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

٢١٣٩- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ ـ رواه الترمذى

২১৩৯. হযরত ওমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন, (দোয়া শেষে) হাত দিয়ে তিনি নিজের চেহারায় মুছে নেয়া ছাড়া হাত নামাতেন না।−তিরমিযী

٢١٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ ـ رواه ابو داؤد

২১৪০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাঙ্গীন বা পরিপূর্ণ (অল্প বাক্যে অর্থপূর্ণ) দোয়া করাকে পসন্দ করতেন। এছাড়া যা সর্বাঙ্গীন দোয়া নয়, তা পসন্দ করতেন না।−আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ সর্বাঙ্গীন বা পরিপূর্ণ দোয়া যা কম কথায় বেশি অর্থপূর্ণ, এর দৃষ্টান্ত যেমন আল্লাহ শিখিয়েছেন, رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো। আখিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করো। আমাদেরকে (পরকালে) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

٢١٤١۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد

২১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যাবার দোয়া হলো ওই দোয়া যে দোয়া অনুপস্থিত লোকের জন্য অনুপস্থিত লোক করে।

ব্যাখ্যা ঃ যে কোনো ব্যক্তির জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে সে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। কারণ এ দোয়া নিঃস্বার্থ ও লোককে দোখানো শুনানোর জন্য হয় না। এ দোয়ায় আন্তরিকতা থাকে।

٢١٤٢۔ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِىْ وَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا ۔ رواه ابو داؤد والترمذى وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلاَ تَنْسَنَا ۔

২১৪২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 'ওমরা' পালন করার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে ওমরার জন্য অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে আমার ছোট ভাই! তোমার দোয়ায় আমাকে শামীল করো। দোয়া করার সময় আমাকে ভুলে যেও না। হযরত ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে আমাকে গোটা দুনিয়া দিয়ে দেয়া হলেও আমি এতো খুশি হতাম না।–আবু দাউদ, তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা 'আমাকে ভুলে যেও না' পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা কারো কাছে দোয়া চাওয়া উত্তম প্রমাণিত হলো। এ দোয়াই পূর্বের হাদীসের 'অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়ার দৃষ্টান্ত। কারো কাছে দোয়া চাওয়া নবীর সুন্নত।

٢١٤٣۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لاَّ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ وَعِزَّتِىْ لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ ۔ رواه الترمذى

২১৪৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। তিন লোকের দোয়া (কবুল না করে) ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

(১) রোযাদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে। (২) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। (৩) মাজলুমের দোয়া। মাজলুমের দোয়াকে আল্লাহ তাআলা মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন। এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার ইয্যতের কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমার সাহায্য করবো কিছু বিলম্বে হলেও।–তিরমিযী

**ব্যাখ্যা ঃ** আল্লাহ্ অসীম ধৈর্যশীল। তাই তার নিকট কৃত দোয়া, যা কবুল করার ওয়াদা তিনি দিয়েছেন, কবুল হতে ও এর ফল দেখাতে তিনি কিছু সময় নিতে পারেন। এ হাদীসে তাই বলা হয়েছে। দোয়া কবুলের ব্যাপারে বান্দাহর তাড়াহুড়া করা অনুচিত।

٢١٤٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَشَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২১৪৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। (১) পিতার দোয়া। (২) মুসাফিরের দোয়া (৩) মাযলুমের দোয়া।–তিরমিযী ও আবু দাউদ, ও ইবনে মাজাহ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٤٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَسْاَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى يَسْاَلَ شِسْعَ نَعْلِهٖ اِذَا انْقَطَعَ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ نِ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلاً حَتّٰى يَسْاَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتّٰى يَسْاَلَهُ شِسْعَهُ اِذَا انْقَطَعَ - رواه الترمذى

২১৪৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সকলেই যেনো তাঁর রবের কাছে তার সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রার্থনা করে। এমন কি তার জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তার জন্য দোয়া করবে। সাবেত বুনানীর এক মুরসাল বর্ণনায় বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এমন কি তাঁর কাছে যেনো লবণও প্রার্থনা করে। এমন কি নিজের জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও যেনো প্রার্থনা করে। –তিরমিযী

٢١٤٦- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ -

২১৪৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার সময় নিজের হাত এতোটুকু উঠাতেন যে তার বোগলের নীচের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো।

**ব্যাখ্যা ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বিপদাপদের সময়ই দোয়া করতে হাত বেশ উপরে উঠিয়ে ধরতেন। এতে তাঁর বোগল দেখা যেতো। কখনো কখনো তিনি কাঁধ ও সিনা সমানও হাত উঠাতেন। কিন্তু নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রমাণ কোনো সহীহ্ হাদীসে নেই। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে না হলেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াতে হাত তুলতেন। এ হতেই বোধহয় নামাযে হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রচলন হয়ে আসছে। খানায়ে কাবায় ও মসজিদে নববীতে এখনো নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা হয় না। হাজী সাহেবরা এ ব্যাপারে অবগত।

٢١٤٧۔ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ اِصْبَعَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُوْ ۔

২১৪৭. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের আঙুল কাঁধ সমান উঠিয়ে দোয়া করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ আঙুল কাঁধ সমান উঠলে বুঝা গেলো তাঁর হাত সিনা পর্যন্ত উঠতো। কাঁধের উপর হাত উঠতো না।

٢١٤٨۔وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ ۔ روى البيهقى الاحاديث الثلثة فى الدعوات الكبير

২১৪৮. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে দোয়া করার সময় হাত দিয়ে মুখাবয়ব মুছতেন।–উপরের তিনটি হাদীসই ইমাম বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।

٢١٤٩۔وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْئَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَّاحِدَةٍ وَّالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا وَّفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ وَالْاِبْتِهَالُ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهُمَا مِمَّا يَلِىْ وَجْهَهُ ۔ رواه ابو داؤد

২১৪৯. তাবেয়ী হযরত ইকরামা রহঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিছু চাইবার বিনয়ী পদ্ধতি হলো নিজের হাত দুটি কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাবে। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবার নিয়ম হলো, নিজের (শাহাদাত) আঙুল উঠিয়ে ইশারা করবে। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার (আকর্ষিত) নিয়ম হলো, তোমার গোটা হাত প্রসারিত করে ধরা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, ফরিয়াদ করবে এভাবে, এরপর তিনি নিজের দু' হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন। হাতের ভিতরের দিক নিজের মুখের দিকে রাখলেন।–আবু দাউদ

٢١٥٠۔وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَفْعَكُمْ اَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَّازَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا يَعْنِىْ اِلَى الصَّدْرِ ۔ رواه احمد

২১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (দোয়ার সময়) তোমাদের হাত বেশি উপরে উঠায়ে ধরা বেদাআত। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বেশি অর্থাৎ সিনার থেকে বেশি উপরে হাত উঠাতেন না।–আহমাদ

٢١٥١- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ اَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ

২১৫১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে স্মরণ করে দোয়া করার সময় প্রথম নিজের জন্য দোয়া করতেন।–তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ।

٢١٥٢- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَّلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلٰثٍ اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا اِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللّٰهُ اَكْثَرُ - رواه احمد

২১৫২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান দোয়া করার সময় কোনো গোনাহর অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে এই তিনটির একটি জিনিস দান করেন। (১) তাকে তার কাংখিত জিনিস দুনিয়ায় দান করেন। (২) অথবা তা তাকে পরকালে দান করার জন্য জমা রাখেন। (৩) অথবা এর মতো কোনো অকল্যাণকে তার থেকে দূরে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দান করেন।–আহমাদ

٢١٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْاَخِ لاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَاَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اِجَابَةً دَعْوَةُ الْاَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ - رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

২১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়। (১) মযলুমের দোয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়। (২) হজ্জ সমাপণকারীর দোয়া, বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত। (৩) মুজাহিদের দোয়া, যতক্ষণ না বসে পড়ে। (৪) রোগীর দোয়া, যতক্ষণ না সে সুস্থতা লাভ করে। (৫) এক মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি বলেন, এসবের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কবুল হয় এক (এক মুসলমান) ভাইয়ের দোয়া তার আর এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে।–বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীরে

# ١ـ باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه

# ১-আল্লাহর যিকির ও তাঁর নৈকট্য লাভ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

٢١٥٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ ـ رواه مسلم

২১৫৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানব-সমষ্টি আল্লাহর যিকির করতে বসলে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ নিশ্চয় তাদেরকে ঘিরে নেন। তাদেরকে আল্লাহর রহমত ঢেকে ফেলে। তাদের ওপর (মনের) প্রশান্তি ও স্থিরতা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের সাথে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** এ হাদীস, কুরআনের ওই আয়াতের ব্যাখ্যা। যাতে আল্লাহ বলেছেন, اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ। আল্লাহর যিকিরে মনের প্রশান্তি আসে।

٢١٥٥ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلٰى جَبَلٍ يُّقَالُ لَهٗ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوْا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ ـ رواه مسلم

২১৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফর হতে মক্কার পথ ধরে এক পাহাড়ের নিকট পৌছলেন। জায়গাটির নাম ছিলো জুম্‌দান। তিনি তখন বললেন, চলো চলো এটা হলো জুম্‌দান। আগে চলে গেলো মুফার্‌রিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদ কারা ? তখন তিনি বললেন, যে পুরুষ বা নারী বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে।
–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** হাদীসে উল্লেখিত শব্দ 'মুফাররিদুন' এর অর্থ হলো, যারা আলাদা হয়ে গেলো। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ মক্কা হতে আসার পথে নিজের সাথীসহ জুম্‌দান পাহাড়ের নিকট এসে পৌছলেন। যা মদীনা হতে এক মঞ্জিল দূরে ছিলো। এখানে কিছু সাহাবী তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছার জন্য অন্যান্য সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে দ্রুত আগে চলে গেলো। যারা পেছনে রয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ তাদেরকে বললেন, তাড়াতাড়ি চলো। মুফাররিদরা আগে চলে গেছে। তখন সাহাবীগণ 'মুফাররিদ' শব্দের মর্মার্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ মুফাররিদ সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছো ? এরা তো শীঘ্র বাড়ী পৌছার জন্য চলে গেছে। যারা আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করার জন্য সাথীদের থেকে সরে গিয়েছে। আল্লাহর যিকিরকারীরাই হলো প্রকৃত মুফাররিদ। তারা নেকী অর্জনে আগে চলে গেছে।

٢١٥٦۔ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ۔ متفق عليه

২১৫৬. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করবে আর যে ব্যক্তি করবে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মতো।–বুখারী, মুসলিম

٢١٥٧۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ ۔ متفق عليه

২১৫৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেই রকম, যেই রকম সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি, যে আমাকে যখন স্মরণ করে। যদি সে আমাকে স্মরণ করে তার মনে। আমি তাকে স্মরণ করি আমার মনে। আর সে যদি স্মরণ করে আমাকে মানুষের দলে, আমি তাকে স্মরণ করি তাদের অপেক্ষাও উত্তম দলে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'যেই রকম বান্দা আমাকে মনে করে' এ বাক্যের অর্থ হলো, আমার যে বান্দা যেরূপ আচরণ পেতে আশা করে, আমি তার সাথে সে রকম আচরণ করি। যদি সে আমার ব্যাপারে সুধারণা করে, আমি তার সাথে তার সে সুধারণা অনুযায়ী কাজ করি। আর সে যদি আমার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে আমি তার মন্দ ধারণা অনুযায়ী কাজ করি। অর্থাৎ 'আমি কাজ করি তেমন, যার মন যেমন।

তাই আল্লাহর ব্যাপারে সব সময় বান্দাহকে সুধারণা পোষণ করা উচিত। মনে মনে স্মরণ করার অর্থ হলো গোপনে স্মরণ করা। আর মানুষের দলে স্মরণ করার অর্থ হলো প্রকাশ্যে স্মরণ করা।

٢١٥٨۔ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَاَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا اَوْ اَغْفِرَ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَّمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَّمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً وَّمَنْ لَقِيَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً لاَ يُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَقِيْتُهٗ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ۔ رواه مسلم

২১৫৮. হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি কল্যাণকর কাজ (নেক কাজ) করবে, তার জন্য ওই কাজের দশগুণ বেশি কল্যাণ (সওয়াব) রয়েছে। আর আমি এর

চেয়েও বেশী দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি একটি অকল্যাণকর (মন্দ) কাজ করবে তার প্রতিফল হিসাবে এক গুণই অকল্যাণ (গোনাহ্) হবে। অথবা আমি তাকে মাফও করে দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসবে ; আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসবো। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। আর যে ব্যক্তি কোনো শির্‌ক না করে আমার কাছে পৃথিবী সমান গোনাহ্ করে আসে, আমি তার সাথে ওই পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করি।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** এ হাদীস থেকে আল্লাহ্ তাআলার করুণা, রহমত ও মাগফিরাতের বড়ো পরিচয় পাওয়া যায়। মূলকথা হলো আল্লাহ্ বান্দার সামান্য ভালো কাজেরও কতো বেশী মূল্যায়ন করবেন। গোনাহ্ খাতাকে, শিরক না করলে তিনি এড়িয়ে যাবেন।

২১৫৯۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ فَكُنْتُ سِمْعَهٗ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ اَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِىْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهٗ وَلَا بُدَّلَهٗ مِنْهُ ـ

رواه البخارى

২১৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে শত্রু ভাবে তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার (মুমিন)–বান্দার উপর যাকিছু (আমল) আমি ফরয করেছি; আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো কিছু (আমল) দিয়ে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আর আমার বান্দাহ্ সবসময় নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি হয়ে যাই তার কান, এ কান দিয়ে সে শুনে। আমি হয়ে যাই তার চোখ, এ চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি হয়ে যাই তার হাত। এ হাত দিয়ে সে ধরে (কাজ করে)। আমি হয়ে যাই তার পা। এ পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে আমি মুমিন বান্দার রূহ কবয করার মতো ইতস্ততঃ করি না। কারণ মুমিন বান্দা প্রকৃতিগতভাবে মৃত্যুকে অপসন্দ করে। আর আমি অপসন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করতে। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অবধারিত।–বুখারী

**ব্যাখ্যা ঃ** 'আমি তার চোখ, কান ও হাত পা হয়ে যাই-এর মর্ম হলো আমার সন্তুষ্টি ও হুকুম অনুযায়ী সে তার চোখ, কান, হাত ও পা'কে ব্যবহার করে। এসব অঙ্গের সঠিক ও সদ্ব্যহার করে সে। মৃত্যুকে অপসন্দ করার অর্থ হলো প্রকৃতিগতভাবে মৃত্যুকে অপসন্দ করা। যা মানবীয় স্বভাব। তারপরও মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে মৃত্যু আসাকে অপসন্দ করে না। কারণ মৃত্যুই হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রথম সোপান।

٢١٦٠۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَارَاَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَّاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنَ قَالُوْا يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَارَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَّاَشَدَّلَهَا طَلَبًا وَّاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ فَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَارَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَّيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَيَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ ۔ رواه البخارى وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّارَةً فَضْلاً يُّبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَاُ مَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْاَلُهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِحَالِهِمْ بِهِمْ مِّنْ اَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِى الْاَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَسْئَلُوْنَكَ قَالَ وَمَا ذَا يَسْئَلُوْنِىْ قَالُوْا يَسْئَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَاَوْا جَنَّتِىْ قَالُوْا لاَ اَىْ رَبِّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَاَوْا جَنَّتِىْ قَالُوْا وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَجِيْرُوْنِىْ قَالُوْا مِنْ نَّارِكَ قَالَ وَهَلْ رَاَوْا نَارِىْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْا نَارِىْ قَالُوْا يَسْتَغْفِرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَاَعْطَيْتُهُمْ مَّا سَاَلُوْا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ وَّاِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ ۔

২১৬০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহর একদল ফেরেশতা পথে পথে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর যিকিরকারী বান্দাদেরকে খোঁজ করেন। তাঁরা কোনো দলকে আল্লাহর যিকির করতে দেখলে, পরস্পর বলেন, এসো! তোমাদের কামনার বিষয় এখানে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, এরপর তারা যিকিরকারী ওই দলকে নিজেদের ডানা দিয়ে নিকটতম আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তাদরকে তখন তাদের রব জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দারা কি বলছে ? অথচ ব্যাপারটা তিনিই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন। রাসূল সঃ বলেন, তখন ফেরেশতারা বলেন, তোমার বান্দারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে ? তিনি বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার কসম! তারা কখনো তোমাকে দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন। তারা যদি আমাকে দেখতে পেতো, তাহলে অবস্থাটা কেমন হতো ? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তারা তোমার আরো বেশি বেশি ইবাদাত করতো। আরো বেশি বেশি তোমার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায় ? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমার কসম! তারা কখনো জান্নাত দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে কেমন হতো ? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতা তখন বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতে পেতো, নিশ্চয়ই তারা তার জন্য খুবই প্রলুব্ধ হতো। এর জন্য অনেক দোয়া করতো। তা পাবার আগ্রহ বেশি দেখাতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায় ? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতারা তখন বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে। রাসূল সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলেন, হে রব! তোমার কসম! তারা জাহান্নাম কখনো দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতে পেতো, কেমন হতো ? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন উত্তরে বলেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতে পেতো, তাহলে তারা জাহান্নাম থেকে বেশি দূরে ভেগে থাকতো। একে বেশি ভয় করতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন ফেরেশতাদের একজন বলে ওঠেন, তাদের অমুক ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য নয়। সে তো শুধু তার কোনো কাজেই এখানে এসেছে। আল্লাহ তখন বলেন, তাদের সাথে বসা কোনো ব্যক্তিই তা থেকে বঞ্চিত হবে না।–বুখারী

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত একদল পর্যটক ফেরেশতা আছেন। তারা আল্লাহর যিকিরের জলসা খুঁজে খুঁজে বেড়ান। কোনো মজলিস পেয়ে গেলে তাদের সাথে বসে পড়েন। একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের হতে নিকটতম আসমান পর্যন্ত সব জায়গাকে ঘিরে নেন। মজলিস ছেড়ে যিকিরকারীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে ও আরো উপরের দিকে উঠে যান। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ ব্যাপারটি তিনি জানেন,

তোমরা কোথা হতে এলে ? তারা উত্তরে বলেন, আমরা তোমার এমন বান্দাদের কাছ থেকে এসেছি যারা যমীনে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ত্ব ও একত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তোমার প্রশংসা করছে, তোমার কাছে দোয়া চাচ্ছে। আল্লাহ্ তখন জিজ্ঞেস করেন, আমার কাছে তারা কি চাচ্ছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার জান্নাত চাচ্ছে। আল্লাহ্ তখন বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে ? তারা বলেন না, দেখেনি হে রব! তিনি তখন বলেন, কেমন হতো, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতে পেতো। তারপর ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার কাছে পানাহ্ও চাচ্ছে। আল্লাহ্ তখন জিজ্ঞেস করছেন, তারা কোন জিনিস হতে পানাহ্ চাচ্ছে ? তারা বলেন, তোমার জাহান্নাম থেকে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে ? তারা বলেন, না, হে আল্লাহ্! তখন তিনি বলেন, কেমন হতো যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখতো। তারপর তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমাও চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তাদেরকে আমি দান করলাম যা তারা আমার কাছে চায়। আর যে জিনিস হতে তারা পানাহ্ চায় তার থেকে আমি তাদেরকে পানাহ্ দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলেন, হে রব! তাদের অমুক ব্যক্তি তো খুবই পাপী। সে পথ দিয়ে যাবার সময় (তাদেরকে দেখে) তাদের সাথে বসে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সঃ বলেন, আল্লাহ্ তখন বলেন, তাকেও আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন একদল যাদের সঙ্গী-সাথীরাও বঞ্চিত হয় না।

٢١٦١ـ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأُسَيْدِيِّ قَالَ لَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ مَاتَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَّسَاعَةً ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ رواه مسلم

২১৬১. হযরত হানযালা ইবনে রুবাইয়্যে উসাইদী রাঃ বলেন, আমার সাথে হযরত আবু বকর রাঃ-এর একবার দেখা হলো, তিনি বলেন, কেমন আছো হানযালা ? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ এসব কি বলছো হানযালা ! আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকি। তিনি আমাদেরকে জান্নাত জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন। আমরা যেনো তা চোখে দেখি। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে বের হয়ে

আসলে, স্ত্রী ও সন্তানাদি, খেত খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অনেক কিছুই ভুলে যাই। হযরত আবু বকর তখন বললেন, আমরাও এরূপ অনুভব করি। এরপর আমি ও আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, সে আবার কেমন কথা ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন মনে হয় তা যেনো আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনের কাছে ও খেত খামারের কাজে মগ্ন হই তখন জান্নাত জাহান্নামের কথা অনেকটাই ভুলে যাই। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ, তাঁর কসম, যদি তোমরা সবসময় ওইরূপ থাকতে যেরূপ আমার কাছে থাকো। সবসময় যিকির আযকার করো, তাহলে নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলাচলের পথে তোমাদের সাথে 'মুসাফাহা' (হাত মিলানো) করতেন। কিন্তু হে হানযালা! কখনো ওইরূপ কখনো এরূপই (এ অবস্থায়) হবেই। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** অর্থাৎ মনের এ পরিবর্তিত অবস্থার কারণে তোমাদের মূল অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তোমরা ঈমানদার হিসাবেই সবসময় গণ্য থাকবে। সংসার জীবনের বেড়াজালে এরূপ একটু আধটু হওয়াই স্বাভাবিক।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৬২۔ عَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِیْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ ـ رواه مالك واحمد والترمذى وابن ماجة الاَّ اَنَّ مَالِكًا وَقَفَهٗ عَلٰى اَبِیْ الدَّرْدَاءِ ـ

২১৬২. হযরত আবুদ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো না, তোমাদের কাজ কর্মের মধ্যে কোন কাজটি তোমাদের মালিকের কাছে অধিক পবিত্র। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। তাছাড়া তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। একথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে, তাদের গলা কাটবে, আর তারা তোমাদের গলা কাটবে। অর্থাৎ যুদ্ধ করবে। তাঁরা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন, তাহলো আল্লাহর যিকির।–মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইমাম মালেক এ হাদীসটিকে মওকুফ হাদীস অর্থাৎ আবু দারদার কথা বলে মনে করেন।

**ব্যাখ্যা ঃ** সকল আমল ও কাজের মূল হলো অন্তরে অন্তরে সকল কাজে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। তাই আল্লাহর যিকির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

٢١٦٣۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ رواه احمد والترمذى

২১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আরজ করলো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি) যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে। আর যার আমল নেক হয়েছে। এ ব্যক্তি আবার আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, তুমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিকির জারী থাকবে।–তিরমিযী, আহমাদ

٢١٦٤۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ ـ رواه الترمذى

২১৬৪. হযরত আনাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন জান্নাতের বাগানে যাবে, তখন বাগানের ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি ? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিস।
–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ ফল খাবে মানে ওই মজলিসে অংশ নিয়ে তুমিও যিকির করবে।

٢١٦٥۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَّمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَّمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَّيَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ ـ رواه ابو داؤد

২১৬৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় বসেছে, আর তথায় সে আল্লাহর যিকির করেনি। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সেই বৈঠক তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। এভাবে যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়েছে অথচ সেখানে আল্লাহর যিকির করেনি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সে শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।–আবু দাউদ

٢١٦٦۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ قَوْمٍ يَّقُوْمُوْنَ مِنْ مَّجْلِسٍ لاَّيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِّثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَّكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ـ رواه احمد وابو داؤد

২১৬৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো দল কোনো মজলিস হতে আল্লাহর যিকির না করে উঠলে নিশ্চয় তারা মরা গাধার (গোশত) খেয়ে উঠলো। এ মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।–আহমাদ ও আবু দাউদ

٢١٦٧۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاجَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ ۔ رواه الترمذى

২১৬৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো দল কোনো মজলিসে বসলো, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলো না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরূদ সালাম পাঠালো না। তাদের জন্য নিশ্চয়ই একাজ ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।–তিরমিযী

٢١٦٨۔ وَعَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ اِلاَّ اَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْىٌ عَنْ مُّنْكَرٍ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২১৬৮. হযরত উম্মে হাবীবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রতিটা কাজ তার জন্য অকল্যাণকর (লাভজনক নয়)। যদি এসব কাজ মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহর যিকির জনিত না হয়।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি গরীব হাদীস।

٢١٦٩۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ اَلْقَلْبُ الْقَاسِىْ ۔ رواه الترمذى

২১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলো না। কারণ আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলা হৃদয় কঠিন হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কঠিন হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলা হতে সবচেয়ে বেশি দূরে।–তিরমিযী

٢١٧٠۔ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ۔ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُّؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلٰى اِيْمَانِهٖ ۔ رواه احمد والترمذى وابن ماجة

২১৭০. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "ওয়াল্লাজিনা ইয়াকনিযুনায্ যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা" অর্থাৎ 'যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে' এ আয়াতটি নাযিল

হলো, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তাঁর কোনো সাহাবী বললেন, একথা সোনা রূপার ব্যাপারে নাযিল হলো। কোন সম্পদ উত্তম আমরা যদি তা জানতে পারতাম তবে তা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহর যিকিরকারী জিহ্বা, শোকর গুযার হৃদয় ও ঈমানদার স্ত্রী। যে স্ত্রী তার (স্বামীর) ঈমানের (দাবী পূরণে) তাকে সহযোগিতা দান করে।–আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٧١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلٰى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ آللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ قَالُوْا آللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا غَيْرُهُ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِىْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِّنِّىْ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ آللّٰهُ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ قَالُوْا آللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَلٰكِنَّهٗ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلٰئِكَةَ ـ رواه مسلم

২১৭১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আমীরে মুআবিয়া রাঃ মসজিদের এক গোলাকার মজলিসে পৌঁছলেন। তিনি মজলিসের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদেরকে কি কাজ এখানে বসিয়ে রেখেছে ? জবাবে তারা বললেন, আমরা এখানে আল্লাহর যিকির করছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলুন, আপনারা এখানে এ ছাড়া আর অন্য কোনো কাজে বসেননি। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা এখানে এছাড়া আর অন্য কোনো কাজে বসিনি ? এরপর হযরত মুআবিয়া বললেন, জেনে রাখুন! আমি অপনাদের কথা অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। আমার মতো মর্যাদাবান কোনো সাহাবী আমার মতো এতো কম হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেননি। শুনুন! একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে কি কাজে বসে আছো ? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি। তিনি আমাদেরকে ইসলামে হেদায়াত করেছেন এজন্য তাঁর প্রশংসা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কসম করে বলতে পারো কি, যে তোমরা এছাড়া অন্য কোনো কাজে এখানে বসোনি। তাঁরা বললেন, আমরা শপথ করে বলছি, আমরা এছাড়া অন্য কোনো কাজে এখানে বসিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শোনো, তোমাদের কথাকে অবিশ্বাস করে আমি তোমাদেরকে শপথ

করাইনি। আসল ব্যাপার হলো এইমাত্র হযরত জিবরাঈল আঃ এসে আমাকে খবর দিলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আমীরে মুআবিয়া ওহী লেখক ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তার বোন উম্মে হাবীবা উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। তাই তিনি রাসূলের ঘরে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। এটাই তাঁর মর্যাদার কারণ।

٢١٧٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২১৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের নফলী বিধি-বিধান আমার উপর অনেক। তাই আমাকে সংক্ষেপে কিছু কাজের হুকুম দিন যা আমি সব সময় করতে পারি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সব সময় তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখবে।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢١٧٣- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً - رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২১৭৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের অপেক্ষাও কি তারা মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে যদি নিজের তরবারী দিয়ে কাফির ও মুশরিকদেরকে আঘাত করে এমন কি তাদের আঘাত করতে করতে তার তরবারী ভেঙে যায়। আর সে নিজেও হয়ে পড়ে রক্তাক্ত তাহলেও তার থেকে আল্লাহর যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।–আহমাদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

٢١٧٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْطٰنُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ - رواه البخاري تعليقا

২১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের কলবের উপর জেঁকে

বসে থাকে। সে যখন আল্লাহর যিকির করে তখন সে সরে যায় আর যখন সে অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার দিলে ওয়াসওয়াসার বীজ বপন করতে থাকে।

–বুখারী, তালীলক হাদীস হিসাবে।

٢١٧٥- وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِّيْنَ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَغُصْنٍ اَخْضَرَ فِىْ شَجَرٍ يَّابِسٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِىْ وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِىْ بَيْتٍ مُّظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يُرِيْهِ اللّٰهُ مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَىٌّ وَّذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يُغْفَرُ لَهٗ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيْحٍ وَاَعْجَمَ وَالْفَصِيْحُ بَنُوْاٰدَمَ وَالْاَعْجَمُ الْبَهَائِمُ - رواه رزين

২১৭৫. হযরত ইমাম মালিক রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, অলস গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী এমন, যেমন যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী। আর গাফেল বিমূঢ় মধ্যে যিকিরকারী এমন, যেমন শুকনো গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যেমন শুকনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে সতেজ সবুজ গাছ। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী এমন যেমন অন্ধকার ঘরে আলো। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীকে তার জীবদ্দশায়ই তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীর গুনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেয়া হবে।–রাযীন

٢١٧٦- وَعَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلاً اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - رواه مالك والترمذى وابن ماجه

২১৭৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারার মতো কোনো আমল আল্লাহর কোনো বান্দাহ করতে পারে না।–মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

٢١٧٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ - رواه البخارى

২১৭৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ যখন আমার যিকির করে আমার জন্যে তার ঠোঁট নড়ে তখন আমি তার কাছে থাকি।–বুখারী

٢١٧٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صِقَالَةٌ وَّصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا مِنْ شَىْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالُوْا

وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اَنْ يُّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ - رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

২১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একটা ব্রাশ বা মাজন আছে। আর কালব বা মন পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ বা মাজন হলো আল্লাহর যিকির। আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি দেবার জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে অধিক কার্যকর আর কোনো জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি এ পর্যায়ের নয় ? তিনি বললেন, সেই মুজাহিদ আল্লাহর পথে প্রচণ্ড জোরে তরবারীর আঘাত করে তা ভেঙে ফেললেও নয়।–বায়হাকী

১০

# كـتَابُ اَسْمَاءِ الـلّـهِ تَعَالٰى

# আল্লাহ্ তাআলার নামের পর্ব

## প্রথম পরিচ্ছেদ

২১৭৯- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی تِسْعَةً وَّتِسْعِیْنَ اسْمًا مِّائَةً اِلاَّ وَاحِدَةً مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِیْ رِوَایَةٍ وَّهُوَ وِتْرٌ یُّحِبُّ الْوِتْرَ -
متفق علیه

২১৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাত পাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** এ হাদীসে আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম বা আসমাউল হুসনার উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর নাম এ নিরানব্বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর আর কোনো নাম নেই। মূলত আল্লাহ তাআলার আরো অনেক নাম আছে। সামনে এ নিরান্নব্বইটি নাম ছাড়া তার আরো নামের উল্লেখ আসবে। এখানে নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, হাদীসে আল্লাহ তাআলার আসমাউল হুসনার যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৮০- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِیْنَ اسْمًا مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِیُّ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ الْحَلِیْمُ الْعَظِیْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ الْحَفِیْظُ الْمُقِیْتُ الْحَسِیْبُ الْجَلِیْلُ الْكَرِیْمُ الرَّقِیْبُ الْمُجِیْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِیْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِیْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِیْدُ الْحَقُّ الْوَكِیْلُ الْقَوِیُّ الْمَتِیْنُ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ الْمُحْصِ الْمُبْدِیُّ الْمُعِیْدُ الْمُحْیِیْ الْمُمِیْتُ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ

الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ - رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২১৮০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে নামগুলোর মধ্যে একটি নাম 'আল্লাহ'। যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। 'আররাহমান, যার অর্থ হলো দয়াময় মেহেরবান। যার দয়া বা মেহেরবানী গোটা বিশ্বকে ছেয়ে আছে। 'আর রাহীম' যার অর্থ হলো করুণা বা বিশেষ করুণার আধার। যে করুণা শুধু তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি করা হয়। 'আল মালিক' রাজাধিরাজ বাদশাহ। 'আল কুদ্দূস' অতি পূতপবিত্র। 'আস্‌সালাম' শান্তিময় নিরাপদ। 'আল মুমিন,' নিরাপত্তা দাতা। 'আল মুহাইমিনু' রক্ষণাবেক্ষণকারী, 'আল আযীয', পরাক্রমশালী। 'আল জব্বার' কঠিন-কঠোর। 'আল মুকাব্বিরু' অহংকারের মালিক। যাঁর জন্য অহংকারই শোভা পায়। 'আল খালিক' স্রষ্টা। 'আল বারী' সৃষ্টিকারী। 'আল মুসাব্বির'—প্রকল্পক ও নকশা অংকনকারী, ডিজাইনার। 'আল গাফ্‌ফার'—বড় ক্ষমাশীল—যিনি বান্দার অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করতে সংকোচ করেন না। 'আল কাহ্‌হার'—সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীন। ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কোনো বাধা নেই। 'আল ওয়াহ্‌হাব'—বড় দাতা, যাঁর দান অবারিত। 'আর রায্‌যাক'—রিযিকদাতা। 'আল ফাত্তাহ'–সৃষ্টির মীমাংসাকারী, বিপদমুক্তকারী, যাঁর দয়ার ভাণ্ডার সর্বদা উন্মুক্ত। 'আল আলীম'—বড় জ্ঞাতা—যিনি গুপ্ত প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। 'আল কাবেয'—রিযিক ইত্যাদির সংকোচনকারী। 'আল বাসেত'—তার সম্প্রসারণকারী। 'আল খাফেযু'—যিনি নীচে নামান। 'আর রাফিউ'—যিনি উর্ধে উঠান। 'আর মুইয্‌যু'—সম্মান ও পূর্ণতা দানকারী। 'আলমুযিল্লু'—অপমান ও অপূর্ণতা দানকারী। 'আস সামীউ'—সর্বশ্রোতা। 'আল বাছীর'—দর্শক (ছোট বড় সকল জিনিসের)। 'আল হাকামু'—নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা। 'আল আদলু'—ন্যায়বিচারক—যিনি যা উচিত তা-ই করেন। 'আল লাতীফু'—যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন ; অনুগ্রহকারী। সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবগত। 'আল খাবীর'—যিনি গুপ্ত রহস্যাদী অবগত, ভিতরের বিষয় জ্ঞাতা। 'আল হালীম'—ধৈর্যশীল—যিনি অপরাধ দেখেও সহজে শাস্তি দেন না। 'আল আযীমু'—বিরাট মহাসম্মানী। 'আল গাফুরু'—যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। 'আশশকুরু'—কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশী পুরস্কার দেন। 'আল আলিয়্যু'—সর্বোচ্চ সমাসীন; সর্বোপরি। 'আল কাবীরু'—বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধে বড়। 'আল হাফীযু'—বড় রক্ষাকারী। যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ রাখেন। 'আল মুকীতু'—খাদ্যদাতা ; শারীরিক ও আত্মিক শক্তিদাতা। 'আল হাসীবু'—যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন; যিনি যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন। 'আল জালীলু'—গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত—যাঁর মহিমা অতুলনীয়। আল কারীমু—বড় দাতা, আশার অধিক দাতা ; যিনি সাওয়াল ছাড়া দান করেন। 'আর রাকীবু'—যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ রাখেন। 'আল মুজীবু'—উত্তরদাতা, ডাকে সাড়া দানকারী। 'আল ওয়াসেউ'—সম্প্রসারণকারী; অথবা যাঁর দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য

সম্প্রসারিত ও বিপুল। আল হাকীমু'—প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি প্রতিটি কাজ উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে করেন। আল ওয়াদুদু'—যিনি বান্দার কল্যাণকে ভালবাসেন। 'আল মাজীদু'—অসীম অনুগ্রহকারী। 'আল বায়েসু'—প্রেরক, রাসূল প্রেরণকারী ; কবর থেকে হাশরে প্রেরণকারী। 'আশ শাহীদু'—বান্দাদের কাজের সাক্ষী। যিনি ব্যক্ত বিষয় অবগত, 'আল হাক্কু—সত্য, সত্য প্রকাশকারী। যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন। 'আল ওয়াকীলু'—কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগাড় দাতা। 'আল কাবিয়্যু'—শক্তিবান, শক্তির আধার। 'আল মাতীনু'—বড় ক্ষমতাবান, যার উপর কারো ক্ষমতা নেই। 'আল ওলিয়্যু'—যিনি মুমিনদের অভিভাবক ও সাহায্য করেন। 'আল হামীদু'—প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য। 'আল মুহসী'—হিসার রক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুংখানুপুংখ হিসাব রাখেন। 'আল মুবদিউ'—বিনা নমুনায় স্রষ্টা, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। 'আল মুঈদু'—মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী। যার পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। 'আল মুহয়ী'—জীবনদাতা। 'আল মুমীতু'—মৃত্যুদানকারী। 'আল হাইয়্যু'—চিরঞ্জীব। 'আল কাইয়্যুম'—স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা। 'আল ওয়াজিদু'—যিনি যাই চান তাই পান। 'আল মাজিদু'—বড় দাতা। 'আল ওয়াহিদুল আহাদু'—এক ও একক, যাঁর কোনো অংশ বা অংশী নেই। 'আস সামাদু'—প্রধান, প্রভু। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। 'আল কাদেরু'–ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আল মুকতাদেরু'—সকলের উপর যাঁর ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌম। যাঁর বিধান চরম। 'আল মুকাদ্দিমু'—যিনি নিকটে করেন এবং আগে বাড়ান যাকে চান। 'আল মুআখখিরু'—যিনি দূরে রাখেন বা পিছনে করেন যাকে চান। 'আল আউয়ালু'—প্রথম, অনাদি। 'আল আখিরু'—সর্বশেষ, অনন্ত। 'আয যাহেরু'—যিনি ব্যক্ত, প্রকট গুণে ও নিদর্শনে। 'আল বাতিনু'—যিনি গুপ্ত সত্তাতে। 'আল ওয়ালী'—অভিভাবক, মুরব্বী। 'আল মুতাআলী'—সর্বোপরি। 'আল বাররু'—মুহসিন, অনুগ্রহকারী। 'আত-তাওয়্যাবু'—তাওবা কবুলকারী। যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহ করেন। 'আল মুনতাকেমু'—প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আল আফুব্বু'—বড়ই ক্ষমাশীল। 'আর রাউফু'—বড়ই দয়ালু। 'মালিকুল মুলক'—রাজাধিরাজ। যাঁর রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। 'যুলজালালি ওয়াল ইকরাম'—মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। 'আল মুকসিতু'—অত্যাচার বিনাশকারী, উৎপীড়ক থেকে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আল জামিউ'—কেয়ামতে বান্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী। 'আল গানিয়্যু'—বেনিয়াজ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আল মুগনিয়্যু'—যিনি কাউকেও কারো মুখাপেক্ষী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। 'আল মানিউ'—বিপদে বাধাদানাকারী। 'আয যাররু'—যিনি ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। 'আন নাফিউ'—যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। উপকারী। 'আননূরু'—আলোকোজ্জ্বল, প্রভা, প্রভাকর। 'আল হাদিয়্যু'—পথপ্রদর্শক (যারা তাঁর দিকে যেতে চায় তাদেরকে)। 'আল বাদীউ'—অদ্বিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। 'আল বাকী'—যিনি সর্বদা আছেন। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন। 'আল ওয়ারিসু'—উত্তরাধিকারী, সকল শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। 'আর রাশীদু'—কারো পরামর্শ বা বাতলানো ছাড়া যাঁর কাজ উত্তম ও ভাল হয়। 'আস্‌সাবূরু'—বড় ধৈর্যশীল।–তিরমিযী। আর বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

২১৮১- وَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَّقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا

اَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ ـ

رواه الترمذى وابو داؤد

২১৮১. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমি জানি, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক ও অনন্য। তুমি অমুখাপেক্ষী স্বনির্ভর। যিনি কাউকে জন্মও দেননি। কারো থেকে জন্মও নন। যার কোনো সমকক্ষ নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে তার 'ইসমে আযম' বা বড় সম্মানিত নামে ডাকলো। এ নামে ডেকে তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা দান করেন। এ নামে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।–তিরমিযী ও আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অনেকে বলেন, আল্লাহর 'ইসমে আযম' আল্লাহ তাআলার নামগুলোর মধ্যে গোপন আছে। এ কথাটাকেই সঠিক বলে মনে করা হয়। তবে কোনটা 'ইসমে আযম তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেমন লাইলাতুল কদরের রাতও কোন রাত নিশ্চিত বলা যায় না। জমহুর আলেমগণ বলেন, 'ইসমে আযম' হলো 'আল্লাহ' শব্দ। হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কেউ বলেন 'রব' শব্দ কেউ বলেন, 'রাহমান রাহীম'। আবার অনেকে বলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' হলো 'ইসমে আযম'।

٢١٨٢ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُّصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى ـ رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২১৮২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন নামায পড়ছিলো। নামাযের পর সে বলছিলো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করছি। কারণ সব প্রশংসাই তোমার। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তুমিই সবচেয়ে বড় মেহেরবান। তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা। তুমিই আসমান যমীনের স্রষ্টা। হে মর্যাদা ও দানকরার মালিক! হে চিরঞ্জীব ও খবরদারী করার মালিক। আমি তোমার কাছে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, যে আল্লাহকে 'ইসমে আযমে'র দ্বারা ডাকলো। এ নামে তাকে ডাকা হলে তিনি তাতে সাড়া দেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ

٢١٨٣ـ وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اسْمُ اللّٰهِ الاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ

الْاٰيَتَيْنِ ـ وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ وَفَاتِحَةَ اٰلِ عِمْرَانَ اٰلٓمّٓ ـ اَللّٰهُ لآَ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى

২১৮৩. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর 'ইসমে আযম' আছে, ওয়া ইলাহুকুম ইলা হুওঁ ওয়াহিদ, লাইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। এছাড়াও সূরা আলে ইমরানের শুরুতে 'আলিফ লাম মীম আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٢١٨٤ـ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ اِذَا دَعَا رَبَّهٗ وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِيْنَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اسْتَجَابَ لَهٗ ـ رواه احمد والترمذى

২১৮৪. হযরত সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়ে যে দোয়া পড়েছিলেন তাহলো এই "লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন "অর্থাৎ "তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র, আমি হচ্ছি যালিম।" যে কোনো মুসলমানই যে কোনো কাজে এই দোয়া পাঠ করবে, তার দোয়া অবশ্য অবশ্যই কবুল হবে।–আহমাদ, তিরমিযী

**ব্যাখ্যা ঃ** এ দোয়াই মাছওয়ালা নবীর দোয়া। অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দোয়া। তিনি মাছের পেটে পড়ে মুক্তির জন্য এ দোয়া করেছেন। এ দোয়া 'দোয়ায়ে ইউনুস' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। কোনো বড় বালা-মসিবতে পড়লে আমাদের দেশে এ দোয়া এক লাখ বার পড়ে খতমে ইউনুস পড়ানো হয়।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٨٥ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فَاِذَا رَجُلٌ يَّقْرَاُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَقُوْلُ هٰذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُّنِيْبٌ قَالَ وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ يَقْرَاُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهٗ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَتِهٖ ثُمَّ جَلَسَ اَبُوْ مُوْسٰى يَدْعُوْا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخْبِرُهٗ بِمَا

سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَاَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ اَنْتَ الْيَوْمَ لِىْ اَخٌ صَدِيْقٌ حَدَّثْتَنِىْ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - رواه رزين

২১৮৫. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে এশার নামাযের সময় প্রবেশ করলাম। এ সময় দেখি এক ব্যক্তি (নামাযে) কুরআন পড়ছেন এবং তার নিজের গলার স্বর সুউচ্চ করছেন। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ধরনের কুরআন পড়াকে কি অপনি প্রদর্শনী বলবেন ? উত্তরে তিনি বললেন, না। বরং এ ব্যক্তি একজন বিনয়ী মুমিন। বুরাইদা বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং তা উচ্চস্বর দিয়েই পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কেরাত শুনছিলেন। এরপর আবু মূসা বসে বসে এ দোয়া করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার সাক্ষ দিচ্ছি, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক। তুমি সকলের নির্ভরস্থল। অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি কারো জন্মও নন। যার কোনো সমকক্ষও নেই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওই নামের সাথে যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো যে নাম ধরে যখন যা প্রার্থনা করা হয়, তিনি তখন তা দান করেন। যে নাম ধরে যখন তাঁকে ডাকে, তখন তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। হযরত বুরাইদা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা আপনার কাছে শুনলাম, তা কি তাকে বলবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, বলো, এরপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা বলে শুনালাম। আবু মূসা রাঃ তখন আমাকে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার সত্যিকারের ভাই। আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলা সব কথা শুনালেন।–রাযীন

❑

# ١ـ باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

## ১. সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার বলার সওয়াব

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢١٨٦ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَايَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ـ رواه مسلم

২১৮৬. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কালাম হলো চারটি (১) সুবহানাল্লাহ (২) ওয়ালহামদু লিল্লাহ (৩) ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (৪) ওয়াল্লাহু আকবার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি। (১) সুবহানাল্লাহ, (২) আল হামদু লিল্লাহ, (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও (৪) ওয়াল্লাহু আকবার। এ চারটি কালেমার যে কোনো একটি প্রথমে বলতে পারো। এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।–মুসলিম

٢١٨٧ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ـ رواه مسلم

২১৮৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার 'সুবহাল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলা, গোটা বিশ্ব অপেক্ষাও আমার নিকট বেশি প্রিয়।–বুখারী, মুসলিম

٢١٨٨ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ متفق عليه

২১৮৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' পড়বে তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনার মতো বেশি হলেও মাফ করে দেয়া হবে।–বুখারী, মুসলিম

٢١٨٩ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِىْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ لَّمْ يَاْتِ اَحَدٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ ـ متفق عليه

২১৮৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বিকালে একশত বার 'সুবহানাল্লাহি

ওয়াবিহামদিহী' পড়বে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে এর সমান অথবা এর চেয়ে বেশি পড়বে সে এর ব্যতিক্রম।
–বুখারী, মুসলিম

٢١٩٠. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ . سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ . متفق عليه

২১৯০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি খুব ছোট বাক্য যা বলতে সহজ অথচ পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়, তাহলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম'।
–বুখারী, মুসলিম

٢١٩١. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهٖ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ . رواه مسلم وَفِىْ كِتَابِهٖ فِىْ جَمِيْعِ الرِّوَايَاتِ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ اَوْ يُحَطُّ قَالَ اَبُوْ بَكْرِنِ الْبَرْقَانِىْ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ نِ الْقَطَّانُ عَنْ مُوْسٰى فَقَالُوْا وَيُحَطُّ بِغَيْرِ اَلْفٍ هٰكَذَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ .

২১৯১. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি একদিনে এক হাজার নেকী করতে সমর্থ ? তার সাথে বসা লোকদের কেউ বললেন, আমাদের কেউ কিভাবে এ দিনে একশত নেকী করতে সমর্থ হবেন ? তিনি তখন বললেন, যদি কেউ দৈনিক একশত বার "সুবহানাল্লাহি" পড়ে তাহলে এতে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক হাজার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।–মুসলিম

মুসলিম শরীফে মূসা জুহানীর সফল বর্ণনায়, اَوْ يُحَطُّ শব্দ উল্লেখ আছে عَنْهُ শব্দটি নেই। তবে আবু বকর বারকানী বলেন, শোবা আবু আওয়ানা এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ, কাত্তান, জুহানী যেসব বর্ণনা করেছেন তাতে وَيُحَطُّ আছে। এতে وَ এর আগে الف অক্ষরটি নেই। হুমাইদীর কিতাবেও এরূপ রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে, সে দশটি নেক কাজের সওয়াব পাবে।

٢١٩٢. وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلٰئِكَتِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ . رواه مسلم

২১৯২. হযরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কালাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ? একথা শুনে তিনি বললেন, যে কালাম আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পসন্দ করেছেন। আর সে কালাম হলো, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।-মুসলিম

٢١٩٣- وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ - رواه مسلم

২১৯৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামযের পর খুব ভোরে তাঁর নিকট হতে বের হলেন। তখন হযরত জুওয়াইরিয়া নিজ নামাযের জায়গায় বসা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন। তখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আর জুওয়াইরিয়া তখনো নামাযের জায়গায় বসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন। আমি তোমার কাছ থেকে যাবার সময় যে-অবস্থায় তুমি ছিলে, এখনো সে অবস্থায় আছো ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছ থেকে যাবার পর আমি মাত্র চারটি কালাম তিনবার পড়েছি। তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছো তার সাথে যদি আমার পড়া কালাম ওযন দেয়া হয় তাহলে এর ওযনই বেশি হবে। (আর সেই চারটি কালাম হলো) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, আদাদা খালকিহী, ওয়া রেদা নাফসিহী, ওয়া যিনতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তুষ্টি পরিমাণ, তার আরশের ওযন পরিমাণ ও তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।-মুসলিম

٢١٩٤- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ - متفق عليه

২১৯৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশত বার "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" পড়বে তার দশটি গোলাম মুক্ত করে দেবার সমান সওয়াব হবে। তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। তার একশতটি

গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ দোয়া তার জন্য ওই দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে বেঁচে থাকার জন্য রক্ষা কবচ হবে। আর সে যে কাজ করেছে এর চেয়ে উত্তম কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে বেশী আমল করবে।—বুখারী, মুসলিম

٢١٩٥۔ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَّهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِيْ تَدْعُوْنَهٗ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِّنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهٖ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَاَنَا خَلْفَهٗ اَقُوْلُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فِيْ نَفْسِيْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - متفق عليه

২১৯৫. হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। এ সময় (এক সুযোগে) লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলছিলো। তাকবীর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নফসের উপর করুণা করো। (অর্থাৎ এতো উচ্চস্বরে তাকবীর বলো না) কারণ তোমরা তাকবীরের মাধ্যমে কোনো বধিরকে বা কোনো অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। তোমরা ডাকছো এমন সত্তাকে যিনি তোমাদের সব কথা শুনেন ও দেখেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যাঁকে ডাকছো তিনি তোমাদের প্রত্যেকের সওয়ারীর গর্দান থেকেও বেশি নিকটে। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম। 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস! (আবু মূসার ডাক নাম) আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেবো না? আমি বললাম, অবশ্যই দেবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, সে ভাণ্ডার হলো, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'।—বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٩٦۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ - رواه الترمذى

২১৯৬. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী" বলবে, তার জন্য জান্নাতে খেজুর গাছ বপন করা হয়।—তিরমিযী

**ব্যাখ্যা ঃ** খেজুর গাছ লাগানোকে বিশেষ করে বলার কারণ হলো, খেজুর গাছ খুবই উপকারী গাছ। এর ফলও খুবই সুস্বাদু ও উত্তম।

٢١٩٧- وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ الاَّ مُنَادٍ يُنَادِيْ سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوْسَ - رواه الترمذى

২১৯৭. হযরত যুবায়ের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো প্রভাত নেই যে প্রভাতে একজন ফেরেশতা আহ্বান করে বলেন না পবিত্র বাদশাহকে পবিত্রতার সাথে স্মরণ করো।–তিরমিযী

**ব্যাখ্যা ঃ** পবিত্রতার সাথে স্মরণ করা অর্থ হলো 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ' পড়া।

٢١٩٨- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - رواه الترمذى وابن ماجة

২১৯৮. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম যিক্‌র হলো, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর সর্বোত্তম দোয়া হলো, "আলহামদুলিল্লাহ"।–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

٢١٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَمْدُ رَاْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لاَ يَحْمَدُهُ -

২১৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্' হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেরা কালেমা। যে বান্দাহ আল্লাহর শোকর আদায় করলো না সে তার প্রশংসা করলো না।

٢٢٠٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَنْ يُّدْعٰى اِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ - رواهما البيهقى فى شعب الايمان

২২০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে প্রথমে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তারা হলেন ওইসব ব্যক্তি যারা সুখে দুঃখে সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন।–এ হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٠١- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ بِهٖ فَقَالَ يَا مُوْسٰى قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِيْ بِهٖ قَالَ يَا مُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِيْ كَفَّةٍ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِيْ كَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - رواه فى شرح السنة

২২০১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার মূসা আঃ বললেন, হে রব! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দাও, যা দিয়ে আমি তোমার যিকির করতে পারি। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার কাছে দোয়া করতে পারি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! তুমি বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তখন হযরত মূসা আঃ বললেন, হে রব! তোমার প্রত্যেকটা বান্দাহই তো এই 'কালেমা' বলেন। আমি তোমার কাছে আমার জন্য খাস করে একটি 'কালেমা' চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, হে মূসা! সাত আকাশ ও আমি ছাড়া এর সকল অধিবাসী আর সাত যমীন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই 'লা ইলাহা'র পাল্লা ভারী হবে।-শরহুস সুন্নাহ

٢٢٠٢- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ يَقُوْلُ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِىْ لاَ شَرِيْكَ لِىْ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِىْ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَهَا فِىْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ - رواه الترمذى وابن ماجة

২২০২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা দু'জন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" বলেন, তার কথা সত্যায়িত করে আল্লাহ তাআলা বলেন, হ্যাঁ, "লা ইলাহা ইল্লা আনা, ওয়া আনা আকবার।" আর যখন বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু" আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, "লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়াহদী, লা শারীকা লী।" আর যখন কোনো বান্দাহ বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু," আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, "লা ইলাহা ইল্লা আনা লিয়াল মুলকু ওয়া লিয়াল হামদু।" কোনো বান্দাহ যখন বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "লা ইলাহা ইল্লা আনা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বী।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন, যে ব্যক্তি এসব কলেমাগুলো নিজের রোগে শোকে পড়বে এরপর মৃত্যুবরণ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন জ্বালাবে না।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٢٠٣- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى امْرَاَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَابَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ

ذٰلِكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ رواه الترمذى وابو داؤد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২২০৩. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি মহিলার কাছে গেলেন। ওই মহিলার সামনে কিছু খেজুরের বিচি অথবা তিনি বলেছেন, কিছু কাঁকর ছিলো। এগুলো দিয়ে গুণে গুণে মহিলা তাসবীহ পড়ছিলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি কি এর চেয়ে তোমার পক্ষে 'সহজ তাসবীহ অথবা বলেছেন, উত্তম তাসবীহ তোমাকে বলে দিবো না ? আর তা হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহ আদাদা মা খালাকা ফিস সামায়ে, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদে, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যালিকা ও সুবহানাল্লাহি আদদা মাহুওয়া খালিকুন ওয়াল্লাহ আকবার মিসলু যালিকা আলহামদু লিল্লাহ মিসলু যালিকা ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহ মিসলু যালিকা ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি মিসলু যালিকা" অর্থাৎ আল্লাহর জন্য তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের সমান পাক পবিত্রতা যা আসমানে আছে। আল্লাহর জন্য পাক পবিত্রতা তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের সমান যা যমীনে আছে। আল্লাহর জন্য সব পাক পবিত্রতা তার ওই সৃষ্টিজগতের সমান যা আসমান ও যমীনের মধ্যে আছে। আর আল্লাহর জন্য সব পাক পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন। আর এভাবে "আল্লাহু আকবারও" 'আল হামদুলিল্লাহি' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি'ও পড়বে।–তিরমিযী, আবু দাউদ। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

٢٢٠٤ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَّمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَاْتِ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَحَدٌ بِاَكْثَرَ مِمَّا اَتٰى بِهٖ اِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَوْ زَادَ عَلٰى مَا قَالَ ـ

رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

২২০৪. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে একশ' বার ও বিকালে একশ' বার সুবহানাল্লাহ' পড়বে, সে ব্যক্তি একশ'বার হজ্জ করার মতো (সওয়াবের অধিকারী) হবে। যে ব্যক্তি সকালে একশ'বার ও বিকালে একশ'বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করার জন্য) একশত ঘোড়ায় একশত মুজাহিদ রওনা করে দেয়া ব্যক্তির সমতুল্য (সওয়াবের অধিকারী) হবে। যে সকালে একশ' বার ও বিকালে একশ' বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে, সে ব্যক্তি নবী ইসমাঈল

আলাইহিস সালামের বংশের একশত লোক মুক্ত করে দেয়া ব্যক্তির সমান (সওয়াবের অধিকারী) হবে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশ বার ও বিকালে একশ বার 'আল্লাহু আকবার পড়বে, সেদিন তার চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি অনুরূপ আমল করেছে অথবা এর চেয়ে বেশি করেছে সে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম।
–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٢٠٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهُ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُوْنَ اللّٰهِ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

২২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্' হলো পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদুলিল্লাহ' একে পূর্ণ করে, আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সামনে আল্লাহর কাছে গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত কোনো পর্দা নেই।–তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর সনদ সবল নয়।

٢٢٠٦ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا قَطُّ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يُفْضِىَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২২০৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বান্দা খালেস মনে পড়বে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' নিশ্চয়ই তা আল্লাহর আরশে না পৌঁছা পর্যন্ত তার জন্য জান্নাতের দরযাগুলো খোলা হবে। যদি সে কবিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে।–তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ 'আরশে না পৌঁছা পর্যন্ত' অর্থ এ কালাম আল্লাহর আরশ মুআল্লায় তাড়াতাড়ি পৌঁছে ও তাড়াতাড়ি কবুল হয়। গুনাহ কবীরা হতে বেঁচে থাকলে তা পৌঁছতে দেরী হয় না। আর না থাকলে দেরীতে পৌঁছে ও দেরীতে কবুল হয়। কারণ গুনাহ কোনো নেক আমলকে নষ্ট করতে পারে না। বরং নেক আমল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

٢٢٠٧ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اقْرَاْ اُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

২২০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আপনি আপনার

উম্মতকে আমার সালাম বলবেন। তাদেরকে খবর দিবেন, জান্নাত হলো সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট। জান্নাত হলো সমতল ভূমি, কিন্তু এতে কোনো গাছপালা নেই। এর গাছপালা হলো "সুবহানাল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।"–তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٢٠٨ـ وَعَنْ يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهٰجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاَعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ـ رواه الترمذى وابو داؤد

২২০৮. হযরত ইউসায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মুহাজির রমণীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা "সুবহানাল্লাহ্", "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্", "সুবহানাল মালিকির কুদ্দূস" নিজের আঙুলে গুণে গুণে পড়বে। কারণ আঙুলকে কথা বলার শক্তি দিয়ে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহর যিকির করা হতে গাফেল হয়ো না। যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হও।–তিরমিযী ও আবু দাউদ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٢٠٩ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلَامًا اَقُوْلُهُ قَالَ قُلْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فَقَالَ فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّىْ فَمَا لِىْ فَقَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ شَكَّ الرَّاوِىُّ فِىْ عَافِنِىْ ـ رواه مسلم

২২০৯. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পড়তে পারি এমন কিছু দোয়া-কালাম আমাকে শিখিয়ে দিন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তুমি, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম" পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো এ দোয়া শুনে ওই বেদুঈন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো আমার রবের জন্য (তাঁর প্রশংসা), আমার জন্য কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি "আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্নী, ওয়া আফেনী পড়বে। শেষ শব্দ 'আফেনী' সম্বন্ধে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, এ শব্দটি রাসূলের কথার মধ্যে আছে কিনা?

٢٢١٠- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২২১০. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাবিশিষ্ট গাছের কাছে গেলেন। তিনি তার নিজের হাতের লাঠি দিয়ে গাছটিতে আঘাত করলেন। এতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ্, সুব্হানাল্লাহ্, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার"—এ কালামগুলো বান্দার গুনাহ্ এভাবে ঝরিয়ে দেয় যে, ওই গাছের যেভাবে পাতা ঝরে পড়ছে।–তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

٢٢١١- وَعَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُوْلٌ فَمَنْ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ مَنْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ الضُّرِّ اَدْنَاهَا الْفَقْرُ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَّمَكْحُوْلٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

২২১১. তাবেয়ী হযরত মাকহূল হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বললেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" বেশি বেশি করে পড়তে। কারণ এ কালামটি জান্নাতের ভাণ্ডারের কালাম বিশেষ। তাবেয়ী হযরত মাকহূল বলেন, যে ব্যক্তি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি, ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি" পড়বে আল্লাহ তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দেবেন। এসব কষ্টের একেবারে ছোটটা হলো দরিদ্র।–তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। মাকহূল হযরত আবু হুরাইরা হতে এ হাদীসটি শুনেননি।

٢٢١٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ دَوَاءٌ مِّنْ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ دَاءً اَيْسَرُهَا الْهَمُّ

২২১২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" হলো নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ। যার সহজটা হলো দুশ্চিন্তা।

٢٢١٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ

كَنْزِ الْجَنَّةِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْلَمَ عَبْدِيْ وَاسْتَسْلَمَ - رواهما البيهقى فى الدعوات الكبير

২২১৩. হযরত আবু হুরাইরা হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে আরশের নীচের ও জান্নাতের ভাণ্ডারের একটি 'কলেমা তোমাকে বলে দেবো না ? (সে কালেমাটি হলো) "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।" (এ কালেমাটি যখন কেউ পড়ে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা সর্বতোভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলো (এ হাদীস দুটি বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে বর্ণনা করেছেন)।

٢٢١٤-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هِيَ صَلٰوةُ الْخَلاَئِقِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةُ الْاِخْلاَصِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَمْلاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ - رواه رزين

২২১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সুবহানাল্লাহ্" হলো আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সালাত। "আলহামদুলিল্লাহ্" হলো, কালেমাতুশ্ শোকর অর্থাৎ শোকর প্রকাশের কালেমা। "লা ইলাহা ইল্লাহ্" হলো তাওহীদের কালেমা। "আল্লাহু আকবার" আকাশ ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে ভরে দেয়। বান্দাহ যখন বলে, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্," আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, এ বান্দা পরিপূর্ণভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।–রাযীন

❑

## ٢ ـ باب الاستغفار التوبة

## ২. ক্ষমা ও তাওবা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٢١٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ انِّيْ لاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ رواه البخاري

২২১৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।–বুখারী

**ব্যাখ্যা ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ। তার জীবনের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিও আল্লাহ মাফ করে দেবার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এরপরও তিনি দিনে সত্তরবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতেন, তাওবা করতেন। এ হাদীস হলো উম্মতের জন্য বেশি বেশি ক্ষমা ও তাওবা করার জন্য একটি বড় শিক্ষা।

٢٢١٦ـ وَعَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ وَاِنِّيْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ رواه مسلم

২২১৬. হযরত আগার মুযানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার হৃদয়ে মরিচা পড়ে। আর আমি ওই মরিচা পরিষ্কার করার জন্য দিনে একশত বার করে ইস্তেগফার করি।–মুসলিম

٢٢١٧ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ رواه مسلم

২২১৭. হযরত আগার মুযানী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানুষেরা! আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আর আমি নিজেও দৈনিক একশতবার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করি।–মুসলিম

٢٢١٨ـ وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يٰعِبَادِيْ اِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ

اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِيْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْلَكُمْ يٰعِبَادِيْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَّازَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا يٰعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَّانَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُّلْكِيْ شَيْئًا يٰعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَاَلُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَّسْئَلَتَهٗ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمُخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ يٰعِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَّجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَّجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهٗ ـ رواه مسلم

২২১৮. হযরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হাদীস আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বর্ণনা করতেন তার একটি হলো তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার উপর যুলুমের কাজ করাকে হারাম করে দিয়েছি। (অর্থাৎ আমি যুলুম করা হতে পাক পবিত্র। যুলুম করা আমার জন্য যা, তোমাদের জন্যও তা। তাই আমি তোমাদের জন্যও যুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। তাই (তোমরা একে অপরের উপর) যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই সে-ই পথের সন্ধান পায়)। অতএব তোমরা আমার নিকট পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধাতুর। কিন্তু আমি যাকে খাবার দেই সেই খাবার পায়। তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও। আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা। তোমাদের প্রত্যেকেই নাঙা। কিন্তু আমি যাকে পোশাক পরাই (সেই পোশাক পরে)। তাই তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে (পোশাক) পরাবো। হে আমার বান্দারা। তোমরা রাতদিন গুনাহ করে থাকো। আর আমি তোমাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা রাখো না যে, আমার ক্ষতি করবে। এভাবে তোমরা আমার কোনো উপকার করারও শক্তি রাখো না যে, আমার কোনো উপকার করবে। তাই হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয় নিয়ে পরহেযগার হয়ে যায়। তাও আমার সাম্রাজের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী-অনাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয় নিয়েও অত্যাচার-অনাচার করে। তাদের এ কাজও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে

একত্রে আমার কাছে চায়। আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের চাওয়া জিনিস দান করি তাহলে তা আমার কাছে যা আছে, তার কিছুই কমাতে পারবে না। শুধু এতোখানি ছাড়া যতোখানি একটি সূঁই সমুদ্রে ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে আনলে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমায়। আমার বান্দাগণ! এখন বাকী রইলো তোমাদের (ভালো মন্দ) আমল। এ আমল আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করি। এরপর এর প্রতিদান আমি দেবো পরিপূর্ণভাবে। অতএব যে ব্যক্তি কোনো ভালো (ফল) লাভ করে সে যেনো আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যে মন্দ (ফল) লাভ করে সে যেনো নিজেকে ছাড়া অন্যকে তিরস্কার না করে (কারণ তা তার নিজ হাতের অর্জন)।

٢٢١٩- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاَتٰى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ اَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لاَ فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْئَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَاَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهٖ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهٖ اَنْ تَقَرَّبِىْ وَاِلٰى هٰذِهٖ اَنْ تَبَاعَدِىْ فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ اِلٰى هٰذِهٖ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَلَهُ - متفق عليه

২২১৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছিলো। এরপর সে শরয়ী বিধান জানার জন্য এক পাদ্রীর কাছে গেলো। পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলো, এমন ধরনের মানুষের জন্য তাওবার পথ আছে কি? পাদ্রী বললেন, নাই। এরপর সে এ পাদ্রীকেও হত্যা করলো। এভাবে সে মানুষকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকলো। এক ব্যক্তি শুনে বললো, অমুক গ্রামে গিয়ে অমুককে জিজ্ঞেস করো। ঠিক এ সময়েই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মৃত্যুর সময় সে ওই গ্রামের দিকে নিজের সিনাকে বাড়িয়ে দিলো। এরপর রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা পরস্পর ঝগড়া করতে লাগলো কে তার রূহ নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ তাআলা ওই গ্রামকে বললেন, তুমি মৃত ব্যক্তির কাছে আসো। আর নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দুরে সরে যাও। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা উভয় দিকের পথের দূরত্ব মেপে দেখো। মাপের পর ওই ব্যক্তিকে এ গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেলো। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হলো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস হতে বুঝা গেলো তাওবার জন্য খালেস নিয়তে অগ্রসর হলে আল্লাহর রহমতও প্রস্তুত হয়। গুনাহ মাফ করাবার জন্য অনুতপ্ত মনে খালেসভাবে আল্লাহর দিকে এগুলে বড় বড় গুনাহগারকেও আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।

٢٢٢٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

২২২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সরিয়ে এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন। যারা গুনাহ করতো ও আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতো। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** গুনাহ খাতা করার অবকাশ মানুষের জন্য রয়েছে। মানুষের জন্য তা করা প্রকৃতিগত ভাবেই সম্ভব। কিন্তু ফেরেশতাদের জন্য এ অবকাশই নেই। তাঁদের প্রকৃতিতেই গুনাহ খাতা করার বৈশিষ্ট নেই। আল্লাহ গুনাহ খাতা করার পর 'মাফ' চাওয়াকে খুবই পছন্দ করেন। এ হাদীসে 'মাফ' চাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই একথা বলা হয়েছে।

٢٢٢١- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيُّ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيُّ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رواه مسلم

২২২১. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে আল্লাহ তাআলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন। যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তাওবা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে তিনি যতোদিন না পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হয় হাত প্রসারিত করতে থাকবেন।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** হাত বাড়িয়ে দেয়া অর্থাৎ বান্দাহর গুনাহখাতা মাফ করে দেবার জন্য তাওবাকারীকে তিনি খুঁজেন। সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত।

٢٢٢٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - متفق عليه

২২২২. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহ গুনাহ করার পর যদি তা স্বীকার করে (অনুতপ্ত হয়) আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ মাফ করে দেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٢٢٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - رواه مسلم

২২২৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবার (কিয়ামত) আগে তাওবা করবে। আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন।–মুসলিম

٢٢٢٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ رَاحِلَتُهٗ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاَيِسَ

مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ـ رواه مسلم

২২২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবা করায় খুবই খুশী হন। যখন সে তার কাছে তাওবা করে। (আল্লাহর এ খুশী) ওই ব্যক্তির খুশীর চেয়ে অধিক যে ব্যক্তির আরোহণের বাহন গভীর বনজঙ্গলে তার কাছ থেকে ছুটে পালায়। আর এ বাহনের উপর আছে তার খাবার ও পানীয়। এ কারণে সে হতাশ-নিরাশ হয়ে পড়ে। এরপর একটি গাছের কাছে এসে সে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে। তার আরোহণের বাহন সম্পর্কে সে একেবারেই নিরাশ। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে, বাহন তার কাছে এসে দাঁড়ানো। সে বাহনের লাগাম ধরে আর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা। আর আমি তোমার প্রভু। সে এ ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে।–মুসলিম

٢٢٢٥ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدًا اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اٰخَرَ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ ـ متفق عليه

২২২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দা অপরাধ করে যদি বলে, 'হে রব'! আমি অপরাধ করে ফেলেছি। তুমি আমার এই অপরাধ মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, হে (আমার ফেরেশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন ? যে 'রব' অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা (এর জন্য) তাকে শাস্তি দেন ? তোমরা (সাক্ষী) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। এরপর যতোদিন আল্লাহ চাইবেন সে নিরপরাধ রইলো। তারপর আবার সে অপরাধ করলো ও বললো, 'হে রব'! আমি আবার অপরাধ করেছি। আমার এ অপরাধ মাফ করো। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন যে রব অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা এরজন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতপর আল্লাহ যতোদিন চাইলেন, সে কোনো অপরাধ না করে থাকলো। এরপর সে আবারও অপরাধ করলো এবং বললো, হে রব! আমি আবার অপরাধ করেছি। তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করো। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার বান্দাহ কি জানে, তার একজন রব আছেন, যে রব অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন ? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা চায় করুক।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'সে যা চায় করুক'। বাক্যটি দ্বারা আল্লাহর উদারতা, মহত্ত্বতা ও ক্ষমাশীলতার প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা যদি অপরাধ করে তা স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়, আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। যতবড় অপরাধ সেই করুক না কেনো ?

٢٢٢٦۔ وَعَنْ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلاَنٍ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اَنِّىْ لاَ اَغْفِرُ لِفُلاَنٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ اَوْ كَمَا قَالَ ۔ رواه مسلم

২২২৬. হযরত জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি বললো আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা তখন বলেছেন। এমন কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে ? (বা আমার নাম ধরে কসম করতে পারে) আমি অমুককে ক্ষমা করবো না। যাও আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এরূপ অথবা অনুরূপ বলেছেন।–মুসলিম

٢٢٢٧۔ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْاَسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَّوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ۔ رواه البخارى

২২২৭. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইসতেগফার (অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া) তোমরা এভাবে পড়বে, "আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী। লাইলাহা ইল্লা আনতা খালকতানী, ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আ'লা আহদিকা, ওয়া ও'য়াদিকা মাসতাতা'তু, আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবুউ বিজাম্বি ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা। "আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই ; তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা ; আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অংগীকারের উপরে আছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা, তুমি ছাড়া অপরাধরাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ সাইয়্যেদুল ইসতেগফারের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে দিনে খালেস দিলে পড়বে আর সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এই দোয়া রাতে পড়বে আর সকাল হবার আগে মৃতুবরণ করবে সে জান্নাতবাসী হবে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২২২৮- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَادَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لاَتُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً - رواه الترمذى ورَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ وَّقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২২২৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনী আদম! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে ডাকবে ও ক্ষমার আশা পোষণ করবে, তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেনো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার অপরাধ যদি আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। এরপর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দেবো। (এ ব্যাপারে) আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীসম অপরাধ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাত করো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে সাক্ষাত করো, আমি পৃথিবীসম ক্ষমা নিয়ে তোমার কাজে উপস্থিত হবো।–তিরমিযী। আহমাদ ও দারেমী আবু যর হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

২২২৯- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ عَلِمَ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهٗ وَلاَ اُبَالِىْ مَالَمْ يُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا -
رواه فى شرح السنة

২২২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে জানে আমি গুনাহ মাফ করে দেবার মালিক। আমি তাকে মাফ করে দেবো।-এ ব্যাপারে আমি কারো পরোয়া করি না। যে পর্যন্ত সে কাউকে আমার সাথে শরীক না করবে।–শারহুস সুন্নাহ

২২৩০- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَّخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ - رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة

২২৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমা চাওয়াকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন। প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক দান করেন যা সে ভাবতেও পারেনি।–আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

২২৩১- وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - رواه الترمذى وابو داؤد

২২৩১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দিনে সত্তর বার করে একই গুনাহ করার পরও যে ব্যক্তি াল্লাহর কাছে এই গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইবে, সে যেনো বাস্তব ক্ষেত্রে এই গুনাহ বার বার রেনি।–তিরমিযী ও আবু দাউদ। .

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বার বার গুনাহ করে লজ্জিত হয় ও আল্লাহর কাছে এজন্য ক্মা ভিক্ষা করে আল্লাহ তাকে বার বারই ক্ষমা করে দেন। সে যেনো কোনো গুনাহই করেনি। য়তানের প্ররোচনায় বার বার একই গুনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। াল্লাহ মাফ করে দেবেন। তবে মাফ চাওয়ার সময় এ গুনাহ আর করবে না এমন দৃঢ় মনোভাব পাষণ করতে হবে।

٢٢٣٢- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২২৩২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বনী আদমই অপরাধী। আর উত্তম অপরাধী হলো সে ব্যক্তি য (অপরাধ করে) তাওবা করে।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী।

٢٢٣٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهٗ وَاِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوْ قَلْبَهٗ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ سكـ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - رواه احمد والترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২২৩৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা অপরাধ করলে তার দিলে একটি কালো দাগ ড়ে। তারপর সে ব্যক্তি তাওবা করলে (ও আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইলে, তার দিল পরিষ্কার য়ে যায় (কালো দাগ থাকে না)। যদি গুনাহ বেশি হয় তাহলে কালো দাগও বেশি হয়। ারপর তা তার দিলকে ছেয়ে ফেলে। এটাই সেই মরিচা যার কথা কুরআনে পাকে আল্লাহ াআলা বলেছেন, “কাল্লা বাল রানা আলা কুলূবিহিম, মাকানু ইয়াক সিবুনা” অর্থাৎ এটা বশ্যই নয় বরং তাদের দিলের উপর গুনাহর মরিচা লেগে গেছে। যা তারা বরাবরই ামাই করেছে।–সূরা আল মুতাফফিফীন।–আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٢٣٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - رواه الترمذى وابن ماجة

২২৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রাণ (রূহ) ওষ্ঠাগত না য়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

٢٢٣٥ـ وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لاَ اَبْرَحُ أُغْوِىْ عِبَادَكَ مَادَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لاَاَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَّاسْتَغْفَرُوْنِىْ ـ رواه احمد

২২৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আল্লাহ তাআলার কাছে বললো, তোমার ইয্যতের কসম হে পরওয়ারদিগারে আলাম! আমি তোমার বান্দাদেরকে সব সময় গুমরাহ করতে থাকবো, যতোদিন পর্যন্ত তাদের দেহে তাদের রূহ থাকবে। (শয়তানের একথা শুনে) আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার ইয্যত আমার মর্যাদা ও আমার সুউচ্চ অবস্থানের কসম! (গুনাহ করার পর) আমার বান্দা যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে। আমি সবসময় তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো।–আহমাদ

٢٢٣٦ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِّلتَّوْبَةِ لاَيُغْلَقُ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهٖ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ـ رواه الترمذى وابن ماجة

২২৩৬. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুলের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন। এ দরজার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হলে তাওবা কবুল হবে না)। আর এ অর্থই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ঃ "ইয়াওমা ইয়াতি বা'জু আয়াতি রাব্বিকা, লা ইয়ানফাউ নাফসান ঈমানুহা, লাম তাকুন আমানাত মিন কাবলু" অর্থাৎ যেদিন তোমার 'রবের' (কিয়ামতের) কোনো বিশেষ নিদর্শন এসে পৌছবে, সেদিন (কেউ ঈমান আনলে) তার এ ঈমান কোনো কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি এ নিদর্শন আসার আগে ঈমান আনেনি। (আনআম ১৫৮)।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ 'কোনো এক নির্দশন' অর্থ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের কোনো একটি। এখানে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হওয়ার কথা বলে কিয়ামতের নিদর্শনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

٢٢٣٧ـ وَعَنْ مُّعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا ـ رواه احمد وابو داؤد والدارمى

২২৩৭. হযরত মুআবিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিজরাতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে না, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত না হওয়া পর্যন্ত।
–আহমাদ, আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হিজরতের ব্যাপক অর্থ। এখানে কুফরী হতে ঈমান ও গুনাহ হতে সওয়াবের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে হিজরত বুঝানো হয়েছে।

٢٢٣٨۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُتَحَابَّيْنِ اَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ وَالْاٰخَرُ يَقُوْلُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَقْصِرْ عَمَّا اَنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ خَلِّنِىْ وَرَبِّىْ حَتّٰى وَجَدَهٗ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ نِ اسْتَعْظَمَهٗ فَقَالَ اَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِىْ وَرَبِّىْ اَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ اَبَدًا وَلاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ اَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهٗ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِىْ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَحْظُرَ عَلٰى عَبْدِىْ رَحْمَتِىْ فَقَالَ لاَ يَا رَبِّ قَالَ اذْهَبُوْا بِهٖ اِلَى النَّارِ ۔ رواه احمد

২২৩৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের দু' ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিলো। এদের একজন ছিলো বড় আবেদ আর অন্যজন নিজকে গুনাহগার বলতো। আবেদ তাকে বলতো, তুমি যেসব কাজে লিপ্ত আছো সেসব কাজ হতে ফিরে এসো। গুনাহগার বলতো, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। এরপর একদিন আবেদ ব্যক্তি গুনাহগার ব্যক্তিকে এমন একটি বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত পেলো, যা তার কাছে খুবই গুরুতর বলে মনে হলো। সে বললো, বিরত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে পাঠানো হয়েছে ? আবেদ ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম! তোমাকে কখনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা তাদের উভয়ের রূহ কবয করলো। তারা উভয়েই আল্লাহর দরবারে একত্র হলো। গুনাহগার ব্যক্তিকে আল্লাহ বললেন, আমার অনুকম্পায় তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর আবেদ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্দাহর প্রতি অনুকম্পা করতে বাধা দিতে পারো ? সে বললো, 'না, হে রব'। তখন আল্লাহ বললেন, একে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।—আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ করলেও নিরহংকার ছিলো। আল্লাহর রহমতের আশা করতো। আর আবেদ ব্যক্তি নিজের নেককাজ ও ইবাদাতের জন্য অহংকার বোধ করতো। গুনাহগারকে আল্লাহ মাফ করবেন না বলে শাসাতো। ইবাদাতের উপর তার নির্ভরশীলতা ছিলো, আল্লাহর রহমতের উপর নয়। এ হাদীসে আল্লাহর রহমত ও অনুকম্পার প্রতি বেশি আস্থাশীল হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

٢٢٣٩۔ وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَّلاَ يُبَالِىْ ۔ رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَفِى شَرْحِ السُّنَّةِ يَقُوْلُ بَدَلَ يَقْرَأُ

২২৩৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনে কারীমের এ আয়াত পড়তে শুনেছি, "ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আস্‌রাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির্‌ রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয জুনুবা জামিআ" অর্থাৎ ওইসব বান্দারা যারা নিজেদের উপর গুনাহ্ করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করেছো। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সকল গুনাহ্ মাফ করে দেন।–সূরা আয যুমার ঃ ৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ কারো পরোওয়া করেন না।–আহ্‌মাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস হাসান ও গরীব।

٢٢٤٠ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلاَّ اللَّمَمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَاَىُّ عَبْدٍ لَّكَ لاَ اَلَمَّا ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

২২৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ আল্লাহর কালামের এ বাণী, 'ইল্লাল্লামামা" অর্থাৎ "সগীরা গুনাহ্" ছাড়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন. আল্লাহ! যদি তুমি মাফ করো, মাফ করো বড়ো গুনাহ। কারণ এমন কোনো বান্দাহ আছে কি, যে সগীরা গুনাহ্ করেনি।–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।

ব্যাখ্যা ঃ اِلاَّ اللَّمَمَ। (ইল্লাল্লামামা) একটি আয়াতের অংশ। গোটা আয়াত হলো اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ, যারা ছোট গুনাহ্ ছাড়া বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কাজ পরিহার করে চলে। নিশ্চয় তোমার 'রব' হচ্ছেন, উদার ক্ষমার মালিক।

٢٢٤١ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰعِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَاسْئَلُوْنِى الْهُدٰى اَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقَرَاءُ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ فَاسْئَلُوْنِىْ اَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ اُبَالِىْ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَشْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَاَلَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْكُمْ مَّا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهُ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنْكُمْ مَّانَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ اِلاَّ كَمَا

لَوْاَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ اِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذٰلِكَ بِاَنِّىْ جَوَّادٌ مَّاجِدٌ اَفْعَلُ
اُرِيْدُ عَطَائِىْ كَلَامٌ وَّعَذَابِىْ كَلَامٌ اِنَّمَا اَمْرِىْ لِشَىْءٍ اِذَا اَرَدْتُّ اَنْ اَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُ
- رواه احمد والترمذى وابن ما

২২৪১. হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাগণ! তোমাদের সকলেই
াহারা, তারা ছাড়া যাদের আমি পথের সন্ধান দিয়েছি। তাই তোমরা আমার কাছে পথের
ান চাও, আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেবো। তোমাদের সকলেই অভাবগ্রস্ত তারা
ড়া আমি যাদেরকে অভাব মুক্ত করেছি। তাই তোমরা আমার কাছে চাও। আমি তোমাদেরকে
যক দান করবো। তোমাদের সকলেই অপরাধী। তারা ছাড়া যাদেরকে আমি নিরাপদে
খেছি। তাই তোমাদের যে বিশ্বাস করে আমি ক্ষমা করে দেবার শক্তি রাখি, সে যেনো
মার কাছে ক্ষমা চায়। আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। (এ ব্যাপারে) আমি কারো পারোয়া করি
। যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত, তোমাদের জীবিত ও মৃত তোমাদের কাঁচা ও
নো (শিশু ও বৃদ্ধ) সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তির
য়ের মত হৃদয় হয়ে যায় এটা হবে আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক সমানও
ড়াতে পারবে না। আর যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত কাঁচা ও শুকনো
লেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয়ের মতো এক হৃদয়
য় যায়, তাও আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না।
মাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনো সকলেই যদি এক প্রান্তরে জমা হয়,
পর তোমাদের প্রত্যেকে তার কামনা অনুযায়ী আমার কাছে চায়। আর আমি তোমাদের
ত্যক প্রার্থনাকারীকে দান করি। তা আমার সাম্রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না।
মাদের কেউ যেমন সমুদ্রের কাছে গিয়ে যদি ওতে একটি সূই ডুবিয়ে তা ওঠায় (তাতে সমুদ্রের
নি কি কমবে) ? এর কারণ হলো, অমি বড়ো দাতা—উদার মনের দাতা ; আমি যা চাই, তাই
র। আমার দান হলো আমার কালাম মাত্র। আমার শাস্তি হলো, আমার হুকুম মাত্র। আর
মি কোনো কাজ করতে চাইলে শুধু বলি, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

–আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

٢٢٤٢- وَعَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَرَاَ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَ
رَبُّكُمْ اَنَا اَهْلُ اَنْ اُتَّقٰى فَمَنْ اتَّقَانِىْ فَاَنَا اَهْلُ اَنْ اَغْفِرَلَهٗ

- رواه الترمذى وابن ماجة والداره

২২৪২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ত বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি এ আয়াত, “হুয়া আহলুত তাক্‌ওয়া ওয়া আহলুল
গফিরাহ” (অর্থাৎ আল্লাহ হলেন, ভয় করার যোগ্য ও মাগফিরাত করার মালিক) পড়লেন।
নি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, তোমাদের রব
লন, আমি লোকের ভয় করার যোগ্য। তাই যে আমাকে ভয় করলো, তাকে আমি ক্ষমা
র দেবার মালিক।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

٢٢٤٣ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২২৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই মজলিসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসতেগফার একশত বার গণতাম। তিনি বলতেন, 'রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফুর' অর্থাৎ হে রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার তাওবা কবুল করো। কারণ তুমি তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।–আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

٢٢٤٤ـ وَعَنْ بِلاَلِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ رواه الترمذى وابو داؤد لٰكِنَّهُ عِنْدَ اَبِىْ دَاؤدَ هِلاَلُ بْنُ يَسَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২২৪৪. হযরত বেলাল ইবনে ইয়াসার ইবনে যায়েদ রাঃ (রাসূলের আযাদ করা গোলাম) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার বরাত দিয়ে বলেন, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। যে ব্যক্তি "আসতাগফিরুল্লাহাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি" বললো, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন, যদি সে যুদ্ধের সারি হতেও পালিয়ে এসে থাকে। –তিরমিযী, আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ বলেন, হাদীসে বর্ণনাকারীর নাম হলো হেলাল ইবনে ইয়াসার।–তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٢٤٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهِ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ـ رواه احمد

২২৪৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁর কোনো সালেহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে সালেহ বান্দা বলবে, হে রব! এ মর্যাদা আমার ? আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানদের মাগফিরাত কামনা করার কারণে।–আহমাদ

٢٢٤٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلاَّ

كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْ
كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِ
دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ اَلْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ ـ
رواه البيهقى فى شعب الايما

২২৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি পানিতে পতিত ব্যক্তির তো সাহায্যপ্রার্থী। সে তার পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুর দোআ পৌঁছার অপেক্ষায় থাকে। ার কাছে যতক্ষণ এ দোআ পৌঁছে, তখন তার কাছে গোটা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস াপেক্ষা এ দোআ বেশি প্রিয় হয়। আল্লাহ্‌তাআলা দুনিয়াবাসীদের দোআয় কবরবাসীদেরকে াহাড়সম রহমত পৌঁছান। মৃত ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া হলো জীবিতদের পক্ষ থেকে াদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।–বায়হাকী শোআবুল ঈমান।

٢٢٤٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُوْبٰى لِمَنْ وُّجِدَ فِ
صَحِيْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا ـ رواه ابن ماجة وَرَوَى النَّسَائِىُّ فِىْ عَمَلِ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ـ

২২৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যার আমলনামায় ্মা চাওয়া বেশি পাওয়া যাবে।–ইবনে মাজা। আর নাসাঈ তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন, া'মালু ইয়াওমিন ওয়া লাইলাতিন।

٢٢٤٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُو
اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاؤُا اسْتَغْفَرُوْا ـ رواه ابن ماجة والبيهقى فى الدعوات الكبير

২২৪৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! যখন যারা ভালো কাজ করে খুশী হয় ও মন্দ কাজ করে াফ চায়। আমাকে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

٢٢٤٩ـ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ عَنْ نَّفْسِهٖ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَ
يَّخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا اَ
بِيَدِهٖ فَذَبَّهٗ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِ
مِنْ رَّجُلٍ نَّزَلَ فِىْ اَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُّهْلِكَةٍ مَّعَهٗ رَاحِلَتُهٗ عَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَوَضَ
رَأْسَهٗ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهٗ فَطَلَبَهَا حَتّٰى اِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَ

وَالْعَطَشُ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِى الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ فَاَنَامُ حَتّٰى اَمُوْتَ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى سَاعِدِهٖ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ فَاِذَا رَاحِلَتُهٗ عِنْدَهٗ عَلَيْهَا زَادُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهٖ وَزَادِهٖ ـ رَوٰى مُسْلِمٌ اَلْمَرْفُوْعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَحَسْبُ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ الْمَوْقُوْفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَيْضًا ـ

২২৪৯. তাবেয়ী হযরত হারিস ইবনে সুওয়াইদ রহঃ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাকে দুটো কথা বলেছেন। একটি কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে। আর একটি কথা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন, মুমিন নিজের গুনাহকে মনে করে যেনো সে কোনো পাহাড়ের নীচে বসে আছে। এ পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়ার ভয় করে সে। অপরদিকে ফাজের ব্যক্তি নিজের গুনাহকে দেখে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের উপর বসলো। আর তা সে হাত নাড়িয়ে তাড়িয়ে দিলো। এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় সে লোকের চেয়ে বেশি খুশী হন, যে লোক কোনো ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌঁছেছে। তার সাথে তার বাহন রয়েছে। বাহনের উপর তার খাদ্য সমগ্রী রয়েছে। সে সেখানে যমীনে মাথা রাখলো। সামান্য ঘুমালো। জেগে দেখলো, তার বাহন চলে গেছে। বাহন খুঁজতে শুরু করলো সে। পরিশেষে গরম তৃষ্ণা ও অপরাপর দুঃখ-কষ্ট যা আল্লাহর মর্জি তাকে কাতর করে ফেললো। সে সিদ্ধান্ত নিলো, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে আমৃত্যু শুয়ে থাকবো। অতএব সে তথায় গিয়ে নিজের বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। যাতে সে এখানে মৃত্যুবরণ করে। এ সময় জেগে দেখে তার বাহন তার কাছে। বাহনের উপর তার খাবারের সবকিছু আছে। এ ব্যক্তি তার বাহন ও খাবার সামগ্রী ফেরত পেয়ে যেরকম খুশী হয়, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় এর চেয়েও বেশি খুশী হন। মুসলিম শুধু মারফূ অংশ।-বুখারী মওকূফ ও মারফূ উভয় অংশ বর্ণনা করেছেন।"

٢٢٥٠ـ وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ ـ

২২৫০. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ওই মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন যে গুনাহ করে তাওবা করে।

٢٢٥١ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىَ الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا اَلْاٰيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا وَمَنْ اَشْرَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ

২২৫১. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "ইয়া ইবাদিআল্লাজিনা আসরাফূ আলা আনফুসিহীম, লা তাক্নাতু মিররাহমাতিল্লাহি ......... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এ আয়াতের পরিবর্তে গোটা

দুনিয়া করতলগত হওয়াকেও আমি পছন্দ করি না। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, যে ব্যক্তি শিরক করেছে? তিনি তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। এরপর তিনবার বললেন, যে ব্যক্তি শিরক করেছে তার জন্যও একথা।

٢٢٥٢۔ عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَیَغْفِرُ لِعَبْدِهٖ مَالَمْ یَقَعِ الْحِجَابُ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ وَهِیَ مُشْرِکَةٌ ۔ ۔ روی الاحادیث الثلٰثة احمد وَرَوَی الْبَیْهَقِیُّ الْاَخِیْرَ فِیْ کِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ ۔

২২৫২. হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন, যে পর্যন্ত (তাঁর ও তার বান্দার মধ্যে) পর্দা না পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পর্দা কি? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ।–উপরের তিনটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। আর শেষ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন কিতাবুল বা'সি ওয়াননুশূর।

٢٢٥٣۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِیَ اللّٰهَ لاَ یَعْدِلُ بِهٖ شَیْئًا فِی الدُّنْیَا ثُمَّ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ جِبَالٍ ذُنُوْبٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ۔ رواه البیهقی فی کتاب البعث والنشور

২২৫৩. হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কাউকেও আল্লাহর সমান মনে না করে মৃত্যুবরণ করবে। তার পাহাড়তুল্য গুনাহ থাকলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।–বায়হাকী

٢٢٥٤۔وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لاَّذَنْبَ لَهٗ ۔ رواه ابن ماجة والبیهقی فی شعب الایمان وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّهْرَانِیُّ وَهُوَ مَجْهُوْلٌ وَفِیْ شَرْحِ السُّنَّةِ رُوِیَ عَنْهُ مَوْقُوْفًا قَالَ النَّدَمُ تَوْبَةٌ وَالتَّائِبُ کَمَنْ لاَذَنْبَ لَهٗ ۔

২২৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গুনাহ হতে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহ নেই।–ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে বলেন, নাহরানী এটা একাই বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি হলেন মাজহুল ব্যক্তি। আর শরহুস্‌সুন্নায় ইমাম বাগবী এটাকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুশোচনাই হলো তাওবা। আর তাওবাকারী হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো গুনাহ নেই।

## ٣ـ باب

## ৩. আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ব্যাপকতা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٢٥٥ـ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ عَرْشِهٖ اَنَّ رَحْمَتِیْ سَبَقَتْ غَضَبِیْ. وَفِیْ رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِیْ. متفق عليه

২২৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলে একটি কিতাব লিখলেন। এ কিতাব আরশের ওপর তাঁর নিকট আছে। এ কিতাবে আছে, আমার রহমত আমার রাগকে অতিক্রম করেছে। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, আমার রাগের উপর (আমার রহমত) জয়লাভ করেছে।–বুখারী, মুসলিম

٢٢٥٦ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَّاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا وَاَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَّرْحَمُ بِهَا عِبَادَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. متفق عليه. وَفِیْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهٗ وَفِیْ اٰخِرِهٖ قَالَ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ اَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ.

২২৫৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত রয়েছে। এর থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি (দুনিয়ার) জিন, ইনসান, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এ একটি রহমত দিয়ে তারা একে অপরকে স্নেহ করে, এ রহমত দিয়ে তারা একে অপরকে সহমর্মিতা দেখায়, দয়া করে। এর দ্বারাই বন্য প্রাণীগুলো এদের সন্তানকে ভালোবাসে। আর বাকী নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে রহম করবেন।–বুখারী মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত সালমান ফারসী হতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। এর শেষের দিকে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওই সকল রহমত দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করবেন।

٢٢٥٩ـ وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ اَحَدٌ وَّلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ اَحَدٌ. متفق عليه

২২৫৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে মুমিন বান্দা যদি তা জানতো, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করতো না। আর কাফের যদি জানতো আল্লাহর কাছে কি দয়া রয়েছে তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হতো না।–বুখারী, মুসলিম

٢٢٥٨۔ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِّنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ ۔ رواه البخارى

২২৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জন্য জান্নাত জুতার ফিতা হতেও বেশি কাছে। আর জাহান্নামও ঠিক এরূপ।–বুখারী

**ব্যাখ্যা ঃ** এর অর্থ হলো দুনিয়ায় জান্নাতের কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যেমন সহজ। একইভাবে দুনিয়ায় জাহান্নামের কাজ করলে জাহান্নামে যাওয়াও বেশ সহজ। তাই দুনিয়ায় সন্তর্পনে পরকালের কথা স্মরণ করে সতর্ক হয়ে চলা উচিত।

٢٢٥٩۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ لَّمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لِاَهْلِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ اذْرُوْا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا اَمَرَهُمْ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ ۔ متفق عليه

২২৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো সময় কোনো ভালো কাজ করেনি এমন এক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনকে বললো, আর এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওসিয়ত করলো সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে যেনো পুড়ে ফেলা হয়। তারপর মৃতদেহের ছাইভস্মের অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দেবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কখনো দেননি। সে মরে গেলে তার নির্দেশ অনুসারেই তার সন্তানরা কাজ করলো। এরপর আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে আদেশ দিলেন। সমুদ্র তার মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিলো সব একত্র করে দিলো। ঠিক এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিলো সব একত্র করে দিলো। অবশেষে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো এই কাজ করলে? তোমার ভয়ে হে রব! তুমি তো তা জানো। তার একথা শুনে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

**ব্যাখ্যা ঃ** লোকটি মনে করেছিলো তাকে পুড়িয়ে তার দেহ ভস্ম জলেস্থলে ছিটিয়ে দিলে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাকে আর পাওয়া যাবে না, ধরা যাবে না। এতোসব করার পরও

যে সে পাকড়াও হবে সে জানতো না। আল্লাহর অসীম কুদরতের জ্ঞান তার ছিলো না। কিন্তু মনে মনে আল্লাহকে ভয় করতো। তার ঈমান ছিলো। কিন্তু আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতো না। তাই তিনি তাকে মাফ করে দিলেন।

٢٢٦٠۔ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَاذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعٰى اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ اَخَذَتْهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَاَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَتُرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَّلَدَهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لاَ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ لاَّتَطْرَحَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا ۔ متفق عليه

২২৬০. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একদিন কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এ সময় দেখা গেলো, একটি মহিলার বুকের দুধ ঝরে পড়ছে। আর সে শিশু সন্তানের খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করছে। এ সময়ই বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু দেখতে পেলো। তাকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে সে দুধ পান করালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এ মহিলাটি কি সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? উত্তরে আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো না। যদি সে নিক্ষেপ না করার শক্তি রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নিশ্চয়ই এ মহিলার সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের চেয়ে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার মমত্ববোধ অনেক বেশি।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** 'নিজ সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?" একথার মর্ম হলো মহিলা যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এতো মমত্ব দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি সে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?

٢٢٦١۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يُّنْجِيَ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهٗ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهٖ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا ۔ متفق عليه

২২৬১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকেও তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকেও না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আমাকেও নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেন। তবে তোমরা সঠিকভাবে আমল করতে থাকবে, মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে। সকাল সন্ধ্যায় ও রাতে কিছু ইবাদাত করবে। অবশ্যই তোমরা ইবাদাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা তোমাদের মঞ্জিলে মাকসুদে পৌছতে পারবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٢٦٢۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُدْخِلُ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيْرُهٗ مِنَ النَّارِ وَلاَ اَنَا اِلاَّ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ ۔ رواه مسلم

২২৬২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকেই তার আমল জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না। তাকে জাহান্নাম হতেও নাজাত দিতে পারবে না। এমন কি আল্লাহর রহমত না হলে আমাকেও নয়।–মুসলিম

٢٢٦٣- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلاَمُهٗ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاصُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلاَّ اَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا - رواه البخارى

২২৬৩. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ইসলাম কবুল করে তার ইসলাম খাটি হয়। তার এ ইসলাম কবুল দ্বারা আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেন। এরপর তার নেক কাজ হয় পাপ কাজের বিনিময়ে। একটি নেক কাজের দশ দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ বরং অনেক গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। আর পাপ কাজের জন্য একগুণ মাত্র। তবে আল্লাহ যার এই পাপ কাজকে এড়িয়ে যান (সেতো এক গুণের শাস্তিও পাবে না)।–বুখারী

٢٢٦٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشَرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً - متفق عليه

২২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নেক ও পাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করেনি আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখে নেন। আর যদি নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করার পর তা বাস্তবে করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এই একটি নেক কাজের জন্য দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত নেক কাজ হিসাবে লিখেন। আর যে ব্যক্তি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু বাস্তবে তা না করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য একে একটি পূর্ণ নেক কাজ হিসাবে লেখেন। আর যদি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করার পর তা বাস্তবে করে তাহলে আল্লাহ এর জন্য তার একটি মাত্র পাপ লিখেন।–বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٢٦٥۔عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ اُخْرٰى فَانْفَكَّتْ اُخْرٰى حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَى الْاَرْضِ ۔
رواه فى شرح السنة

২২৬৫. হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করার পর আবার ভালো কাজ করে, তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তা তার গলা কষে ধরেছে। এরপর সে কোনো ভালো কাজ করলো যাতে তার একটি গিরা খসে পড়লো। এরপর আর একটি ভালো কাজ করলো এতে আর একটি গিরা খুলে গেলো। পরিশেষে বর্মটি খুলে মাটিতে পড়ে গেলো।—শরহে সুন্নাহ

٢٢٦٦۔ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۔ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الثَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۔ فَقُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الثَّالِثَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۔ فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِى الدَّرْدَاءِ ۔ رواه احمد

২২৬৬. হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করার সময় বলতে শুনেছেন, বস্তুত যখন তিনি বলছেন, "ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতানে", অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হিসাব দেবার জন্য নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করেছে তার জন্য দুটি জান্নাত।" বর্ণনাকারী আবু দারদা বলেন, আমি একথা শুনে (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এ ভয়কারী যিনাও করে থাকে অথবা চুরিও করে থাকে তারপরও সে দুটি জান্নাত পাবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার পড়লেন, "ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতানে" আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে থাকলেও ও চুরি করে থাকলেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারও বললেন, "ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতানে" আমি আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে থাকলেও, চুরি করে থাকলেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, আবু দারদার নাক কাটা গেলেও (অর্থাৎ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও)।—আহমাদ

٢٢٦٧۔ وَعَنْ عَامِرِ نِ الرَّامِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهٗ يَعْنِىْ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ

عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَّفِىْ يَدِهٖ شَىْءٌ قَدِالْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيْهَا اَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَاَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِىْ كِسَائِىْ فَجَاءَ تْ اُمُّهُنَّ فَسْتَدَارَتْ عَلٰى رَأْسِىْ فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِىْ فَهُنَّ أُولاَءِ مَعِىْ قَالَ ضَعْهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ وَاَبَتْ اُمُّهُنَّ الاَّ لُزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ لِرَحْمِ اُمِّ الْاَفْرَاخِ فِرَاخَهَا فَوَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَلّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ اُمِّ الْاَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا اِرْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُنَّ وَاُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ - رواه ابو داؤد

২২৬৭. হযরত আমের রাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে পৌছলো, তার গায়ে একটি চাদর জাতীয় জিনিস পেছানো ছিলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে বনে পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বাচ্চাগুলোকে আমার চাদরে রাখলাম। এমন সময় এদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগলো। আমি বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলাম। তখন মা পাখিটি ওদের মধ্যে এসে পড়লো। তখনি আমি এদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। এই যে এগুলো এখনো আমার সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। সাথে সাথে আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এদের মা এদের ছেড়ে গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, বাচ্চাদের প্রতি বাচ্চাদের মায়ের দয়া দেখে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো ? কসম সেই সত্ত্বার যিনি আমাকে সত্য নিয়ে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বাচ্চাগুলোর মায়ের বাচ্চাদের প্রতি দয়ার চেয়েও বেশি দয়াবান। এগুলোকে নিয়ে যাও। যেখান থেকে নিয়ে এসেছো সেখানে তাদের মায়ের সাথে রেখে এসো। তাই সে ব্যক্তি বাচ্চাগুলো নিয়ে গেলো।–আবু দাউদ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٢٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ غَزْوَاتِهٖ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ وَامْرَأَةٌ تَحْضُبُ بِقِدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَّهَا فَاِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهٖ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ قَالَ بَلٰى قَالَتْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ بِعِبَادِهٖ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلٰى قَالَتْ اِنَّ الْاُمَّ لاَتُلْقِىْ وَلَدَهَا فِى النَّارِ فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِىْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ اِلاَّ الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِىْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - رواه ابن ماجة

২২৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি জনসমষ্টির কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোনো জাতি ? তারা উত্তরে বললো, আমরা মুসলিম। একজন মহিলা তখন তার পাতিলের নীচে আগুন ধরাচ্ছিলো। তার কাছে ছিলো তার একটি শিশু সন্তান। তখন আগুনের একটি ফুলকি উপরের দিকে জ্বলে উঠলে সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিলো। এরপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বললো, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক। বলুন! আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা দয়ালু নন ? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। মহিলাটি বললো, তবে আল্লাহ তাআলা কি তাঁর বান্দাদের প্রতি, সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়ে বেশি দয়ালু নন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। মহিলা তখন বললো, মা তো কখনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। মহিলার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের দিকে মাথা নুইয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে একান্ত অবাধ্য ও বিদ্রোহী যারা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে অস্বীকার করে তাদের ছাড়া আর কাউকে (আগুনে জ্বালিয়ে) শাস্তি দেবেন না।
–ইবনে মাজাহ

٢٢٦٩۔ وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللّٰهِ فَلاَ يَزَالُ بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرَئِيْلَ اِنَّ فُلاَنًا عَبْدِىْ يَلْتَمِسُ اَنْ يُّرْضِيَنِىْ اَلاَ وَاِنَّ رَحْمَتِىْ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ جِبْرَئِيْلُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى فُلاَنٍ وَّيَقُوْلُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُوْلُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلُهَا اَهْلُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ اِلَى الْاَرْضِ ۔ رواه احمد

২২৬৯. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আর এ সন্তুষ্টিলাভের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রাখো, তার প্রতি আমার রহমত আছে। জিবরাঈল তখন বলেন, অমুকের প্রতি আল্লাহর রহমত আছে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও একথা বলতে থাকেন, বলতে থাকেন একথা তাদের আশেপাশের ফেরেশতাগণও। পরিশেষে সপ্ত আকাশের অধিবাসীগণও একই কথা বলেন। এরপর তার জন্য রহমত যমীনের দিকে নেমে আসতে থাকে।–আহমাদ

٢٢٧٠۔ وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ ۔ رواه البيهقى فى كتاب البعث والنشور

২২৭০. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ তাআলার এ কালাম, "ফামিনহুম জালেমুন লিনাফ্সিহী, ওয়া মিনহুম মুকতাসিদ, ওয়া মিনহুম সাবেকুন বিল্ খাইরাতে" অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুম করে, তাদের মধ্যে কেউ ভালো মন্দ উভয়ই করে, আবার কেউ ভালোর দিকে এগিয়ে যায়। এরা সকলেই জান্নাতে যাবে।–বায়হাকী কিতাবুল বা'সি ওয়ান্নুশূর।

## ٤ـ باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

## ৪. সকাল সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٢٧١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ ـ رواه مسلم

২২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যার সময় বলতেন, "আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করলো সাম্রাজ্য আল্লাহর জন্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তার কোনো শরীক নেই। দুনিয়ার এ সাম্রাজ্য তাঁর। তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ রাতের কল্যাণ চাই আর এতে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে রাতের অকল্যাণ হতে আর তাতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদাপদ ও কবরের আযাব হতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরে প্রবেশ করতেন তখনও এরূপ বলতেন। তিনি বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম, ভোরে প্রবেশ করলো সাম্রাজ্যসমূহ আল্লাহর জন্য। আর এক বর্ণনায় আছে, হে রব! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে।—মুসলিম

٢٢٧٢ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهٗ تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ رواه البخارى وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ

২২৭২. হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয্যাগ্রহণের সময় গালের নীচে হাত রাখতেন। তারপর বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি ও তোমার নামেই জীবিত হই।" তিনি ঘুম থেকে জেগে বলতেন সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। তারই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হতে।-বুখারী। ইমাম মুসলিম বারাআ হতে।

٢٢٧٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهٗ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ مَا خَلْفَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهٖ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا - متفق عليه

২২৭৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ বিছানায় শয়নকালে যেনো নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিক দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না তার (বিছানা থেকে উঠে যাবার) পর, বিছানায় কি এসে পড়েছে। এরপর সে যেনো এই দোয়া পড়ে, "হে রব! তোমার নামে আমার দেহ রাখলাম। তোমার নামেই আবার তা উঠাবো যদি তুমি আমার আত্মাকে (মৃত্যু হতে) ফিরিয়ে রাখো। অতএব তুমি আমার আত্মার উপর রহমত করো। আর যদি একে ছেড়ে দাও, তাহলে এর হিফাযত করো, যা দিয়ে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হিফাযত করে থাকো।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতপর সে যেনো নিজের ডান প্রাশের উপর শয়ন করে। তারপর বলে, তোমারই নামে।—বুখারী, মুসলিম

অন্য আর এক বর্ণনায়, "তারপর সে যেনো পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরের দিক দিয়ে (বিছানা) তিনবার ঝেড়ে নেয় এবং যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, ক্ষমা করে দিও একে।"

ব্যাখ্যা ঃ তখনকার দিনের মুসলমানগণ খুব গরীব ছিলো। পরনের কাপড় ছাড়া তখন তাদের অন্য কোনো কাপড় থাকতো না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেবার কথা বলেছেন। তাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল সেলাইবিহীন। তাই ডান কোণের ভিতর দিয়ে বিছানা ঝাড়তে তাদের অসুবিধা হতো না।

٢٢٧٤- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهٖ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَ كَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ اِلٰى قَوْلِهٖ اَرْسَلْتَ وَقَالَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا - متفق عليه

২২৭৪. হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় ডানকাত হয়ে শয়ন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার উপর সমর্পণ করলাম। ভয়ে ভয়ে ও আগ্রহ ভরে তোমার সাহায্যের উপর আমি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় ও মুক্তি পাবার আর কোনো জায়গা নেই। যে কিতাব তুমি নাযিল করেছো, ও যে নবী তুমি পাঠিয়েছো, পরিপূর্ণভাবে আমি এর উপর বিশ্বাস করি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দোআ পাঠ করবে তারপর ওই রাতেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকারী 'বারাআ' বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক! তুমি বিছানায় শয়নকালে নামাযের ওযুর মতো ওযু করবে এবং ডান কাত হয়ে শয়ন করবে তারপর বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আমার নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম ........ হতে "পাঠিয়েছো" পর্যন্ত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি এ রাতেই মৃত্যুবরণ করো, মৃত্যুবরণ করবে ইসলামের উপর। আর যদি ভোরে (জীবিত) ওঠো, উঠবে কল্যাণ নিয়ে।–বুখারী, মুসলিম

٢٢٧٥۔ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَاكَافِىَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِىَ ۔ رواه مسلم

২২৭৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আত্‌আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা। ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুবিয়া" (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদেরকে খাবার দিলেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন, আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। অথচ এমন কতো লোক রয়েছে যাদের না আছে প্রয়োজন মিটাবার কেউ আর না আছে কোনো আশ্রয়দাতা।–মুসলিম

٢٢٧٦۔ وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ تَشْكُوْا اِلَيْهِ مَا تَلْقٰى فِىْ يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى وَبَلَغَهَا اَنَّهٗ جَاءَهٗ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهٖ عَلٰى بَطْنِىْ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَاَحْمَدَا ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ ۔ متفق عليه

২২৭৬. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ফাতিমা রাঃ (তাঁর পিতা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (আটার) চাক্কি পিষতে পিষতে তার হাতের দুরবস্থার ও দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ জানাতে আসলেন। হযরত ফাতিমা জানতে

পেরেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু গোলাম এসে পৌছেছে। কিন্তু তিনি রাসূলের দেখা না পেয়ে মা আয়েশার কাছে একথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলে হযরত আয়েশা ফাতিমার কথা তাঁকে জানালেন। হযরত আলী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। আমরা এ সময় বিছানায় শুয়ে পড়ছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠতে চাইলে তিনি বললেন, তোমরা নিজের জায়গায় থাকো। এরপর তিনি আমাদের কাছে এসে আমার ও ফাতিমার মাঝে বসে গেলেন। এমন কি আমি আমার পেটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেন, (আমি ফাতিমার খবর পেয়েছি) আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেবো না ? যা এ জিনিস (গোলাম) অপেক্ষা অনেক উত্তম, যা তুমি আমার কাছে চেয়েছো। আর তাহলো যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে তখন তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' এবং চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম হতে অনেক উত্তম।–বুখারী, মুসলিম

٢٢٧٧۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِيْنَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ اللّٰهَ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكَ ۔ رواه مسلم

২২৭৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ফাতিমা রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একজন খাদেম চাইতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একথা শুনে) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দেবো না, যা তোমার জন্য খাদেম অপেক্ষা উত্তম হবে ? তাহলো প্রতি নামাযের সময় ও শয়নকালে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ্' তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ্' ও চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে।–মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٢٧٨۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَاِذَا اَمْسٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ۔

رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২২৭৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতেন, "আল্লাহুম্মা বিকা আস্‌বাহ্‌না, ওয়া বিকা আম্‌সাইনা, 'ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া, ওয়া বিকা নামুতু, ওয়া ইলাইকাল মাসিরু। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সকালে (ঘুম থেকে) উঠি, তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌছি। তোমারই নামে আমরা বাঁচি ও তোমারই নামে আমরা মৃত্যুবরণ

করি। আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাবো।" সন্ধ্যার সময় তিনি বলতেন, "আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহ্ইয়া, ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যা বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছি তোমারই সাহায্যে সকালে উঠি। তোমারই নামে আমরা বাঁচি, তোমারই নামে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। আর তোমারই দিকে আমরা পুনঃ একত্রিত হবো।"
–তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

٢٢٧٩۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِشَيْءٍ اَقُوْلُهُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قُلْهُ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ۔

رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

২২৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ বলেছেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকালে সন্ধ্যায় পড়ার জন্য আমাকে একটি দোয়ার নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পড়বে, "আল্লাহুম্মা আলিমিল গাইবে ওয়াশশাহাদাতে, ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে, রাব্বা কুল্লি শাইইন, ওয়া মালিকাহু আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আউজু বিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া মিন শাররিশ শাইতানে, ওয়া শিরকিহি" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক—আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আমার আত্মার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক হতে পানাহ চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই দোয়া সকালে সন্ধ্যায় ও শয্যা গ্রহণের সময় পড়বে।"–তিরমিযী, আবু দাউদ, ও দারেমী

٢٢٨٠۔ وَعَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَّقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَّمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ فَكَانَ اَبَانُ قَدْ اَصَابَهُ طَرَفُ فَالَجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَبَانُ مَا تَنْظُرُ اِلَيَّ اَمَا اِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنْ لَمْ اَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة وابو داؤد وَفِيْ رِوَايَتِهِ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُمْسِيَ ۔

২২৮০. হযরত আবান ইবনে ওসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বান্দা

দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় "বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুরুরু মায়া ইস্মিহি শাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস সামায়ে, ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম" অর্থাৎ "আল্লাহর নামে শুরু করছি, যে নামের সাথে যমীনে ও আসমানে কোনো কিছুই কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহই সব শুনেন ও জানেন" এ দোয়া তিনবার করে পড়বে, কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না। পরবর্তী বর্ণনাকারী বলেন, আবান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য হাদীস শ্রবণকারীরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো। আবান তখন বললেন, আমার দিকে কি দেখছো ? নিশ্চয়ই হাদীস যা আমি বর্ণনা করছি তাই। তবে আমি যেদিন, এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি সেইদিন আমি এ দোয়া পড়িনি। এজন্য আল্লাহ আমার কপালে যা লিখে রেখেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২২৮১- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ اَوِ الْكُفْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِّنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَالْكِبْرِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ ـ

رواه ابو داؤد والترمذى وَفِىْ رِوَايَتِهٖ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ

২২৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আমরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম। গোটা সাম্রাজ্য সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলো আল্লাহর জন্য। সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার কাছে এ রাতে যা আছে তার কল্যাণ চাই এরপরে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। এর পরে যা আছে তারও অকল্যাণ হতে। হে রব! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা হতে, বার্ধক্যের অমঙ্গল ও দাম্ভিকতা হতে। হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি হতে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালেও এ দোয়া পড়তেন। তিনি পড়তেন, "আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম। আর গোটা বিশ্বজগতও আল্লাহর উদ্দেশ্যে এসে উপনীত হলো।"–আবু দাউদ ও তিরমিযী। তবে ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় مِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ বাক্যটির উল্লেখ নেই।

২২৮২- وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُوْلُ قُوْلِىْ حِيْنَ تُصْبِحِيْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا فَاِنَّهٗ مَنْ

قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ حَتّٰى يُصْبِحَ ـ رواه ابو داؤد

২২৮২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কন্যা হতে বর্ণিত। তিনি তাঁকে শিখাতেন ও বলতেন, ভোরে বিছানা হতে উঠে বলবে, "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহী, মা শাআল্লাহু কানা, ওয়ামালাম ইয়াশাআ লাম ইয়াকুন, আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইল্‌মা।" অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে, আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ্ যা চান তাই হয়, যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী। সব জিনিসই আল্লাহ তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন্।" যে ব্যক্তি সকালে উঠে এ দোয়া পড়বে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে হিফাযতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা হবার পর এ দোআ পড়বে সে ব্যক্তি সকালে (ঘুম হতে ওঠা) পর্যন্ত হিফাযতে থাকবে।–আবু দাউদ

٢٢٨٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ اِلٰى قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ اَدْرَكَ مَا فَاتَهٗ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ اَدْرَكَ مَا فَاتَهٗ فِيْ لَيْلَتِهِ ـ رواه ابو داؤد

২২৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম হতে) উঠে এ আয়াত পড়বে, "ফাসুবহানাল্লাহি হীনা তুমসূনা ওয়া হীনা তুসবিহুন, ওয়া লাহুল হামদু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া আশিয়্যাও ওয়া হীনা তুজহিরুন" পর্যন্ত। অর্থাৎ সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা যখন তোমরা সন্ধ্যায় এসে পৌছো এবং যখন তোমরা সকালে (ঘুম হতে) ওঠো। এবং আসমান ও যমীনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। আর বিকালেও যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও, এভাবে বের হবে .... পর্যন্ত। (সূরা রূম-২১) সে লাভ করবে ওইদিন যা তার হারিয়ে গিয়েছে। আর যে এই দোয়া সন্ধ্যায় পড়বে সে লাভ করবে যা তার ওই রাতে হারিয়ে গিয়েছে।–আবু দাউদ

٢٢٨٤ـ وَعَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهٗ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَكُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّاٰتٍ وَّرُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِيْ حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ قَالَهَا اِذَا اَمْسٰى كَانَ لَهٗ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ فَرَاٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا قَالَ صَدَقَ اَبُوْ عَيَّاشٍ ـ رواه ابو داؤد وابن ماجة

২২৮৪. হযরত আবু আইয়াশ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইইন কাদীর" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী।" তার জন্য এ দোয়া ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান (সওয়াব) হবে এবং তার জন্য আরো দশটি সওয়াব লিখা হবে। তার দশটি গুনাহ্ মাপ করে দেয়া হবে, আর তার দশটি মর্যাদা উন্নত করে দেয়া হবে, সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সে শয়তান হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি এ দোয়া সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে আবার সকালে (ঘুম হতে) ওঠার আগ পর্যন্ত আগের মতো সওয়াব ও মর্যাদা পেতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আইয়াশ আপনার নাম করে এসব কথা বলে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু আইয়াশ সত্য কথা বলছে।–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢٢٨٥۔ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ نِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ اَسَرَّ اِلَيْهِ فَقَالَ اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمَ اَحَدًا اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِىْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ فَاِنَّكَ اِذَا مُتَّ فِىْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا ۔ رواه ابو داؤد

২২৮৫. হযরত হারিছ (তাবেয়ী) ইবনে মুসলিম তামীমী তাঁর পিতা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে বললেন, তুমি মাগরিবের নামায হতে অবসর হবার পর কারো সাথে কথা বলার আগে, "আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্নারে" সাতবার পড়বে অর্থাৎ "হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো"। এ দোয়া পড়ার পর তুমি ওই রাতে মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লিখা হবে। একইভাবে তুমি ফজরের নামায পড়ার পর এ দোয়া পড়বে। তারপর তুমি ওই দিন মারা গেলে (তোমার জন্য) জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে।–আবু দাউদ

٢٢٨٦۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِىْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ يَعْنِى الْخَسْفَ ۔ رواه ابو داؤد

২২৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়াটি না পড়ে ছাড়েননি।

(দোয়াটি হলো) "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকাল আফওয়া, ওয়াল আফিয়াতা ফি দীনি ওয়া দুনিয়াই ওয়া আহ্লী, ওয়া মালী। আল্লাহুমাসতুর আওরাতী, ওয়া আমেন রাওয়াতী। আল্লাহুম্মাহ ফাজ্নী, মিম বাইনে ইয়াদাইয়্যান ওয়া মিন খালফী, ওয়া মান ইয়ামানী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী। ওয়া আউজু বিআজমাতিকা আন উগ্তালা মিন তাহ্তী ইয়ানে আলখাসফা," অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধগুলো গোপন রাখো। ভীতিকর বিষয় হতে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সামনের দিক হতে পেছনের দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম' দিক হতে, আমার উপর হতে—আমাকে হিফাযত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদার কাছে। মাটিতে ধসে যাওয়া হতে পানাহ চাই।
—আবু দাউদ

٢٢٨٧۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا اَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا اَصَابَهُ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২২৮৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, "আল্লাহুম্মা আস্বাহ্না নুশহেদুকা, ওয়া নুশহেদু হামলাতা আরশিকা, ওয়া মালায়িকাতাকা, ওয়া জমিয়া খাল্কিকা, আন্নাকা আন্তাল্লাহু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আনতা ওয়াহদাকা, লা শারীকা লাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি সকালের এ অবস্থায় তোমাকে, তোমার আরশের বহনকারীদেরকে, তোমার ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী করছি। নিশ্চয়ই তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি এক। তোমার কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল।" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে ওইদিন তার যে গুনাহ হবে তা মাফ করে দেবেন। আর সে যদি এ দোয়া সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে ওই রাতে সংঘটিত হওয়া গুনাহ মাফ করে দেবেন।—তিরমিযী, আবু দাউদ।-তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেন।

٢٢٨٨۔ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يَّقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى وَاِذَا اَصْبَحَ ثَلٰثًا رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔ رواه احمد والترمذى

২২৮৮. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলিম বান্দাহ সন্ধ্যার সময় ও সকালে উঠে "রাদিতুবিল্লাহি

রাব্বান, ওয়াবিল ইসলামে দীনান ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান" অর্থাৎ "আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সঃ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি।" এ দোয়া তিনবার বলবে, সে কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করানো আল্লাহর জন্য অবশ্যম্ভাবী হবে।

–আহমাদ, তিরমিযী

٢٢٨٩- وَعَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَضَعَ يَدَهٗ تَحْتَ رَأْسِهٖ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ اَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ رواه الترمذى ورواه اَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ

২২৮৯. হযরত হুযাইফাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে ইচ্ছা করলে হাত মাথার নীচে রাখতেন। এরপর বলতেন, "আল্লাহুম্মা কিনি আযাবাকা ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাকা, আও তাবআছু ইবাদাকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ আমাকে তোমার শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রেখো, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্র করবে। অথবা তিনি বলেছেন, "যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে।"

–তিরমিযী। ইমাম আহমাদ বারা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٠- وَعَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ رواه ابو داؤد

২২৯০. হযরত হাফসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুবার ইচ্ছা করলে গালের নীচে ডান হাত রাখতেন। এরপর তিনি তিনবার বলতেন, "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআছু ইবাদাকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে, তোমার আযাব হতে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।"–আবু দাউদ

٢٢٩١-وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ـ رواه ابو داؤد

২২৯১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোবার সময় বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিওয়াজহিকাল কারীম, ওয়া কালেমাকিাত তাম্মাতে মিন শাররি মা আন্তা আখেযু বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আনতা তাকশেফুল মাগরামা, ওয়াল মাছামা। আল্লাহুম্মা লা ইয়াহজামু জুনদুকা, ওয়ালা ইয়ুখলাকু ওয়াদুকা ওয়ালা ইয়ানফাউ যালজাদ্দে মিনকাল জাদ্দু। সুবহানাকা, ওয়া বিহামদিকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালামের আশ্রয় চাই। আল্লাহ! তুমিই ঋণের চাপ ও গুনাহর ভার দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, কখনো তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না। কোনো

সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।"–আবু দাউদ

٢٢٩٢- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَاْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اَوْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ اَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ اَوْ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২২৯২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিছানায় শোবার সময় "আসতাগফিরু-ল্লাহাল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তার কাছে আমি তাওবা করি।" এ দোয়া তিনবার পড়বে, আল্লাহ তার গুনাহ-গুলো মাফ করে দেবেন।যদি তার গুনাহ সাগরের ফেনা, অথবা বালুর স্তূপ অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনগুলোর সংখ্যার চেয়েও বেশি হয়।–তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

٢٢٩٣- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُّسْلِمٍ يَّاْخُذُ مَضْجَعَهٗ بِقِرَاءَةِ سُوْرَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلاَّ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهٗ شَىْءٌ يُّوْذِيْهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ - رواه الترمذى

২২৯৩. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান কুরআন শরীফের যে কোনো একটি সূরা পড়ে বিছানায় যাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য নিশ্চয়ই একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তাই কোনো অনিষ্টকারক জিনিস তার কাছে পৌছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম থেকে সে জেগে না ওঠে, যখন জেগে ওঠার সময় হয়।–তিরমিযী

٢٢٩٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَّتَانِ لاَيُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَلاَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهٗ عَشْرًا وَّيُكَبِّرُهٗ عَشْرًا قَالَ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهٖ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ فِى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ يُسَبِّحُهٗ وَيُكَبِّرُهٗ وَيَحْمَدُهٗ مِائَةٌ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوْا وَكَيْفَ لاَنُحْصِيْهَا قَالَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا

حَتّٰى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ اَنْ لاَّيَفْعَلَ وَيَاْتِيْهِ فِيْ مَضْجَعِهٖ فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ خَصْلَتَانِ اَوْ خُلَّتَانِ لاَيُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وكَذَا فِيْ رِوَايَتِهٖ بَعْدَ قَوْلِهٖ وَاَلْفٌ وَّخَمْسٌ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ وَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ اذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ وَيَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَفِيْ اَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ

২২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। জেনে রাখো, এ বিষয় দুটো সহজ। কিন্তু এর আমলকারী কম। তাহলো প্রত্যেক নামাযের পর 'সুবহানাল্লাহ্' দশবার, 'আল-হামদুলিল্লাহ্' দশবার, 'আল্লাহু আকবার' দশবার পড়বে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দোয়া পড়ার সময় হাতে গুণতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দোয়া মুখে (পাঁচ বেলায়) পঞ্চাশবার কিয়ামতে মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচ শ বার। আর যখন বিছানায় যাবে, 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার'(এ তিনটি দোয়া মিলায়ে) একশ' বার পড়বে। এ পড়া মুখে একশত বার বটে ; কিন্তু মীযানে এক হাজার বার। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ একদিন এক রাতে দু' হাজার পাঁচশ' গুনাহ করে ? (মানে কেউ এতো গুনাহ করতে পারে না।) সাহাবীগণ বললেন, আমরা কেনো এ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে পারবো না ? তিনি বললেন, এজন্য পারবে না যে, তোমাদের কারো কারো কাছে নামাযের সময় শয়তান এসে বলে, ওই বিষয় চিন্তা করো, ওই বিষয় স্মরণ করো। এরূপ নামায শেষ না করা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর সে হয়তো তা না করেই উঠে যায়। এভাবে শয়তান তার শয়নকালে এসে তাকে ঘুম পাড়াতে থাকবে যতক্ষণ সে তা না করে ঘুমিয়ে পড়ে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, "দুটি বিষয়ে যে কোনো মুসলমান লক্ষ রাখবে।" এভাবে তার বর্ণনায় আছে, "মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচ শত"—এ শব্দের পর আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যখন বিছানায় যায়, "আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশবার, 'আলহামদুলিল্লাহ' তেত্রিশবার ও 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার পড়বে।

٢٢٩٥۔وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهٖ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهٖ - رواه ابو داؤد

২২৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে, "আল্লাহুম্মা মা

আসবাহা বি মিন নে'মাতিন, আও বিআহাদিম মিন খালকিকা, ফামিনকা ওয়াহ্দাকা লা-শারীকা লাকা, ফালাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুক্রু," অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! সকালে আমার প্রতি ও তোমার অন্য যে কোনো মাখলুকের কাছে যে নেয়ামত পৌঁছেছে তা একা তোমার পক্ষ থেকেই। এতে তোমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা ও তোমারই শোকর"—এ দোয়া পড়বে, সেই ব্যক্তি তার ওই দিনের 'শুকুর' আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়লো, সে ব্যক্তি তার ওই রাতের শুকুর আদায় করলো।
–আবু দাউদ

٢٢٩٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ - رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجة وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ اِخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ -

২২৯৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিছানায় শুতে গেলে বলতেন, "আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতে ওয়া রাব্বাল আরদে, ও রাব্বা কুল্লে শাইইন, ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া মুনযিলাত তাওরাতে, ওয়াল ইঞ্জিলে ওয়াল কুরআনে। ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রি কুল্লি জি শাররি। আনতা আখেযু বিনাসিয়াতিহ্‌, আনতাল আওয়ালু, ফালাইসা কাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতাল আখেরু, ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতায যাহেরু, ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বাতেনু, ফালাইসা দুনাকা শাইয়ুন, এক্যে আন্নিদাইনা, ওয়া আগনেনি মিনাল ফাকরে" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যিনি আসমানের রব, যমীনের রব, তথা প্রতিটা জিনিসের রব, শস্যবীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ-পালা উৎপাদনকারী, তাওরাত ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, আমি তোমার কাছে এমন প্রতিটা মন্দের 'অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকার। তুমিই প্রথম, তোমার আগে কেউ ছিলো না। তুমি শেষ, তোমার পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য, তোমার চেয়ে প্রকাশ্য আর কিছু নেই। তুমি গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কিছু নেই। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমাকে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার থেকে বাঁচিয়ে রেখো।–আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিছু ভিন্নতাসহ মুসলিমেও।

٢٢٩٧- وَعَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ الْاَنْمَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَخْسَأْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِىِّ الْاَعْلٰى - رواه ابو داؤد

২২৯৭. হযরত আবুল আযহার আনমারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বিছানায় যাওয়ার সময় বলতেন, "বিস্‌মিল্লাহ

ওয়াযাতু যাম্বি লিল্লাহি, আল্লাহুম্মাগফিরলী যাম্বি ওয়াখসাআ শায়তানী ওয়া ফুক্কা রিহানী, ওয়াজ আলনী ফিন্ নাদিয়্যিল আলা" অর্থাৎ "আল্লাহর নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আমার কাছ থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দাও। আমার ঘাড়কে মুক্ত করো এবং আমাকে শীর্ষ আসনে সমাসীন করো।"–আবু দাউদ

٢٢٩٨۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَاَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَاَفْضَلَ وَالَّذِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَّمَلِيْكَهُ وَاِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ۔ رواه ابو داؤد

২২৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয়নকালে বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি কাফানী, ওয়া আওয়ানী, ওয়া আতআমানী, ওয়া সাকানী, ওয়াল্লাজি মান্না আলাইয়্যা ফাআফ্যালা ওয়াল্লাযী আতানী ফাআজযালা, আলহামদুলিল্লাহে আলা কুল্লিহাল, আল্লাহুম্মা রাব্বা কুল্লে শাইইন ওয়া মালিকাহু, ওয়া ইলাহা কুল্লে শাইইন আউযুবিকা মিনান্নারে।" অর্থাৎ "আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমার প্রয়োজন নির্বাহ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন, অনেক অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করলেন। সুতরাং আল্লাহর শোকর সকল অবস্থায়। হে আল্লাহ! যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও এর অধিকারী, প্রত্যেক জিনিসের উপাস্য। আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন হতে পানাহ চাই।–আবু দাউদ

٢٢٩٩۔ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكٰى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِّىْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّبْغِىَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ۔ رواه الترمذى وقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ وَالْحَكِيْمُ بْنُ ظُهَيْرِ نِ الرَّاوِىْ قَدْ تَرَكَ حَدِيْثَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ

২২৯৯. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতে স্বপ্নের কারণে আমি ঘুমাতে পারি না। আল্লাহর নবী তার একথা শুনে বললেন, তুমি বিছানায় শুতে গেলে এ দোয়া পড়বে, আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাবয়ে, ওয়ামা আযাল্লাত, ওয়া রাব্বাল আরদিনা ওয়ামা আকাল্লাত, ওয়া রাব্বাশ শায়াতিনি ওয়ামা আযাল্লাত, কুন্‌লি জারান মিন শাররে খালকিকা কুল্লিহীম জামিআ আঁইয়াফ্‌রুতা আলাইয়া আহাদুম মিন্‌হুম আও আঁইইয়াবগীয়া আয্‌যা জারুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা, ওয়া লাইলাহা

গাইরুকা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! সাত আকাশের এবং এ সাত আকাশ যাকে ছায়া দিয়েছে তার রব! এবং যমীনসমূহ ও তা যাকে ধারণ করেছে তার রব। শয়তানগুলো ও তারা যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব! তুমি আমাকে সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে, তাদের কেউ যে, আমার উপর প্রভাব বিস্তার করুক অথবা আমার প্রতি অবিচার করুক তা থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান করো। সেই বিজয়ী যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছো। মহান তোমার প্রশংসা, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, কোনো ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।"–তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٠٠ـ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهٗ ثُمَّ اِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ رواه ابو داؤد

২৩০০. হযরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠলে যেনো বলে, "আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা খায়রা হাযাল ইয়াওমি ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু, ওয়া নূরাহু, ওয়া বারকাতাহু, ওয়া হুদাহু। ওয়া আউজু বিকা মিন শাররি মা ফিহে, ওয়া মিন শাররে মা বা'দাহু। ছুম্মা ইযা আম্সা, ফাল্ইয়াকুল মিছলা যালিকা" অর্থাৎ "আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম আর রাজ্যও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে সকালে এসে উপনীত হলো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই এ দিনের কল্যাণ। এর সফলতা ও সাহায্য। এর জ্যোতি এর বরকত ও এর হেদায়াত তোমার কাছে। এতে যে অকল্যাণ রয়েছে ও এর পরে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আশ্রয় চাই। তারপর সে সন্ধায় উপনীত হলেও যেনো এ একই দোয়া করে।–আবু দাউদ

٢٣٠١ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يٰاَبَتِ اَسْمَعُكَ تَقُوْلُ كُلَّ غَدَاةٍ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تُكَرِّرُهَا ثَلٰثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلٰثًا حِيْنَ تُمْسِىْ فَقَالَ يَا بُنَىَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْبِهِنَّ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَسْتَنَّ بِسُنَّتِهٖ ـ رواه ابو داؤد

২৩০১. তাবেয়ী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনাকে প্রতিদিন সকালে বলতে শুনি, (আপনি বলেন) "হে আল্লাহ! আমাকে শারীরিকভাবে নিরাপদে রাখো, আমাকে শ্রবণ শক্তিতে নিরাপদে রাখো। হে আল্লাহ! আমাকে দৃষ্টিশক্তিতে নিরাপদে রাখো। তুমি ছাড়া কোনো

ইলাহ নেই।"—এ দোয়া সকালে তিনবার ও বিকালে তিনবার বলেন। তখন তার পিতা বললেন, বৎস! আমি এ বাক্যগুলো দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করতে শুনেছি। তাই আমি তাঁর নিয়ম পালন করাকে ভালোবাসি।–আবু দাউদ

٢٣٠٢۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلّٰهِ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَّاَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَّاٰخِرَهُ فَلَاحًا يَّا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ذَكَرَهُ النَّوَاوِىُّ فِىْ كِتَابِ الْاَذْكَارِ ۔ برواية ابن السنى

২৩০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঘুম হতে উঠে বলতেন, "আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম, আর সকালে এসে উপনীত হলো আল্লাহর রাজ্য, আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। সব প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহরই জন্য সব অহংকার ও সম্মান। সমগ্র সৃষ্টি কর্তৃত্ব, রাত-দিন, এতে যা বসবাস করে সবই আল্লাহর। হে আল্লাহ! তুমি এই দিনের প্রথমাংশকে কল্যাণকর করো, মধ্য অংশকে মুক্তির দিশারী করো, আর শেষাংশকে করো সাফল্যময়। হে সর্বাধিক রহমকারী।"–কিতাবুল আযকার–নববী

٢٣٠٣۔ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ رواه احمد والدارمى

২৩০৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠে বলতেন, "আমরা ইসলামের ফিতরাত ও কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের ও ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের উপর। আর তিনি মুশরিক ছিলেন না।–আহমাদ ও দারেমী, ইবনে সুন্নীর রেওয়ায়েতে।

ব্যাখ্যা ঃ 'ফিতরাত' শব্দের অর্থই হলো স্বভাবজাত ভাবে সত্য গ্রহণ করার ঝোক প্রবণতা। ইসলামের বিধি-বিধান প্রাকৃতিক স্বভাবের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। তাই ইসলামকে ফিতরাতের দীন বলা হয়।

❐

# ٥۔ باب الدعوات فى الاوقات

## ৫. বিভিন্ন সময়ের দোয়া

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٣٠٤۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْتِىَ اَهْلَهٗ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَارَزَقْتَنَا فَاِنَّهٗ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهٗ شَيْطَانٌ اَبَدًا ۔ متفق عليه

২৩০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছা পোষণ করলে সে যেনো বলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নীবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নীবিশ শাইতানা মা রাজাকাতানা।" "বিস্‌মিল্লাহ্ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও দূরে রাখো আমাদের জন্য তুমি যা নির্দিষ্ট করে রেখেছো তা হতে।" এ মিলনের ফলে যদি তাদের জন্য কোনো সন্তান মঞ্জুর হয় তাহলে কখনো শয়তান তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٠٥۔وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۔ متفق عليه

২৩০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আজীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাহু রাব্বুল আরাশিল আজীম ; লাইলাহা ইল্লাহু রাব্বুল সামাওয়াতে, ওয়া রাব্বুল আরদে রাব্বুল আরশীল কারীম" অর্থাৎ"মহান ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সকল আসমানের রব, মহান আরশের রব।"–বুখারী, মুসলিম

٢٣٠٦۔ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ جُلُوْسٌ وَّاَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهٗ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ اَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ ۔ متفق عليه

২৩০৬. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু' ব্যক্তি একে অপরকে গাল-মন্দ বলতে

লাগলো। আমরা তখন তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এদের একজন তার সাথীকে খুব রাগত স্বরে গাল দিচ্ছিলো। এতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি কালাম জানি যদি সে এ কালামটি পড়ে তাহলে তার রাগ চলে যাবে। সেই কালামটি হলো "আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।" তখন সাহাবীগণ সেই লোকটিকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, তুমি কি শুনছো না? লোকটি বললো, আমি ভূতগ্রস্থ পাগল নই।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ লোকটি ভেবেছিলো শয়তান বা ভূত তাড়াবার জন্য এ কালাম পড়া হয়। নতুন মুসলমান ছিলো বোধ হয় লোকটি। তাই একথা বলেছিলো।

٢٣٠٧ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسْلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَاِنَّهُ رَاٰى شَيْطَانًا ـ متفق عليه

২৩০৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে, আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর তোমরা যখন গাধার চিৎকার শুনবে, বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানা চাইবে, কারণ সে শয়তান দেখেছে।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٠٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ رواه مسلم

২৩০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হবার কালে উটের উপর স্থির হয়ে বসার পর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন। তারপর বলতেন, "সুবহানাল্লাজী সাখখারা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরেনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন কালেবূন" "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলুকা ফি সাফারিনা হাজাল বিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালে মা তারদা।" "আল্লাহুম্মা হাওয়েন আলাইনা সাফারিনা হাজা ওয়া আতয়ে লানা বু'দাহু" 'আল্লাহুম্মা আনতাস ছাহেবু ফিস সফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলে" "আল্লাহুম্মা

ইন্নি আউজুবিকা মিন ওয়াছায়েস সাফারে ওয়া কা'বাতিল মানযারে ওয়া সুয়িল মুনকালাবে ফিল মালে ওয়াল আহলে", "অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ! আমরা আমাদের এ ভ্রমণে তোমার কাছে পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কাজ যা তুমি পসন্দ করো। আল্লাহ, তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এ ভ্রমণকে সহজ করো এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। আল্লাহ, তুমিই ভ্রমণে আমাদের সংগী এবং পরিবার ও ধন-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি। আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভ্রমণের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য ও ধন-সম্পদে অশুভ পরিবর্তন থেকে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসেও এসব দোয়া পড়তেন এবং এর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন, "আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লিরাব্বিনা হামেদুন' অর্থাৎ "আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের মহান রবের প্রশংসাকারীরূপে"।–মুসলিম

২৩০৯- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - رواه مسلم

২৩০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওনা হতেন, তখন সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অহিতকারিতা, কল্যাণের পর অকল্যাণ, মযলুমের দোয়া ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে খারাপ দৃশ্য দেখা হতে আল্লাহর নিকট পানা চাইতেন।–মুসলিম

২৩১০- وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَّزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَىْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَّنْزِلِهِ ذٰلِكَ - رواه مسلم

২৩১০. মহিলা সাহাবী হযরত খাওলা বিনতে হাকীম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় অবতরণ করে বলে, "আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতে মিন্ শাররি মা খালাকা" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর পূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট সকল কিছুর অনিষ্টকারিতা হতে পানাহ চাই" তাহলে কোনো জিনিস তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।–মুসলিম

২৩১১- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِىَ الْبَارِحَةَ قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ - رواه مسلم

২৩১১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে

বিচ্ছুর দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যা হবার পর বলতে, "আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতে মিন শাররি মা খালাকা" তাহলে বিচ্ছু তোমাকে কষ্ট দিতে পারতো না।–মুসলিম

٢٣١٢ـ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَاَسْحَرَ يَقُوْلُ سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بِلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ رواه مسلم

২৩১২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন। ভোর হলে বলতেন, শ্রবণকারীরা শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাদের প্রতি তাঁর মহা অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি। হে রব! তুমি আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।–মুসলিম

٢٣١٣ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ متفق عليه

২৩১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ, হজ্জ বা ওমরা হতে ফিরে আসতেন, প্রতিটা উঁচু জায়গায় তিনি তিনবার করে তাকবীর বলতেন। এরপর তিনি বলতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। আয়েবুনা, তায়েবুনা আবেদুনা সাজেদুনা লিরাব্বিনা হামেদুনা। সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা। তিনি সব জিনিসের উপরই ক্ষমতাশালী। আমরা ফিরছি তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসেবে। আল্লাহ তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তার বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, পদানত করেছেন শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে একাই।
–বুখারী, মুসলিম

٢٣١٤ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ـ متفق عليه

২৩১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের সময় মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করে বলেছিলেন, "আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাবে, সারিআল হিসাবে, আল্লাহুম্মা আহজিমিল

আহ্যাবা, আল্লাহুম্মা আহজিমহুম, ওয়া জালজিলহুম" অর্থাৎ "হে কিতাব নাযিলকারী ও দ্রুত বিচারকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত করো শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে। হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত করো তাদেরকে এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত ও বিচলিত করে দাও।"
–বুখারী, মুসলিম

٢٣١٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا وَّوَطْبَةً فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَاْكُلُهٗ وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهٗ فَقَالَ اَبِىْ وَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهٖ اُدْعُ اللّٰهَ لَنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ - رواه مسلم

২৩১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার নিকট এলেন। আমরা তাঁর সামনে রুটি ও মলীদা পেশ করলাম। এর থেকে তিনি কিছু খেলেন। এরপর তাঁর কাছে আরো কিছু খেজুর আনা হলো। তিনি তা খেতে লাগলেন। তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে তিনি খেজুরের পেট চিরে বিঁচি বের করতে লাগলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে থাকলেন। তাঁরপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হলো, তিনি তা পান করলেন। তিনি ওখান থেকে রওনা হলে আমার পিতা তাঁর আরোহীর লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি তখন বললেন, "আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফিমা রাজাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম, ওয়ারহামহুম" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছো তাতে বরকত দান করো। তাদেরকে মাফ করো এবং তাদের উপর দয়া করো।"–মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣١٦- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৩১৬. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন বলতেন, "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আম্নে, ওয়াল ঈমানে, ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামে রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহু" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! চাঁদকে উদয় করো আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। হে চাঁদ! আমার রব ও তোমার রব এক আল্লাহ।" তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব ও হাসান

٢٣١٧۔ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ رَجُلٍ رَاٰى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً اِلاَّ لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلاَءُ كَائِنًا مَّاكَانَ ۔ رواه الترمذى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَلرَّاوِىْ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ ۔

২৩১৭. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলবে, "আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আফানী মিম্মা ইবাতালাকা বিহ্ ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফজিলা" অর্থাৎ "আল্লাহর শোকর, যিনি আমাকে নিরাপদে রেখেছেন যাতে তোমাকে লিপ্ত করেছেন।" আর আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস হতে বেশি মর্যাদা দান করেছেন। তার উপর এ বিপদ কখনো নিপতিত হবে না, যে যেখানেই থাকুক না কেনো।–তিরমিযী। ইবনে মাজা ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন।–তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

٢٣١٨۔ وَعَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَّمَحَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنٰى لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ مَنْ قَالَ فِىْ سُوْقٍ جَامِعٍ يُبَاعُ فِيْهِ بَدَلَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ

২৩১৮. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক বাজারে প্রবেশ করে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হাইয়ুন, লাইয়ামুতু, বিইয়াদিহিল খায়রু, ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির" এ দোয়া পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশ লাখ সওয়াব লিখবেন। দশ লাখ গুনাহ মিটিয়ে দেন, তাছাড়া তার জন্য দশ লাখ মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। আর শরহে সুন্নায় রয়েছে বাজার শব্দের স্থলে বড় বাজার। যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

٢٣١٩۔ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةٌ اَرْجُوْبِهَا خَيْرًا فَقَالَ اِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلاً يَّقُوْلُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

فَقَالَ قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَّهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللّٰهَ الْبَلاَءَ فَاسْئَلْهُ الْعَافِيَةَ - رواه الترمذى

২৩১৯. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে একথা বলে দোয়া করতে শুনলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পূর্ণ নেয়ামাত চাই।" (তার দোয়া শুনে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণ নেয়ামত কি? সে বললো, এই দোয়া দিয়ে আমি সম্পদ লাভ করার আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণ নেয়ামাত তো হলো জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম হতে নাজাত লাভ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, "ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম" অর্থাৎ "হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।" তখন তিনি বললেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে, তুমি দোয়া করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, সে বলছে, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ধৈর্যধারণের (সবর) শক্তি চাই। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে, বরং তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো।–তিরমিযী

٢٣٢٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهٗ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اِلاَّ غُفِرَلَهٗ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ ـ

رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير

২৩২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বৈঠকে বসে অর্থহীন কথা বলে, আর বৈঠক হতে ওঠার আগে বলে, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা", অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার নিকট তাওবা করছি" তাহলে ওই বৈঠকে সে যা করেছে আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দেবেন।

–তিরমিযী। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

٢٣٢١ـ وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّهٗ اُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَّاللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ

ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ ۔ رواه احمد والترمذى وابو داؤد

২৩২১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আরোহণ করার জন্য তাঁর কাছে একটি আরোহী আনা হলো। তিনি রেকাবে পা রাখলেন, বললেন, "বিসমিল্লাহি" যখন এর পিঠে আরোহণ করলেন, বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ্" এরপর বললেন, 'সুবহানাল্লাজী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন" তারপর তিনি তিনবার বললেন, আলহামদুলিল্লাহি, তিনবার বললেন, "ওয়াল্লাহু আকবার" এরপর বললেন, সুবহানাকা ইন্নী জালামতু নাফসি, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।" অবশেষে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হাসলেন কেনো ? তিনি জবাবে বললেন, আমি যেরূপ করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখলাম তিনি এরূপ করলেন, তারপর হাসলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কি কারণে আপনি হাসলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন সে বলে, হে আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করো। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে, আমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।–আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ

۲۳۲۲۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا وَدَّعَ رَجُلاً اَخَذَ بِيَدِهٖ فَلاَ يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَّخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا لَمْ يَذْكُرْ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ ۔

২৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো লোককে বিদায় দিতেন তার হাত ধরতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নবী কারীমের হাত না ছাড়তেন তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিতেন না। হাত ছেড়ে দেবার সময় তিনি বলতেন, "তোমার দীন, তোমার আমানত, তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলাম"।–তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষ দুই ইমামের বর্ণনায় 'শেষ আমল' এর উল্লেখ নেই।

۲۳۲۳۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ ۔ رواه ابو داؤد

২৩২৩. হযরত আবদুল্লাহ খাতামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদলকে বিদায় দেবার সময় বলতেন, "তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ আমল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম।–আবু দাউদ

**ব্যাখ্যা ঃ** সফরে বা ভ্রমণে বিভিন্ন ধরনের মুয়ামালাত সংঘটিত হয়। তাই এসব মুয়ামালাতে সঠিকভাবে চলার জন্য নবী করীম সঃ দোয়া করতেন।

٢٣٢٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِيْ فَقَالَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى قَالَ زِدْنِيْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِيْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ قَالَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَاكُنْتَ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৩২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে বের হবার ইচ্ছা করেছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের পাথেয় দান করুন। লোকটি বললো, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুন। লোকটি আবার বললো, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ যেনো তোমার জন্য কল্যাণকর কাজ করা সহজ করে দেন।–তিরমিযী

٢٣٢٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللّٰهُمَّ اَطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - رواه الترمذى

২৩২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে বের হবার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সবসময় আল্লাহর ভয় মনে পোষণ করবে, আর পথের মধ্যে প্রতিটা উঁচু জায়গায় "আল্লাহু আকবার" অবশ্যই বলবে। সে লোকটি তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! লোকটির সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও, তার জন্য সফর সহজ করে দাও।–তিরমিযী

٢٣٢٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ فَاَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا اَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَافِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَّاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ - رواه ابو داؤد

২৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করার সময় রাত হয়ে গেলে বলতেন, "হে যমীন! আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ। তাই আমি তোমার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে এর অনিষ্ট হতে এবং যা তোমার উপর হাটাচলা করে তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে আমি আরো পানাহ চাই সিংহ, বাঘ, কালো সাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে, শহরের অধিবাসী ও পিতা-পুত্র হতে।"–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ পিতা-পুত্র বলতে এখানে ইবলীস শয়তান ও এর অনুগামীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

٢٣٢٧- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا غَزَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ - رواه الترمذى وابو داؤد

২৩২৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে বের হবার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ভরসাস্থল। তুমি আমার সাহায্যকারী। তোমার সাহায্যেই আমি শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ করি। তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ রচনা করি। তোমার সাহায্যে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করি।
–তিরমিযী, আবু দাউদ

٢٣٢٨- وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللّٰهُمَّ انَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - رواه احمد وابو داؤد

২৩২৮. হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতি সম্পর্কে ভয় করতেন, বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম, ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহীম" অর্থাৎ "হে আল্লাহ আমরা তোমাকে তাদের মুকাবিলায় স্থাপন করলাম এবং তোমার কাছেই তাদের অনিষ্ট হতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।"–আহমাদ ও আবু দাউদ

٢٣٢٩- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ انَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَّزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا - رواه احمد والترمذى والنسائى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاؤُدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ الاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ انِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

২৩২৯. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হবার সময় বলতেন, "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহী, আল্লাহুম্মা ইন্না নাউজুবিকা মিন আন নাযিল্লা আও নাদিল্লা আও নাজলিমা আও নুজলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা আলাইনা" অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। হে আল্লাহ! আমি পদস্খলিত হওয়া, বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারো অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই।"–আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উম্মে সালামা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘর হতে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা,

আও আজলিমা আও উজলিমা, আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়্যা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি বিপথগামী হওয়ায়, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।

٢٣٣٠۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْتِهٖ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهٗ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيْطٰنُ وَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ ۔ رواه ابو داؤد وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ اِلٰى قَوْلِهٖ لَهُ الشَّيْطَانُ

২৩৩০. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ঘর হতে বের হবার সময় যখন বলে, "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহী, লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহী।" অর্থাৎ "আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, শক্তি নেই।" তখন তাকে বলা হয়, পথ পেলে, উপায় পেলে, এবং রক্ষিত হলে। সুতরাং তার নিকট হতে শয়তান দূর হয়ে যায়। অপর এক শয়তান এই শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়েছে, উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে তাকে তুমি কি করতে পারবে ?–আবু দাউদ। আর তিরমিযী, তখন শয়তান দূর হয়ে যায় পর্যন্ত।

٢٣٣١۔ وَعَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهٗ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهٖ ۔ رواه ابو داؤد

২৩৩১. হযরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করে, সে যেনো বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওলাজে ওয়া খায়রাল মাখরাজে বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বান তাওয়াক্কালনা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হতে বের হবার জন্য কল্যাণ চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই। হে আমাদের রব! আল্লাহর নামে ভরসা করলাম"। এরপর সে যেনো আপন পরিবারের লোকদেরকে সালাম দেয়।–আবু দাউদ

٢٣٣٢۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّأَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ۔ رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৩৩২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ বিয়ে করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন, "বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকুমা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফি খায়রীন" অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তোমাদের উভয়কে বরকতময় করুন এবং তোমাদের কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন।"
–আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

٢٣٣٣- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ امْرَأَةً اَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهٖ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ . رواه ابو داؤد وابن ماجة

২৩৩৩. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো রমণীকে বিয়ে করে অথবা কোনো খাদেম ক্রয় করে সে যেনো তখন বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ এবং তাকে যে সৎ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তার কল্যাণ চাই। আর তোমার কাছে আমি তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তা হতে পানাহ চাই। যখন কোনো ব্যক্তি উট কিনে, তখন যেনো ঠোঁটের চূড়া ধরে আগের মতো দোয়া পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তখন সে যেনো তার সামনের চুল ধরে বরকতের জন্য দোয়া করে।–আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

٢٣٣٤- وَعَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ . رواه ابو داؤد

২৩৩৪. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপন্ন ব্যক্তির দোয়া হলো, "আল্লাহুম্মা রাহ্মাতাকা আরযু ফালা তাকিল্নী ইলা নাফ্সী তার্ফাতা আইনিল, ওয়া আসলেহ লি শানী কুল্লাহু, লাইলাহা ইল্লা আনতা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। তুমি আমাকে আমার নিজের উপর এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে দিওনা। বরং তুমি নিজে আমার সকল ব্যাপার সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।–আবু দাউদ

٢٣٣٥- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلاَمًا اِذَا قُلْتَهٗ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ . رواه ابو داؤد

২৩৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ো চিন্তায় পড়েছি, আমার ঘাড়ে ঋণ চেপেছে।

তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালাম বলে দেবো না, যদি তুমি এ কালাম পড়ো, আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন ও ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। সে ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুজ্নে, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আয়যে ওয়াল কাস্লে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলে, ওয়াল জুবুনে, ওয়া আউজুবিকা মিন গালবাতেদ দাইনে, ওয়া কাহ্রির রিজালে"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি চাই। অপারগতা ও অলসতা এবং কৃপণতা ও ভীরুতা হতে পানাহ চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের কঠোরতা হতে মুক্তি চাই।" সে লোকটি বললো, অবশেষে আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঋণও পরিশোধ করে দিলেন।–আবু দাউদ

٢٣٣٦ـ وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ اِنِّىْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ فَاَعِنِّىْ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ قُلِ اللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ فِىْ بَابِ تَغْطِيَةِ الْاَوَانِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২৩৩৬. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁর কাছে একজন 'মুকাতাব' এসে বললো, আমি আমার কিতাবাতের মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে হযরত আলী বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু 'কালাম' শিখিয়ে দেবো যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন ? এর দ্বারা, যদি তোমার উপর বড়ো পাহাড় সমান ঋণও চেপে থাকে, আল্লাহ্ তোমার এ ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। তুমি পড়বে, "আল্লাহুম্মাক্ফিনি বিহালালিকা আন্ হারামিকা, ওয়া আগনেনি বিফাদ্লিকা আম্মান সেওয়াকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল (বস্তুর) সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং তুমি তোমার রহমত দ্বারা আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করো।"–তিরমিযী। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে। আর হযরত জাবিরের ।اذا سمعتم نباح الكلاب সম্বলিত হাদীসটি تغطية الاوانى অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ 'মুকাতাব' ওই গোলামকে বলে, যে মালিকের সাথে এতো দিনের মধ্যে এতো মূল্য পরিশোধ করলে 'আযাদ' হয়ে যাবে বলে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ওই নির্ধারিত মূল্যকে 'কিতাবাত' বলা হয়। এর বিবরণ পরিপূর্ণভাবে পরে আসবে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٣٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا اَوْ صَلّٰى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ اِنْ تُكَلِّمْ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ اِلٰى يَوْمِ

الْقِيٰمَةِ وَاِنْ تُكَلِّمْ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَّهُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ رواه النسائى

২৩৩৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসে বসলে অথবা নামায পড়লে তিনি কিছু 'কালাম' পড়তেন। একবার আমি সে সব কালাম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (মজলিসে) যদি ভালো কথা আলোচনা হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত 'মোহর' হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি (মজলিসে) মন্দ কথা হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হবে। কালামটি হলো, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, লাইলাহা ইল্লা আন্তা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে তাওবা করি।"–নাসাঈ

২৩৩৮ـ وَعَنْ قَتَادَةَ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ هِلاَلُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا ـ رواه ابو داؤد

২৩৩৮. তাবেয়ী হযরত কাতাদা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বলতেন। এরপর তিনি বলতেন, "সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি অমুক মাস শেষ করলেন ও এ মাস আনলেন।–আবু দাউদ

২৩৩৯ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ وَفِىْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اَلْهَمْتَ عِبَادَكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِىْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِى وَجَلاَءَ هَمِّىْ وَغَمِّىْ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ اِلاَّ اَذْهَبَ اللّٰهُ غَمَّهُ وَاَبْدَلَهُ بِهِ فَرَجًا ـ رواه رزين

২৩৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে বেশি বেশি চিন্তা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে সে যেনো বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আব্দুকা, ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা, ওয়া ফি কাবজাতিকা, না-সিয়াতি বিইয়াদিকা মাযা ফিয়্যা হুকমুকা আদলুন ফিয়্যা কাযাউকা

আসআলুকা বিকুল্লে ইসমিন, হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা, আও আন্‌যালতাহু ফি কিতাবিকা, আও আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালকিকা, আও আলহামতা ইবাদাকা, আয়িস্‌তাসার্‌তা বিহি ফি মাকনুন্নিল গাইবে ইন্‌দাকা আন তাজ আলাল কুরআনা রাবিআ কালবি ওয়াজাআলা হাম্মী ওয়া গাম্মি," অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাহ, তোমার বান্দাহর পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমাতে কার্যকর, তোমার আদেশ আমার জন্য ন্যায়। আমি তোমার কাছে তোমার সেসব নামের উছিলায় যাতে তুমি নিজকে অভিহিত করেছো প্রার্থনা করি, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো অথবা তুমি তোমার বান্দাহদের উপর ইলহাম করেছো অথবা তুমি গায়েবের পর্দায় তা তোমার কাছে গোপন রেখেছো—তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ধান্দা দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো।" যে বান্দাহ যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা দূর করে দেবেন। এর জায়গায় তার মনে নিশ্চিন্ততা দান করবেন।–রাযীন

٢٣٤٠. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ـ رواه البخارى

২৩৪০. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাস্তার উপরে উঠতাম, 'আল্লাহু আকবার' ও যখন রাস্তা হতে নামতাম 'সুবহানাল্লাহ্‌' বলতাম।–বুখারী

٢٣٤١. وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا كَرَبَهُ اَمْرٌ يَقُوْلُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ

২৩৪১. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যাপারে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লে বলতেন, "ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়ুমু বিরাহ্‌মাতিকা আস্‌তাগিছু" অর্থাৎ "হে চিরঞ্জীব! হে চির প্রতিষ্ঠিত! তোমার রহমতের সাথে আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি।"–তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও গায়রে মাহফুয।

٢٣٤٢. وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ هَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ ـ رواه احمد

২৩৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি কিছু বলার আছে? আমাদের প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, হ্যাঁ আছে। তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মাস্‌তুর আওরাতিনা ওয়া আমেন রাওআতেনা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষগুলো ঢেকে রাখো, আমাদের ভয়গুলো নিরাপত্তায় পরিণত করো। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, অতএব আল্লাহ তাআলা তার শত্রুদের চোখকে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে দমন করে দিলেন। আর এ ঝড়ো হাওয়া দিয়েই তাদেরকে পরাজিত করলেন।–আহমাদ

٢٣٤٣. وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

أَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً ـ رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

২৩৪৩. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বাজারে প্রবেশ করতেন, বলতেন, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রা হাজিহিস সাওকে ওয়া খায়রা মা ফিহা। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আন উসিবা ফিহা ছাফকাতান খাসিরাতান" অর্থাৎ "আল্লাহর নামের সাথে হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ বাজারের কল্যাণ, এতে যা রয়েছে তার কল্যাণ চাই। আমি পানাহ্ চাই এর অকল্যাণ হতে, এতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই, এতে যেনো কোনো ক্ষতি ও বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি।"–বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর

❐

# ٦ـ باب الاستعاذة

## ৬. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٣٤٤ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ـ متفق عليه

২৩৪৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বিপদ মুসিবতের কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ভাগ্যের অনিষ্ট বিপন্নতায় শত্রুর পরিহাস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٤٥ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ متفق عليه

২৩৪৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, শোক-তাপ, অক্ষমতা-অলসতা, ভীরুতা-কৃপণতা মনের বোঝা ও মানুষের জোর-জবরদস্তি হতে আশ্রয় চাই।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٤٦ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ
متفق عليه

২৩৪৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল কাসলে, ওয়াল হারামে, ওয়াল মাগরামে, ওয়াল মা'সামে। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিল কারবে, ওয়া আযাবিল কাবরে, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল গেনা ওয়াশাররে ফিত্নাতিল ফাকরে, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল। আল্লাহুম্মাগসিল খাতায়ায়া বিমায়িছালজি ওয়াল বারাদে, ওয়া নাক্কি কালবি কামা ইউনাককিস ছাওবাল আবইয়াদ মিনাদ দানাসে। ওয়া বায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়া কামা বাআদ্তা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরেবে" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন, জাহান্নামের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা

ও শাস্তি হতে, সচ্ছলতার পরীক্ষার অনিষ্ট ও দারিদ্রের পরীক্ষার অনিষ্ট হতে এবং কানা দাজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্ট হতে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফের ও শিলার পানি দিয়ে ধুয়ে দাও। আমার হৃদয়কে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড়, ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে এমন দূরুত্বের সৃষ্টি করে দাও যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।"–বুখারী, মুসলিম

٢٣٤٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّايُسْتَجَابُ لَهَا - رواه مسلم

২৩৪৭. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার নিকট পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সংযম দান করো। একে পবিত্র করো, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারক ও এর অভিভাবক ও রব। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ওই জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না। ওই হৃদয় হতে মুক্তি চাই যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ওই মন হতে পানাহ চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না, আর ওই দোয়া হতে, যে দোয়া কবুল হয় না।–মুসলিম

٢٣٤٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ - رواه مسلم

২৩৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়াগুলোর মধ্যে এটাও একটা দোয়া, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (আমার প্রতি) তোমার নেয়ামতের কমে যাওয়া, (আমার উপর হতে) তোমার নিরাপত্তার আবর্তন, (আমার উপর) তোমার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ ও তোমার সকল প্রকার অসন্তোষ হতে পানাহ চাই।–মুসলিম

٢٣٤٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ - رواه مسلم

২৩৪৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়ামিন শাররি মালাম আ'মাল" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই যা আমি করেছি ও যা আমি করিনি তার অনিষ্ট হতে।"–মুসলিম

٢٣٥٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِىْ اَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لاَيَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ ـ متفق عليه

২৩৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাব্তু, ওয়া বিকা খাসামতু, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিইযযাতিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আন তুদিল্লানি। আনতাল হাইয়্যুল্লাযি লা ইয়ামুতু, ওয়াল জিন্নু ওয়াল ইন্সু ইয়ামুতুনা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম, তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই উপর ভরসা করলাম, তোমারই দিকে নিজকে ফিরালাম, তোমারই সাহায্যে তোমার শত্রুর সাথে লড়াই করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার ইয্যতের (প্রতাপ প্রতিপত্তির) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি পথ ভ্রষ্টতা হতে। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তুমি চিরঞ্জীব, তোমার মৃত্যু নেই ; মানুষ আর জিন মৃত্যুবরণ করবে।–বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٥١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَّيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَّتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَّيُسْمَعُ ـ رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالنَّسَائِىُّ عَنْهُمَا ـ

২৩৫১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি চারটি ব্যাপারে তোমার কাছে পানাহ চাই। (১) যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না। (২) যে অন্তর ভীত হয় না। (৩) যে মন তৃপ্তি লাভ করে না। (৪) যে দোয়া কবুল হয় না।–আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এবং নাসায়ী উভয় হতে।

٢٣٥٢ـ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِّنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ رواه ابو داؤد والنسائى

২৩৫২. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১) ভীরুতা-কাপুরুষতা, (২) কৃপণতা, (৩) বয়সের অনিষ্টতা (৪) মনের ফিতনা ও (৫) কবরের আযাব—এ পাঁচটি জিনিষ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন।
–আবু দাউদ, নাসায়ী

٢٣٥٣ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ ـ رواه ابو داؤد والنسائى

২৩৫৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফাকরে, ওয়াল কিল্লাতে ওয়াযযিল্লাতে ওয়া আউযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উজলিমা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অভাব, স্বল্পতা, লাঞ্ছনায় পতিত হওয়া হতে পানাহ চাই। আমি অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত হওয়া হতেও তোমার কাছে পানাহ চাই।
–আবু দাউদ, নাসায়ী

٢٣٥٤۔ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ ۔ رواه ابو داؤد والنسائى

২৩৫৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শিকাকে, ওয়াননিফাকে ওয়া সুয়িল আখলাকে", অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি সত্যের বিরোধিতা, মুনাফিকী ও চরিত্রহীনতা হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।"–আবু দাউদ, নাসায়ী

٢٣٥٥۔ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ ۔ رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২৩৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা, মিনাল জুয়ে ফাইন্নাহু বি'সাদদাজিউ, ওয়া আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিতানাতু" অর্থাৎ "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে ক্ষুধার তাড়না হতে পানাহ চাই, কারণ তা মানুষের কতই না খারাপ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে। কেননা বিশ্বাসঘাতকতা কতইনা খারাপ গোপন চরিত্র।–আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ

٢٣٥٦۔ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ ۔ رواه ابو داؤد والنسائى

২৩৫৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারাছে, ওয়ালজুযামে, ওয়াল জুনুনে, ওয়া মিন সাইয়্যেয়িল আসকামে," অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামী ও খারাপ রোগসমূহ হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।"
–আবু দাউদ ও নাসাই

٢٣٥٧۔ وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ ۔ رواه الترمذى

২৩৫৭. হযরত কুতবা ইবনে মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল

আখলাকে, ওয়াল আ'মালে, ওয়াল আহওয়ায়ে" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, খারাপ কাজ ও খারাপ আশা আকাংখা হতে আশ্রয় চাই।"—তিরমিযী

٢٣٥٨- وَعَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ تَعْوِيْذًا اَتَعَوَّذُ بِهٖ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِىْ.وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى

২৩৫৮. তাবেয়ী হযরত শুতাইর ইবনে শাকাল ইবনে হুমাইদ তাঁর পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, আমি একবার বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি দোআ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে পারি। তিনি তখন বললেন, পড়ো, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি সাময়ী, ওয়া শাররি বাসারী, ওয়া শাররি লিসানী ওয়া শাররি কালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যী" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (১) আমার কানের অনিষ্টতা, (২) চোখের অনিষ্টতা (৩) আমার মুখের অনিষ্টতা আমার কালবের অনিষ্টতা ও (৪) আমার বীর্যের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় চাই।"
—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই

٢٣٥٩- وَعَنْ اَبِى الْيَسَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا - رواه ابو داؤد والنسائى وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى وَالْغَمِّ

২৩৫৯. হযরত আবুল ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! আমার উপর কিছু ধসে পড়া হতে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! উপর হতে পড়া, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ও বার্ধক্য হতেও আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় শয়তানের গুমরাহীতে পড়া হতে। আর তোমার পথ (জিহাদের ময়দান) হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতেও পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা হতে।—আবু দাউদ, নাসাই

٢٣٦٠- وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِىْ اِلٰى طَبَعٍ - رواه احمد والبيهقى فى الدعوات الكبير

২৩৬০. হযরত মুআয রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট লোভ লালসা হতে পানাহ চাও, যে লোভ লালসা মানুষকে দোষের দিকে নিয়ে যায়।—আহমাদ। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

٢٣٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِسْتَعِيْذِىْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا فَاِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ - رواه الترمذى

২৩৬১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে এর অপকারিতা হতে পানাহ চাও। কারণ এটা হলো সেই গাসেক যখন অন্ধকার হয়ে যায়।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সূরা ফালাকে, "ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব" উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এখানে 'গাসেক' অর্থ চাঁদ যখন তা অন্ধকার হয়ে যায়। চাঁদকে যখন 'গ্রহণে' ধরে তখন তা আলোহীন হয়ে যায় অথবা চাঁদ ডুবে গেলে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যায়। 'অন্ধকার একটা খারাপ সময়। এ সময়ে অপকারিতা হতে পানাহ চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন।

٢٣٦٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَبِيْ يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ اِلٰهًا قَالَ اَبِيْ سَبْعَةً فِي الْاَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَاَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا اَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ اَلْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِيْ فَقَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ - رواه الترمذى

২৩৬২. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, কতজন 'ইলাহর' তুমি এখন ইবাদাত করছো। আমার পিতা বললেন, সাতজনের। এদের ছয়জন মাটিতে আর একজন আকাশে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আশা নিরাশার ও ভয়-ভীতির সময় এদের কাকে মানো ? আমার পিতা বললেন, যিনি আকাশে আছেন তাকে মানি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললন, শোনো হুসাইন! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, আমি তোমাকে দুটি কালেমা শিখাবো, যা তোমার উপকারে আসবে। বর্ণনাকারী ইমরান বলেন, আমার পিতা হুসাইন ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওই কালেমা দুটি শিখিয়ে দিন, যার কথা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেই আসমানের ইলাহকে বলো, "আল্লাহুম্মা আলহিমনী রুশদী, ওয়া আয়েযিনী মিন শাররি নাফসী" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার দিলকে সত্য পথের সন্ধান দাও। আমাকে আমার নফসের অপকারিতা হতে রক্ষা করো।"-তিরমিযী

٢٣٦٣- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا فَزِعَ اَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهٗ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَّلَدِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِيْ صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهٖ - رواه ابو داؤد والترمذى وَهٰذَا لَفْظُهٗ

২৩৬৩. হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেনো বলে, "আউযু বিকালেমাতিল্লাহিত তাম্মাতে মিন গাযাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইতানি ওয়া আনইয়াহদুরূন।" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছি, আল্লাহর রোষ ও তার শাস্তি হতে। তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে। আর তারা যেনো আমার কাছে হাজির হতে না পারে। এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না।" বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হতেন তাদেরকে এই দোয়া শিখিয়ে দিতেন। আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এ দোয়া কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকিয়ে দিতেন।–আবু দাউদ, তিরমিযী। ভাষা তিরমিযীর।

٢٣٦٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ - رواه الترمذى والنسائى

২৩৬৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করবে, জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে, জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।
–তিরমিযী, নাসাই

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٦٥- عَنِ الْقَعْقَاعِ اَنَّ كَعْبَ الْاَحْبَارِ قَالَ لَوْلاَ كَلِمَاتٌ اَقُوْلُهُنَّ لَجَعَلَتْنِىْ يَهُوْدُ حِمَارًا فَقِيْلَ لَهُ مَاهُنَّ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ شَىْءٌ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لاَيُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلاَ فَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ - رواه مالك

২৩৬৫. তাবেয়ী হযরত কা'কা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কা'ব আহবার বলেছেন, যদি আমি এ বাক্যগুলো না বলতাম, তাহলে ইয়াহুদীরা আমাকে গাধা বানিয়ে ফেলতো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সে বাক্যগুলো কি ? তিনি বললেন, "আউযু বেওয়াজহিল্লাহিল আযীম আল্লাযী লাইসা শাইয়্যুন আ'যামু মিনহু, ওয়া বিকালি-মাতিল্লাহিত তাম্মাতিল্লাতি লা ইউজায়েযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফাজেরুন, ওয়া বিআসমায়িল্লাহিল হুস্না, মা আলিমতু মিনহা, ওয়া মা লাম আলাম মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ" অর্থাৎ "আমি মহান আল্লাহর সত্তার পানাহ্ গ্রহণ করছি। তাঁর অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি যা অতিক্রম করার শক্তি ভালো-মন্দ কোনো

লোকের নেই। আমি আরো আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর 'আসমায়ে হুসনার' যা আমি জানি আর যা আমি জানি না, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা হতে যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন।–মালেক

ব্যাখ্যা ঃ হযরত কা'ব আহবার একজন প্রখ্যাত ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি হযরত ওমরের খিলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহুদী গোষ্ঠী তার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। তিনি এ বাক্যসমূহ পাঠ করে তাদের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, 'তা না হলে তারা আমাকে গাধা বানিয়ে দিতো', অর্থাৎ আমার মাথা নষ্ট করে দিতো।

٢٣٦٦- وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ عَمَّنْ اَخَذْتَ هٰذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ - رواه النسائى وَالترمذى اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ وَرَوٰى اَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَهُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ -

২৩৬৬. তাবেয়ী হযরত মুসলিম ইবনে আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবু বাকরা নামাযের পরে বলতেন "আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী, পরমুখাপেক্ষিতা ও কবর আযাব হতে পানাহ চাই।" আর আমিও তাই বলতাম। একবার তিনি আমাকে বললেন, বৎস! তুমি এ বাক্য কার থেকে গ্রহণ করেছো ? আমি বললাম, আপনার কাছ থেকেই তো। তখন তিনি বললেন, তবে শোনো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএ বাক্য নামায শেষ হবার পর বলতেন।–তিরমিযী, নাসাই, নামায শেষে শব্দ ছাড়া। ইমাম আহমদ শুধু দোয়াটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনা আছে প্রত্যেক নামায শেষে।

٢٣٦٧- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلاَنِ قَالَ نَعَمْ - رواه النسائى

২৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী ও ঋণ হতে পানাহ চাই। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণকে কুফরীর সমান মনে করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে পানাহ চাই। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুটো কি এক রকম ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।–নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ ঋণী ও অভাবী ব্যক্তি পাওনাদারের সাথে নানা টালবাহানা করে। এটা মুনাফেকী আচরণ। অনেক সময় তারা এমনভাবে কথা বলে যা কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। তাই এ মুসিবত থেকে পানাহর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে বলেছেন।

## ٧ـ باب جامع الدعاء

## ৭. সামগ্রিক দোয়া

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٣٦٨ـ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَخَطَائِيْ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. متفق عليه

২৩৬৮. হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এরূপ দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ মাফ করো। আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজে সীমালংঘন, আর যা আমার চেয়েও তুমি বেশি জানো। হে আল্লাহ! তুমি আমার তত্ত্বের বিষয়, খামখেয়ালী করা, অনিচ্ছায় করা, আমার অপরাধ মাফ করো, যা সবই আমি করি। আল্লাহ! তুমি আমার আগের গুনাহ ও পরের গুনাহ, গোপন গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও। যা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো। তুমিই আগে বাড়াও, তুমিই পেছনে হটাও। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তুমি ক্ষমতা রাখো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বিনয়বশতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব দোয়া করেছেন, করেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। তিনি তো নিজে বেগুনাহ ছিলেন।

٢٣٦٩ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اُخْرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ. رواه مسلم

২৩৬৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য আমার দীনকে ঠিক করে দাও, যা ঠিক করে দেবে আমার কর্ম। তুমি ঠিক করে দাও আমার দুনিয়া। যাতে রয়েছে আমার জীবন। তুমি ঠিক করে দাও আমার আখিরাত, যেখানে আমি ফিরে যাবো। আমার হায়াত প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য বাড়িয়ে দাও, আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অকল্যাণকর কাজ হতে শান্তিদায়ক কর।"–মুসলিম

٢٣٧٠. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى . رواه مسلم

২৩৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, হারাম থেকে বেঁচে থাকা ও অমুখাপেক্ষী থাকতে চাই।"–মুসলিম

٢٣٧١. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ اللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ . رواه مسلم

২৩৭১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি দোয়া করো, হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াতের পথ দেখাও। আমাকে সরল-সোজা রাখো। আর 'হিদায়াত' অর্থ মনে করবে তুমি আল্লাহর পথ, আর 'সোজা' অর্থে খেয়াল করবে তীরের মতো সোজা।–মুসলিম

٢٣٧٢. وَعَنْ اَبِىْ مَالِكٍ نِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلٰوةَ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَّدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ . رواه مسلم

২৩৭২. তাবেয়ী হযরত আবু মালেক আশআরী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেছেন, যখন কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করতো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথম নামায শিক্ষা দিতেন। তারপর তাকে এ পূর্ণ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া করতে বলতেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদেনী, ওয়া আফেনী, ওয়ারজুকনী," অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখো এবং আমাকে রিযিক দান করো।"–মুসলিম

٢٣٧٣. وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . متفق عليه

২৩৭৩. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা আতেনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নারে" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখো।–"বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٧٤۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ يَقُوْلُ رَبِّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৩৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন ও বলতেন, "হে রব! আমাকে সাহায্য করো, আমার বিপক্ষে সাহায্য করো না। আমাকে মদদ করো আমার বিরুদ্ধে মদদ করো না। আমার পক্ষে উপায় উপকরণ উদ্ভাবন করো, আমার বিরুদ্ধে উপায় উপকরণ উদ্ভাবন করো না। আমাকে পথ দেখাও, আমার জন্য পথ সহজ করে দাও। যে আমার উপর শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর আমাকে বিজয়ী করো। হে রব! আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাও। আমাকে তোমার যিকিরকারী করো, তোমার ভয়ে আমাকে ভীত করো। তোমার অনুগত করো, তোমারই প্রতি বিনম্র করো। তোমার কাছে মনের দুঃখ জানাতে শিখাও, তোমার প্রতি আমাকে ঝুকাও। হে রব! তুমি আমার তাওবা কবুল করো, আমার গুনাহ ধুয়ে দাও। আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার ঈমান মযবুত করো, আমার মুখ ঠিক রাখো। আমার হৃদয়কে হেদায়াত দান করো, আমার হৃদয়ের কালিমা বিদূরিত করো।"
–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢٣٧٥۔ وَعَنْ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ سَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

২৩৭৫. হযরত আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, এরপর বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং শান্তি চাও। কারণ ঈমান গ্রহণ করার পর কাউকেও শান্তির চেয়ে উত্তম আর কিছু দেয়া হয় না।–তিরমিযী ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। তবে সনদ হিসেবে গরীব।

٢٣٧٦۔ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى فَقَالَ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ - رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

২৩৭৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলো এবং তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দোয়া সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। এরপর সেই ব্যক্তি আবার দ্বিতীয় দিন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দোয়া সর্বোত্তম? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগের দিনের মতো বললেন। আবার সেই ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসলো (ও তাঁকে একই প্রশ্ন করলো) তিনি আগের মতই উত্তর দিলেন। এরপর তিনি বললেন, দুনিয়া ও আখিরাতে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন নাজাত লাভ করলে।

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

**ব্যাখ্যা ঃ** মূল হাদীসে 'মুআফাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ অন্যের হাত থেকে নিরাপদ থাকা। আবার নিজের হাত থেকেও অন্যকে নিরাপদ রাখা।

٢٣٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِىْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَارَزَقْتَنِىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ مَازَوَيْتَ عَنِّىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ - رواه الترمذى

২৩৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়া করার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা তোমার নিকট আমার কাজে আসবে বলে জানো তার ভালোবাসা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ! আমি ভালোবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছো, একে তুমি আমার পক্ষ অবলম্বন করার সুযোগ দাও যা তুমি ভালোবাসো তার জন্য। হে আল্লাহ! আমি যা ভালোবাসি তার যতোখানি তুমি আমার কাছ হতে দূরে রেখেছো তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালোবাসো তা করার জন্য সুযোগ দান করো।–তিরমিযী

٢٣٧٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَّجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِاَصْحَابِهٖ اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ

ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَّيَرْحَمْنَا ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৩৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিস হতে খুব কমই উঠতেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার সাথী সঙ্গীদের জন্য এ দোয়া না করতেন। "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে ওই পরিমাণ তোমার ভীতি দান করো যা দিয়ে তুমি আমাদের মাঝে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে। তোমার ইবাদাত-আনুগত্যের ওই পরিমাণ আমাদেরকে দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস ওই পরিমাণ দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদের দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার করো আমাদের কান দ্বারা, আমাদের চোখ দ্বারা, আমাদের শক্তি দ্বারা, যতোদিন তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী জারী রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সীমাবদ্ধ রাখো, তাদের প্রতি যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে এবং আমাদের সাহায্য করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলো না। দুনিয়াকে আমাদের মূল চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা বানিও না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না।"–তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব ও হাসান।

٢٣٧٩ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ ـ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

২৩৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছো তা আমাদের কাজে লাগাও, আর আমাদেরকে আমাদের উপকারে আসে এমন শিক্ষাদান করো এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো। প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহর শোকর আদায় করছি জাহান্নামীদের অবস্থা হতে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের সনদ গরীব।

٢٣٨٠ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهٖ دَوِىٌّ كَدَوِىِّ النَّحْلِ فَاُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّىَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا

وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ اُنْزِلَ عَلَىَّ عَشْرُ اٰيَاتٍ مَّنْ اَقَامَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى خَتَمَ عَشْرَ اٰيَاتٍ . رواه احمد والترمذى

২৩৮০. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হতো তাঁর মুখে মৌমাছির গুন গুন ব্দের মতো এক প্রকার আওয়াজ শোনা যেতো। এভাবে একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল রা হলো। আমরা কিছু সময় তাঁর কাছে অপেক্ষা করলাম। তিনি স্বাভাবিক হয়ে কেবলার কে ফিরলেন। হাত উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার দান আমাদের জন্য বাড়িয়ে াও। কমিয়ে দিও না আমাদেরকে। আমাদেরকে সম্মানিত করো, আপমানিত করো না। ামাদেরকে দান করো, বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে কবুল করো। কাউকেও আমাদের াপক্ষে গ্রহণ করো না। তুমি আমাদেরকে খুশী করো, আমাদের প্রতিও তুমি খুশী থাকো।" রপর তিনি বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হলো। যে ব্যক্তি এ ায়াতগুলো বাস্তবে কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি (সূরা মুমিনূনের রু) হতে তিলাওয়াত করতে লাগলেন, "কাদ আফলাহাল মুমিনুন" অর্থাৎ "মুমিনগণ তকার্য হয়েছে—এভাবে তিনি দশটি আয়াত তিলাওয়াত শেষ করলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٨١ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اُدْ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَنِىْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قَالَ فَادْعُهُ قَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ اِنِّىْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ لِيَقْضِىَ لِىْ فِىْ حَاجَتِ هٰذِهِ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ . رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

২৩৮১. হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দৃষ্টিহীন ্যক্তি নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে াল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেনো আমাকে (চোখ) ালো করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে আমি াল্লাহর নিকট দোয়া করবো। কিন্তু তুমি যদি চাও সবর করতে পারো, আর এটাই হবে তামার জন্য উত্তম। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন। র্ণনাকারী ওসমান বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালো করে যু করতে ও এ দোয়া পড়তে বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ, রহমতের বী। তাঁর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি ও তোমার দিকে ফিরছি। হে নবী ামি আপনার মাধ্যমে আমার রবের দিকে রুজু হচ্ছি। তিনি যেনো আমার এ প্রয়োজন রণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করো।–তিরমিযী। তনি বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٢٣٨٢- وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاؤُدَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَّفْسِىْ وَمَالِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ دَاؤُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৩৮২. হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত দাউদ নবীর দোয়া ছিলো এই—তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা কামনা করি। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই। আর আমি ওই কাজের শক্তি চাই যে শক্তি আমাকে তোমার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার জীবন, আমার সম্পদ, আমার পরিজন ও ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও বেশি প্রিয় করে তোলো। হযরত আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত দাউদকে স্মরণ করতেন, তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, দাউদ ছিলেন তাঁর যুগের সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী।
–তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٣٨٣- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلٰوةً فَاَوْجَزَ فِيْهَا فَقَالَ لَهٗ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ وَاَوْجَزْتَ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَمَا عَلَىَّ ذٰلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدَعْوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهٗ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ هُوَ اُبَىٌّ غَيْرَ اَنَّهٗ كَنّٰى عَنْ نَّفْسِهٖ فَسَاَلَهٗ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَاَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْئَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّايَنْفَدُ وَاَسْئَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَّاتَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْئَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْئَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ - رواه النسائى

২৩৮৩. তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে সায়েব রঃ তার পিতা হযরত সায়েব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসির আমাদেরকে এক নামায পড়ালেন। এতে তিনি সংক্ষেপ করলেন। পরে নামাযীদের একজন বলে উঠলো, আপনি এতো তাড়াতাড়ি নামায পড়ালেন ও সংক্ষেপ করলেন, তিনি বললেন, এতে আমার ক্ষতি হবে না। কারণ এতে আমি যেসব দোয়া পড়েছি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

কাছে শুনেছি। এরপর এক ব্যক্তি তার অনুকরণ করলো। হযরত আতা বলেন, তিনি হলেন আমার পিতা সায়েবই। তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে বললেন। তিনি হযরত আম্মারকে দোয়াটি কি তা জিজ্ঞেস করলেন। পরে এসে লোকদেরকে তা জানালেন। দোআটি হলো, "হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েবের ইলম ও সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে ততোদিন জীবিত রাখবে যতোদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। আর আমাকে মৃত্যুদান করবে যখন তুমি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর জানবে। হে আল্লাহ! আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে যেনো তোমাকে ভয় করি, তোমার কাছে সন্তোষ ও অসন্তোষ অবস্থায় সত্য বলার সাহস ও হিম্মত চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব ও স্বচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফিক চাই। তোমার নিকট চাই এমন নেয়ামত যা কখনো শেষ হবে না। আমি তোমার কাছে আরো চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কখনো ছিন্ন হবে না। হে আল্লাহ। আমি তোমার কাছে তোমার হুকুমের উপর সন্তুষ্টি থাকতে চাই। তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পরের উত্তম জীবন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (জান্নাতে) তোমার প্রতি দৃষ্টি দেবার স্বাদ গ্রহণ করতে চাই এবং ক্ষতিকর কষ্ট ও পথ বিভ্রান্তির ফাসাদে নিপতিত হওয়া ছাড়া তোমার সাক্ষাতের আশা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত করো আর আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও হেদায়াত প্রদর্শনকারী বানাও।–নাসাই

**ব্যাখ্যা ঃ** হযরত আম্মার রাঃ এ দোয়া নামাযের শুরুতে 'সুবহানাকা'র জায়গায় পড়েছিলেন। অথবা পড়েছিলেন শেষের দিকে দরূদ শরীফ পড়ার পর। সংক্ষেপে নামায পড়ার প্রশ্নের উত্তরের মর্ম হলো, লম্বা কেরাআতের সওয়াব লাভ না করলেও একটি উত্তম দোয়ার সওয়াব লাভ করবো।

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে না পারলেও জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে— এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত। মুতাযিলার মত হলো, জান্নাতেও আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে না। চোখ জুড়াবার ব্যাপার হলো নেক সন্তান-সন্ততি।

٢٣٨٤۔ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِيْ دُبُرِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا ۔ رواه احمد وابن ماجة والبيهقى فى الدعوات الكبير

২৩৮৪. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করে বলতেন, "আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুল হবার মতো আমল ও হালাল রিযিক চাই।–আহমাদ ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

٢٣٨٥۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَدَعُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ ۔ رواه الترمذى

২৩৮৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি দোয়া মুখস্থ করেছি। এ দোয়া আমি কখনো পরিত্যাগ

করি না, তাহলে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওফীক দাও, আমি যাতে তোমার বেশি বেশি শোকর আদায় করতে পারি। বেশি বেশি তোমার যিকির করতে পারি, তোমার নসীহত পালন করতে পারি ও তোমার অসিয়তের স্মরণ রাখতে পারি।

٢٣٨٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ -

২৩৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক কামনা করছি।

٢٣٨٧- وَعَنْ اُمِّ مَعْبَدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى الصُّدُوْرُ - رواهما البهقيى فى الدعوات الكبير

২৩৮৭. হযরত উম্মে মা'বাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার মনকে মুনাফিকী হতে, আমার কাজকে লৌকিকতা হতে, আমার মুখকে মিথ্যা বলা হতে, আমার চোখকে খিয়ানত করা হতে পাক-পবিত্র করো। তুমি অবশ্যই চোখের খিয়ানত ও মনের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত আছো।-হাদীস দু'টিই বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে বর্ণিত।

٢٣٨٨- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللّٰهَ بِشَىْءٍ اَوْ تَسْاَلُهٗ اِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِىْ بِهٖ فِى الْاٰخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِىْ فِى الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَاتُطِيْقُهٗ وَلَا تَسْتَطِيْعُهٗ اَفَلَا قُلْتَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللّٰهُ بِهٖ فَشَفَاهُ اللّٰهُ - رواه مسلم

২৩৮৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিম রোগীকে দেখতে গেলেন। সে শুকিয়ে পাখির বাচ্চার মতো দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো ব্যাপারে দোয়া করেছিলে অথবা তা তাঁর নিকট চেয়েছিলে ? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ বলতাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখিরাতে যে শাস্তি দিবে তা দুনিয়াতেই আগেভাগে দিয়ে দাও। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আখিরাতের শাস্তি তুমি দুনিয়াতে সহ্য করতে পারবে না। আখিরাতেও সহ্য করতে পারবে না। তুমি এভাবে বলোনি কেনো—"হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ দাও, বাঁচাও আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব

থেকে।" হযরত আনাস বলেন, পরে ওই ব্যক্তি এভাবে দোয়া করলো এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালো করে দিলেন।–মুসলিম

٢٣٨٩۔ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهٗ قَالُوْا وكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَيُطِيْقُ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৩৮৯. হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজকে লাঞ্ছিত করা মুমিনের উচিত নয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! নিজকে লাঞ্ছিত করে কিভাবে ? তিনি বললেন, এমন বিপদ কামনা করে বসা যা সহ্য করার সাধ্য তার নেই (ওই ব্যক্তি যেমন করেছিলো)। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

٢٣٩٠۔ وَعَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلاَنِيَتِىْ وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِىْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَاتُؤْتِى النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلاَ الْمُضِلِّ ۔ رواه الترمذى

২৩৯০. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তুমি বলো, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার গোপনকে প্রকাশ্য হতে উত্তম করো, আমার প্রকাশ্য কাজকে মার্জিত করো। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ভালো চাই যা তুমি মানুষকে দান করেছো—পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ, সন্তান সন্ততি, যারা পথভ্রষ্ট ও পথ ভ্রষ্টকারী নয়।–তিরমিযী

❑

## (১১)

# كتاب المناسك

## হজ্জ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

**হজ্জ ফরয, এর ফযীলত ও মীকাত**

٢٣٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلَّ عَامٍ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلٰثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَاتَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوْهُ - رواه مسلم

২৩৯১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করার সময় বললেন, হে মানবজাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন করবে। সে সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ হজ্জ পালন কি প্রত্যেক বছর ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এমন কি লোকটি তিন তিন বার জিজ্ঞেস করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম (হজ্জ প্রতি বছর) ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা (প্রতি বছর হজ্জ পালন করতে) পারতে না। তারপর তিনি বললেন, দেখো, যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি সে ব্যাপারটি সেভাবে থাকতে দাও। কারণ তোমাদের আগের লোকেরা বেশি প্রশ্ন করে ও তাদের নবীদের সাথে মতপার্থক্য করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই আমি তোমাদেরকে যখন কোনো ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেবো তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যে ব্যাপারে নিষেধ করবো তা পরিত্যাগ করবে।

٢٣٩٢- وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ - متفق عليه

২৩৯২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এরপরে কোন্ আমল ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন্‌টি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হজ্জে মাব্‌রুর' অর্থাৎ কবুল হওয়া হজ্জ।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٣۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ۔ متفق عليه

২৩৯৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক আল্লাহরই জন্য হজ্জ করেছে, এতে অশ্লীল কথাবার্তা বলেনি বা অশ্লীল কাজকর্ম করেনি। সে লোক হজ্জ হতে এমন (বেগুনাহ) হয়ে বাড়ী ফিরবে যেন ওইদিনই তার মা তাকে প্রসব করেছে।

٢٣٩٤۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ ۔ متفق عليه

২৩৯৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের কাফ্ফারা স্বরূপ আর কবুল করা হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٥۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ۔ متفق عليه

২৩৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসে উমরা পালন হজ্জের মতো সওয়াবের।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٦۔ وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا مَنْ اَنْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ ۔ رواه مسلم

২৩৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের পথে 'রাওহা' নামক জায়গায় এক আরোহী কাফেলার দেখা পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? তারা বললো, 'আমরা মুসলমান'। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কে ?' তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে একজন মহিলা একটি শিশুকে উপরে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশুর কি হজ্জ হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে। তবে সওয়াব হবে তোমার।–মুসলিম

٢٣٩٧۔ وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ امْرَاَةً مِّنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَّيَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ۔ متفق عليه

২৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাহদের

উপর আল্লাহ্ তাআলার ফরয করা হজ্জ আমার পিতার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ, সওয়ারীর উপর বসে থাকার শক্তি তাঁর নেই। তাই আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারো। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।
–বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٨ـ وَعَنْهُ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ نِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ وَاِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهٗ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دَيْنَ اللّٰهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ـ متفق عليه

২৩৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন হজ্জ পালন করার জন্য মানত করেছিলেন। কিন্তু তা আদায় করার আগেই তিনি মারা গেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বোনের কোনো ঋণ থাকলে তুমি আদায় করতে কিনা? সে বললো, নিশ্চয়ই আদায় করতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি আল্লাহর ঋণ আদায় করো। এই ঋণ আদায় করার অধিক উপযোগী।–বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٩ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ وَّلَا تُسَافِرَنَّ امْرَاَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَاَتِىْ حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَاَتِكَ ـ متفق عليه

২৩৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ যেনো কোনো সময় কোনো স্ত্রীলোকের সাথে এক জায়গায় একত্র না হয়, আর কোনো স্ত্রীলোক যেনো কখনো আপন কোনো মাহরাম ব্যক্তির সাথে ছাড়া একাকিনী সফরে বের না হয়। সেই সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে। আর আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ঈমাম আবু হানীফা রঃ ইমাম আহমাদ রঃ এ হাদীসের আলোকেই বলেন, মাহ্রাম ব্যক্তি (অর্থাৎ স্বামী, পিতা, ভাই, যাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক হারাম) না থাকলে মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয নয়।

٢٤٠٠ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَاْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ ـ متفق عليه

২৪০০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নিজে জিহাদে যাবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জিহাদ হলো হজ্জ।
–বুখারী, মুসলিম

٢٤٠١۔ وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُسَافِرُ اِمْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ۔ متفق عليه

২৪০১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা কোনো মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া একদিন এক রাতের পথও যেনো (অন্য কারো সাথে) সফর না করে।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٠٢۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا ۔ متفق عليه

২৪০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফাকে' মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। শামবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা'কে আর নজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল'কে এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে। এসব স্থান এসব স্থানের লোকজনের জন্য আর অন্য স্থানের লোকেরা যখন এ পথ দিয়ে আসবে তাদের জন্য, যারা হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করে। আর যেসব লোক এ সীমার ভিতরে থাকবে, তাদের ইহ্‌রামের স্থান তাদের ঘর। এভাবে, এভাবে (যারা যতো নিকটে হবে) এমন কি মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধবে মক্কা হতে।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** 'মীকাত' হলো ওই জায়গা, যেখান থেকে খানায়ে কাবার চারদিকে বহির্বিশ্বের মুসলমানদেরকে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের জন্য আসতে হয়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মীকাতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٢٤٠٣۔ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيْقُ الْاٰخَرُ اَلْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ۔ رواه مسلم

২৪০৩. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, মদীনাবাসীদের 'মীকাত' হলো 'যুলহুলাইফা'। ইরাকবাসীদের মীকাত হলো 'জাতু-ইরক'। আর নজদবাসীদের মীকাত হলো 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়েমেনবাসীদের মীকাত হলো 'ইয়ালামলাম।–মুসলিম

٢٤٠٤۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِىْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهٖ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِىْ ذِ الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ

ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ ـ متفق عليه

২৪০৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি 'উমরা' পালন করেছেন। হজ্জের সাথে করা 'উমরা' ছড়া প্রত্যেকটি 'ওমরা' পালন করেছেন 'যিলকদ' মাসে। এক উমরা করেছেন হুদাইবিয়া নামক স্থান হতে 'যিলকদ' মাসে এক 'উমরা' করেছেন পরের বছর যিলকদ মাসে। এক উমরা করেছেন, 'জিরানা' নামক স্থান থেকে যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধেলব্ধ গনীমতের মাল বণ্টন করেছিলেন যিলকদ মাসে। আর এক উমরা তিনি পালন করেছেন দশম হিজরীতে তাঁর বিদায় হজ্জের মাসে।
—বুখারী, মুসলিম

٢٤٠٥ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ مَرَّتَيْنِ ـ رواه البخارى

২৪০৫. হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দশম হিজরীতে) হজ্জ পালন করার আগে যিলকদ মাসে দু'বার 'উমরা' করেছেন।—বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত বারাআ সম্ভবত হুদাইবিয়া ও হজ্জের সাথে পালন করা উমরাহকে এ হাদীসে উমরা হিসেবে গণ্য করেননি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٠٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ ـ
رواه احمد والنسائى والدارمى

২৪০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব জাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন (অতএব তোমরা হজ্জ পালন করবে)। ঠিক এ সময় হযরত আকরা ইবনে হাবেস রাঃ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই হজ্জ কি প্রতি বছর ? তিনি বললেন, যদি আমি বলতাম হ্যাঁ, তবে ফরয হয়ে যেতো। আর যদি ফরয হয়ে যেতো, তোমরা তা পালন করতে না এবং করতে সমর্থও হতে না। হজ্জ (জীবনে) একবার। যে বেশি করলো সে নফল কাজ করলো।—আহমাদ, নাসাই, দারেমী।

٢٤٠٧ـ وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ

اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِىْ اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ وَهِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَجْهُوْلٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ -

২৪০৭. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'বায়তুল্লাহ' পৌছার পথের খরচের মালিক হয়েছে অথচ হজ্জ পালন করেনি সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা নাসারা হয়ে—এতে কিছু যায় আসে না। আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষের জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয, যে ব্যক্তি ওখানে পৌছার সামর্থ লাভ করেছে।–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এটি গরীব। এর সনদে কথা আছে। এর এক রাবী হেলাল ইবনে আবদুল্লাহ অপরিচিত। অপর রাবী হাকেম দুর্বল।

٢٤٠٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلاَمِ - رواه ابو داؤد

২৪০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ পালন না করে থাকা ইসলামে নেই।
–আবু দাউদ

٢٤٠٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ - رواه داؤد والدارمى

২৪০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করার ইচ্ছা পোষণ করেছে সে যেনো তাড়াতাড়ি হজ্জ পালন করে।–আবু দাউদ, দারেমী

٢٤١٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ - رواه الترمذى والنسائى وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَ اِلٰى قَوْلِهٖ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

২৪১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে করো। কারণ হজ্জ ও উমরা দারিদ্র ও গুনাহ দূর করে, যেমন হাঁপর লোহা সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।–তিরমিযী, নাসায়ী। কিন্তু আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ হযরত ওমর হতে লোহার ময়লা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٤١١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ - رواه الترمذى وابن ماجة

২৪১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কি হলে হজ্জ ফরয হয় ? তিনি বললেন, পথ খরচ ও বাহনে।–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

٢٤١٢- وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاالْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السَّبِيْلُ قَالَ زَادٌ وَّرَاحِلَةٌ - رواه فى شرح السنة وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ فِىْ سُنَنِهِ الاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْاَخِيْرَ -

২৪১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হাজী কে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোকের (ইহ্রাম বাঁধার জন্য) এলোমেলো চুল এবং দুর্গন্ধ শরীর। এরপর আবার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ হজ্জ বেশি ভালো ? তিনি বললেন, লাব্বাইকার সাথে আওয়াজ সুউচ্চ করা এবং কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা। এরপর তৃতীয় আর এক ব্যক্তি দাঁড়ালো ও বললো, হে আল্লাহর রাসূল!। কুরআনে বর্ণিত 'সাবীলের' সামর্থ রাখে এর অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পথের খরচ ও বাহন।–বাগবী শরহে সুন্নাহ, ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিনি শেষাংশ বর্ণনা করেননি।

٢٤١٣- وَعَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ نِ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَيَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৪১৩. হযরত আবু রযীন উকাইলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করার সামর্থ রাখেন না, বাহনে বসতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা করে দাও।–তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٤١٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَّقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ اَخٌ لِّىْ اَوْ قَرِيْبٌ لِّىْ قَالَ اَحَجَجْتَ عَنْ نَّفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَّفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ - رواه الشافعى وابو داؤد وابن ماجة

২৪১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরামার পক্ষ হতে হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুবরামা কে ? সে বললো, আমার এক ভাই, অথবা বললো, আমার এক আত্মীয়। তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছো কি ? লোকটি বললো, জি-না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ করো। পরে শুবরামার হজ্জ করবে।–শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢٤١٥- وَعَنْهُ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ - رواه الترمذي وابو داؤد

২৪১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বকালের লোকজনের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন।–তিরমিযী ও আবু দাউদ

٢٤١٦- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ - رواه ابو داؤد والنسائي

২৪১৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকীদের জন্য 'যাতে ইরককে' মিকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।
–আবু দাউদ ও নাসাই

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ইরাকীদের জন্য দুটি 'মীকাত' নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

٢٤١٧-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ اَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - رواه ابو داؤد وابن ماجة

২৪১৭. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদে আকসা থেকে মসজিদে হারামের দিকে হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অথবা তিনি বলেছেন, জান্নাত প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে।
–আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ فَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَاَلُوا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى - رواه البخاري

২৪১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়েমেন-বাসীরা হজ্জ পালন করতো, পথের খরচ সঙ্গে আনতো না। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতো। এ সময় আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন, "ওয়া তাযওয়াদু, ফাইন্না খাইরায যাদিততাকওয়া।

অর্থাৎ "তোমরা পথের খরচ সাথে নাও। আর উত্তম পাথেয় তো "তাকওয়া" (অর্থাৎ অন্যের নিকট হাত না পাতা)।

٢٤١٩ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَّقِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ـ رواه ابن ماجة

২৪১৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ ফরয। যে জিহাদে কাটাকাটি অর্থাৎ যুদ্ধ নেই, আর তাহলো হজ্জ ও উমরা।–ইবনে মাজাহ

٢٤٢٠ـوَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَّاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا ـ رواه الدارمى

২৩২০. হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কঠিন অভাব অথবা অত্যাচারী শাসকের বাধা, অথবা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া হজ্জ পালন না করে মৃত্যু পথের যাত্রী হয়ে-বসেছে, সে যেনো মৃত্যুবরণ করে ইহুদী হয়ে অথবা নাসারা হয়ে।–দারেমী

٢٤٢١ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ ـ رواه ابن ماجة

২৪২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকারীরা হলো আল্লাহর দাওয়াতী কাফেলা বা প্রতিনিধি দল। তাই তারা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। আর তারা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।–ইবনে মাজাহ

٢٤٢٢ـ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ اَلْغَازِىْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ـ رواه النسائى والبيهقى فى شعب الايمان

২৪২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর প্রতিনিধি দল হলো তিনটি গাযী, হাজী ও উমরাহ পালনকারী।–নাসাই, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।

٢٤٢٣ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَّهُ ـ رواه احمد

২৪২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোনো হাজীর সাক্ষাত পাবে তাকে সালাম করবে, মুসাফাহা করবে। তাকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেনো তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তার ঘরে ঢোকার আগে। কারণ হাজী হলো গুনাহ মাফ করা পবিত্র ব্যক্তি।–আহমদ

٢٤٢٤ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৪২৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে বের হয়েছে এরপর এ পথে সে মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্য গাযী, হাজী বা উমরাহ পালনকারীর সওয়াব লেখা হবে।–বায়হাকী, শোআবুল ঈমান।

❐

# ١ـ باب الإحرام والتلبية

# ১. ইহ্রাম ও তালবিয়া

## প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٢٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ متفق عليه

২৪২৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরামের জন্য ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার জন্য (দশ তারিখে) কাবার তাওয়াফ করার পূর্বে খুশবু লাগিয়েছি। এমন খুশবু যাতে মিশক ছিলো। আমি যেনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিথিতে এখনো খুশবু দ্রব্যের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করছি অথচ তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** ইহ্রাম বাধা অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো নিষেধ। আয়েশা রাঃ-এর কথা, 'তিনি তখন মুহরিম ছিলেন' অর্থাৎ আমার সুগন্ধি লাগাবার পর পরই তিনি ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। ফলে ইহ্রাম বাধার পরও তাঁর শরীরে খুশবুর ক্রিয়া ছিলো। এতে বুঝা গেল আগে লাগানো সুগন্ধি ইহ্রাম অবস্থায় বাকী থাকলে ইহ্রামের ক্ষতি হয় না।

٢٤٢٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَّقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَايَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ـ متفق عليه

২৪২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল জড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'য়মাতা লাকা, ওয়াল মুলক; লাশারীকা লাকা" অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত! আমি তোমার খিদমতে দণ্ডায়মান। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। সব প্রশংসা, সব নেয়ামত তোমারই, সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই। এ কয়টি বাক্যের বেশি কিছু তিনি বলেননি।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** এ দোয়াটির নামই তালবিয়া বা ইহ্রামের দোয়া।

٢٤٢٧ـ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ ـ متفق عليه

২৪২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলায়ফা মসজিদের কাছে নিজের পা রিকাবে রাখার পর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাড়ালে তিনি তালবিয়া বলেছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর মদীনায়ই যোহরের নামায পড়েছেন, আসরের নামায পড়েছেন যুল হুলাইফায়। এটাই মদীনাবাসীদের 'মীকাত' তথা 'ইহরাম' বাঁধার জায়গা। এখানেই তিনি রাত কেটেছেন। সকালে তিনি 'ইহরাম' বেঁধেছেন।

এ হাদীসে থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে ওঠার পর উট দাঁড়িয়ে গেলে তিনি 'লাব্বাইকা' বলেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, ইহরাম বাঁধার জন্য দু রাকআত নফল নামায পড়ার পর তিনি 'লাব্বাইকা' পড়েছেন। আর এক বর্ণনায় আছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বায়দা' নামক স্থানে পৌছে 'লাব্বাইকা' বলেছেন। তাই তালবিয়া পড়ার ব্যাপারে তিন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

এসব বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হলো—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে মুসাল্লায় বসে 'লাব্বাইকা' বলেছেন। তারপর উটের উপর বসে আর একবার 'লাব্বাইকা' বলেছেন, এরপর বায়দা নামক স্থানে পৌছে আর একবার 'লাব্বাইকা' বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার লাব্বাইকা বলেছেন। যে বর্ণনাকারী যে জায়গায় লাব্বাইকা বলতে শুনেছেন, তিনি বুঝেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি এখানেই 'লাব্বাইকা' বলা শুরু করেছেন। তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শোনার জায়গার নাম তালবিয়া শুরু করার জায়গা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই রাবীদের বর্ণনার মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

٢٤٢٨۔ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا ۔ رواه مسلم

২৪২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং উচ্চস্বরে হজ্জের 'তালবিয়া বলতে থাকলাম।–মুসলিম

٢٤٢٩۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّهُمْ لَيَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا اَلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ۔ رواه البخارى

২৪২৯. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু তালহার সাথে একই সওয়ারীতে সওয়ার ছিলাম। আমি শুনেছি তারা একত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়ের 'তালবিয়া' বলছিলেন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ তারা হজ্জে 'কিরানের' নিয়ত করেছিলেন।

٢٤٢٩۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ

بِعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَّعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ـ متفق عليه

২৪৩০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ করার জন্য রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ শুধু উমরার জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন, আবার কেউ হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন, আবার কেউ শুধু হজ্জের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতএব যারা শুধু উমরার 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন তারা তো তাওয়াফ ও সায়ীর পর হালাল হয়ে গেলেন (অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেললেন)। আর যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরার উভয়ের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছে তারা হালাল হয়নি। এভাবে কুরবানীর দিন এসে গেলো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জ পালনকারীরা তিন রকমের (১) 'মুফরিদ' (২) 'কারেন' (৩) 'মুতামাত্তু' যারা শুধু হজ্জের 'ইহরাম' বাঁধেন তারা 'মুফরিদ' (হাজী)। এটা হজ্জে ইফরাদ। যারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করেন তারপর হজ্জ করেন তারা হলেন 'কারেন' (হাজী)। এটা 'হজ্জে কেরান'। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধে এসে 'উমরাহ' (তাওয়াফ সায়ী) করে ফেলেন তারা 'মুতামাত্তে' (হাজী), এটাই হজ্জে 'তামাত্তু'। উমরা করার পর তারা হালাল হয়ে যায়, অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেন, আবার হজ্জের সময় হারাম থেকে ইহরাম বাঁধেন।

এখন প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিদায় হজ্জে কোন্ রকম হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন ? এ ব্যাপারে কোনো কোনো হাদীস থেকে বুঝা যায়, তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন। এ হাদীস থেকেও তাই মনে হয়। অধিকাংশ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কারেন' ছিলেন। কোনো কোনো হাদীস থেকে বুঝা যায় তিনি 'মুতামাত্তে' ছিলেন।

এসব হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় যে—তাঁর কোনো কোনো সঙ্গী ইহরাম বাঁধার সময় রাসূলের মুখে 'লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন' শুনেছেন 'ওমরাহ' শব্দ শুনেননি, তারা বুঝেছেন তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন।

আবার কেউ কেউ, 'লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন' শুনেছেন। তারা তাঁকে 'কারেন' মনে করেছেন। আবার কেউ 'লাব্বাইকা বেউমরাতিন' শুনেছেন, তারা তাঁকে 'মুতামাত্তে' মনে করেছেন। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন' বলেছেন, কখনো 'লাব্বাইকা বেউমরাতিন', আবার কখনো 'লাব্বাইকা বেহাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন' বলেছেন। কাজেই যে যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও 'কেরান' ও 'তামাত্তু'র মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। তাই কেউ বুঝেছেন, তিনি কেরান, কেউ বুঝেছেন তিনি তামাত্তু করেছেন। তাদের জানা মতে তারা বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣١ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ بَدَاَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ ـ متفق عليه

২৪৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে হজ্জের সংগে উমরাকেও মিলিয়েছিলেন এবং তিনি এভাবে শুরু করেছিলেন। প্রথমে উমরার তালবিয়া বলেছিলেন। এরপর হজ্জের তালবিয়া।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুতামাত্তে ছিলেন। পরে 'কারেন' হয়েছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٣٢۔ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهٗ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ تَجَرَّدَ لاِهْلاَلِه وَاغْتَسَلَ ۔ رواه الترمذى والدارمى

২৪৩২. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরামের জন্য সেলাইবিহীন কাপড় পড়তে ও গোসল করতে দেখেছেন।–তিরমিযী, দারেমী

٢٤٣٣۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهٗ بِالْغِسْلِ ۔ رواه ابو داؤد

২৪৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঠালো পদার্থ দিয়ে মাথার চুল জট করেছিলেন।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল ছিলো বাবরী। ইহরামের সময় মাথায় চিরুণী করা বা তেল নেয়া নিষেধ। চুলগুলো যেনো এলোমেলো হয়ে না যায় তাই তিনি এরূপ করতেন।

٢٤٣٤۔ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ اَوِ التَّلْبِيَةِ ۔ رواه مالك والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى

২৪৩৪. হযরত খাল্লাদ ইবনে সায়েব তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত জিবরাঈল এসে আমাকে বলেছেন, আমি যেনো আমার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে নির্দেশ দেই।–মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

ব্যাখ্যা ঃ তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ এতো উচ্চস্বরে পড়া যাতে কষ্ট না হয়। মহিলারা তাদের নিজেদের শোনার মতো স্বরে তালবিয়া পাঠ করবে।

٢٤٣٥۔ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُّسْلِمٍ يُّلَبِّىْ اِلاَّ لَبّٰى مَنْ عَنْ

يَّمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا ـ رواه الترمذى وابن ماجة

২৪৩৫. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যখন লাব্বাইক বলেন, তখন তার সাথে সাথে তার ডান বামের প্রতিটা জিনিস, চাই পাথর হোক কিংবা গাছ-গাছড়া কিংবা মাটির ঢেলা লাব্বাইক বলতে থাকে। এমনকি এখান থেকে ডান ও বামদিকের ভূখণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٤٣٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِىْ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ـ متفق عليه وَلَفْظُه لِمُسْلِمٍ ـ

২৪৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফায় ইহরাম বাঁধার সময় দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এরপর যুলহুলাইফার মসজিদের কাছে তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি এ সকল শব্দের সমন্বয়ে তালবিয়া পাঠ করলেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা; লাব্বাইকা ও সাআদাইকা, ওয়াল খায়রু ফি ইয়াদাইকা লাব্বাইকা; ওয়াররাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।" অর্থাৎ প্রভু হে! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি তোমার দরবারে হাজির। আমি উপস্থিত আছি ও তোমার দরবারের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সব কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। আমি উপস্থিত। সকল আশা আকাংখা তোমার হাতে। সকল আমল তোমার নির্দেশে।–বুখারী, মুসলিম। পাঠ মুসলিমের।

٢٤٣٧ـ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهٖ سَأَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهٗ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهٖ مِنَ النَّارِ ـ رواه الشافعى

২৪৩৭. হযরত উমারা ইবনে খুযাইমা ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তালবিয়া শেষ করলেন, আল্লাহর কাছে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করলেন, তাঁর কাছে জান্নাত চাইলেন। এরপর তিনি তাঁর রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাইলেন।–শাফেয়ী

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٣٨ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَرَادَ الْحَجَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ فَاجْتَمَعُوْا فَلَمَّا اَتَى الْبَيْدَاءَ اَحْرَمَ ـ رواه البخارى

২৪৩৮. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করলেন, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। তাই লোকেরা দলে দলে একত্র হলো। তিনি 'বায়দা' বামক জায়গায় পৌছলে 'ইহরাম' বাঁধলেন।
–বুখারী

**ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য, এ হজ্জই মদীনা থেকে রাসূলের প্রথম ও শেষ হজ্জ। হিজরতের আগেও তিনি হজ্জ করেছেন। কিন্তু তখন খানায়ে কা'বা মূর্তি ও ভাষ্কর্য মুক্ত হয়নি। দশম হিজরীতে তাই তিনি হজ্জ পালনের ঘোষণা দিলে দলে দলে মানুষ এসে তাঁর হজ্জ কাফেলায় একত্র হতে লাগলেন। এক লাখের অধিক সাথী-সংগী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিদায় হজ্জে যোগ দেন।**

٢٤٣٩۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ ۔ رواه مسلم

২৪৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তালবিয়ায়' মুশরিকরা বলতো, "লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত। তোমার কোনো শরীক নেই।" এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "তোমাদের সর্বনাশ হোক, থামো থামো (আর সামনে অগ্রসর হয়ো না। কিন্তু তারা আগে বেড়ে বলতো) অবশ্য যে শরীক তোমার আছে, যার মালিক তুমি। সে তোমার মালিক নয়। মুশরিকরা একথা বলতো আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতো।–মুসলিম

❒

## ٢. باب قصة حجة الوداع
## ২. বিদায় হজ্জের বিবরণ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٤٠. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِىْ اِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى ط فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَرَأَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنٰى مِنَ الصَّفَا قَرَأَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتّٰى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشٰى اِلَى الْمَرْوَةِ حَتّٰى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ سَعٰى حَتّٰى اِذَا صَعِدَتَا مَشٰى حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادٰى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْ اَنِّىْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَااسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

اللّٰه اَلعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِاَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الْاُخْرٰى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لاَبَلْ لاَبَدِ اَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِّنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُكَ قَالَ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنٰى فَاَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ اِلاَّ اَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَاَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَاءِ نَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ وَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَنِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّيُوْطِيْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تُسْئَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ

يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ
وَدَفَعَ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ
يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ
بِاَذَانٍ وَّاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ
وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ
الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّتِيْ
تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ
انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلٰثًا وَّسِتِّيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهٖ ثُمَّ اَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ
وَاَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهٖ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ
لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَّرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى
بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى عَلٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اَنْزِعُوْا بَنِيْ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا
فَشَرِبَ مِنْهُ ـ رواه مسلم

২৪৪০. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হজ্জ পালন না করেই মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত করেন। এরপর দশম বছর মানুষের মধ্যে প্রচার করে দেয়া হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। তাই মদীনায় অসংখ্য লোক আগমন করলো। অতপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জ করতে রওয়ানা হলাম। 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌছলে (হযরত আবু বকরের স্ত্রী) আসমা বিনতে উমাইস মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। তাই বিবি আসমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, "আমি এখন কি করবো ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন, "তুমি গোসল করো। কাপড়ের নেকড়া দিয়ে টাইট লেঙ্গুট পড়ো। এরপর ইহরাম বাঁধো। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত জাবির বলেন, এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (দু রাকআত ইহরামের) নামায পড়লেন। এরপর কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করলেন। এরপর 'বায়দা' নামক জায়গায় তাঁকে নিয়ে উটনী সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়া পড়লেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা; লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা; ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলক, লাশরীকা লাকা।"

হযরত জাবের রাঃ বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া আর অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। (হজ্জের সাথে উমরা করা যেতে পারে কিনা) আমরা তা জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌঁছলাম। তিনি 'হাজারে আসওয়াদে' হাত লাগিয়ে চুমু খেলেন। এরপর সাত বার খানায়ে কা'বা (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলেন। তিনবার জোরে জোরে ও চার বার স্বাভাবিকভাবে তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগুলেন। সেখানে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "ওয়াত্তাখাজু মিম মাকামে ইবরাহীমা মুসাল্লা" অর্থাৎ "এবং মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানে রূপান্তরীত করো" (অর্থাৎ এর কাছে নামায পড়ো)। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (অর্থাৎ তাঁর সামনে মাকামে ইবরাহীম ও বায়তুল্লাহ) দুই রাকআত নামায পড়লেন। আর এক বর্ণনায় আছে এ দু রাকআত নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন' পড়েছিলেন। এরপর হাজারে আসওয়াদের দিকে ফিরে গেলেন, একে চুমু খেলেন। তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। সাফার কাছে পৌঁছে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়েরিল্লাহ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" তিনি বললেন, আমি তা ধরে শুরু করবো যা ধরে আল্লাহ শুরু করেছেন। তাই তিনি সাফা হতে শুরু করলেন। এর উপরে চড়লেন। এখান থেকে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন, তারপর তিনি কেবলার দিকে মুখ ফিরালেন, আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা দিলেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই শাসন ও তারই সব প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন—একথা তিনি তিনবার বললেন। এর মাঝে কিছু দোয়া করলেন। এরপর সাফা হতে নামলেন এবং দ্রুত মারওয়ার দিকে হেঁটে চললেন, যে পর্যন্ত তাঁর পা উপত্যকার সমতলে গিয়ে ঠেকলো। তারপর তিনি দৌড়ে চললেন, উপত্যকা অতিক্রম না করা পর্যন্ত। চূড়ায় ওঠার পর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, মারওয়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত। এখানেও তিনি সাফায় যা করেছেন, মারওয়ার শেষ চলা পর্যন্ত তাই করলেন। মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করলেন। লোকেরা তখন ছিলো তাঁর নীচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানীর পশু সঙ্গে করে আনতাম না এবং একে উমরার রূপ দান করতাম। তাই তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেনো 'ইহরাম' খুলে ফেলে। একে উমরার রূপ দান করে। এ সময় সুরাকা বিন মালেক ইবনে জুশুম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমাদের জন্য এ বছর না সব সময়ের জন্য ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দুবার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো না ; বরং চিরকালের জন্য, চিরকালের জন্য।

এ সময় হযরত আলী ইয়েমেন হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। (তিনি সেখানে বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি 'ইহরাম' বাধার সময় কিসের ইহরাম বেঁধেছিলে (হজ্জের না উমরার না দুটিরই) ? হযরত আলী বললেন, আমি

এরূপ করেছি—হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধছি যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি ইহরাম খুলো না। কারণ আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। বর্ণনাকারী হযরত জাবির বলেন, যেসব পশু হযরত আলী ইয়েমেন হতে এনেছিলেন, আর যা নবী করীম সঃ নিজের সাথে এনেছিলেন তা একত্রে একশ হয়ে গেলো। হযরত জাবির বলেন, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা নবীর মতো পশু নিয়ে এসেছিলেন, তারা ছাড়া সকলে ইহরাম খুলে ফেললেন মাথা ছাটলেন। এরপর (৮ জিলহজ্জ) তালবিয়ার দিন (যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন তারা) সকলেই নতুন করে ইহরাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর এখানে অল্প সময় অপেক্ষা করলেন। এর মধ্যে সূর্য উদিত হলো। এ সময় নবী সঃ নির্দেশ করলেন কেউ গিয়ে যেনো 'নামেরায়' তাঁর একটি পশমের তাবু খাটায়। একথা বলে তিনিও সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা নিসন্দেহ ছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই মাশআরুল হারামের নিকটেই অবস্থান করবেন, যেভাবে তারা জাহেলিয়াতের যুগে করতো (সাধারণের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবেন না যাতে তার মানহানি হয়) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে না পৌছা পর্যন্ত সামনে বাড়তে লাগলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, নামেরায় তাঁর জন্য তাবু খাটানো হয়েছে। তাই তিনি সেখানে নামলেন (এবং অবস্থান নিলেন)। সূর্য ঢলে গেলে তিনি তাঁর কাসওয়া উটনী সাজাবার জন্য হুকুম দিলেন। কাসওয়া সাজানো হলো। তিনি 'বাতনে ওয়াদী' বা 'আরানা' উপত্যকায় পৌছলেন। এখানে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, "তোমাদের একজনের জীবন ও সম্পদ তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল জায়গায়) হারাম যেভাবে এ দিনে, এই মাসে, এ শহরে হারাম। শোনো! জাহিলিয়াতের যুগের সকল অপকর্ম রহিত হলো। মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীগুলো রহিত হলো। আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তাহলো (আমার নিজ বংশের আয়াস) ইবনে রাবীয়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবী। যে বনী সাদ গোত্রে দুধপানরত অবস্থায় ছিলো। এ সময় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে জাহেলিয়াত যুগের সূদ রহিত হয়ে গেলো। আর আমাদের সুদের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করছি, তাহলো (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ তা সব রহিত হলো।"

দ্বিতীয় কথা হলো—"তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর যামানাতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের হক হলো তারা যেনো তোমাদের অন্দর মহলে অন্য কাউকে যেতে না দেয়, যা তোমরা অপছন্দ করে থাকো। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে, হালকা মার। আর তোমাদের উপর তাদের হক হলো, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।"

তৃতীয় কথা হলো—"আমি তোমাদের জন্য এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে তোমরা আমার পর কখনো বিপথগামী হবে না। আর তা হচ্ছে—আল্লাহর কিতাব।"

"হে লোক সকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন তোমরা কি বলবে ? লোকেরা উত্তরে বললো, আমরা সাক্ষ দিবো—আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আল্লাহর

বাণী পৌছিয়েছেন। নিজের কর্তব্য পালন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শাহাদাত আঙুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দিয়ে তিনবার মানুষের দিকে ইংগিত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।

এরপর হযরত বিলাল আযান ও ইকামত দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। বেলাল আবার ইকামত দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। এর মাঝে কোনো নফল নামায পড়লেন না। এরপর তিনি 'কাসওয়া' উটনীতে আরোহণ করে নিজের অবস্থান স্থলে পৌছলেন। এখানে এর পিছন দিক (জাবালে রহমতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে নিজের সম্মুখে করে কেবলার দিকে ফিরলেন। সূর্য না ডুবা ও পিত রং কিছুটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর সূর্যের গোলক পরিপূর্ণ নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর তিনি হযরত উসামাকে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসালেন এবং মুয্‌দালিফায় পৌছা পর্যন্ত সওয়ারী চালাতে থাকলেন। এখানে তিনি এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। এর মধ্যে কোনো নফল নামায পড়লেন না। তারপর ভোর না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামত দিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি কাসওয়ায় আরোহণ করে মাশআরুল হারাম নামক স্থানে এসে পৌছলেন। এখানে তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করলেন। কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন আকাশ-পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত। অতপর তিনি সূর্য উদয়ের আগেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন। নিজের (চাচাতো ভাই) ফযল ইবনে আব্বাসকে সওয়ারীর পেছনে বসালেন। তিনি 'বাত্‌নে মুহাস্‌সির' নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। এরপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ওই জামরার নিকট পৌছলেন যা গাছের নিকট আছে (অর্থাৎ বড় জামরা) এবং বাত্‌নে ওয়াদী অর্থাৎ নীচের খালি জায়গা হতে এর উপর সাতটি কংকর মারলেন। মর্মর দানার মতো কংকর এবং প্রত্যেক কংকর মারার সময় বললেন, "আল্লাহু আকবার"। এরপর তিনি সেখান থেকে কুরবানীর জায়গায় আসলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন। আর যা বাকী রইলো তা হযরত আলীকে কুরবানী করতে দিলেন। তিনি তা কুরবানী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পশু হতে কিছু অংশ নিয়ে একত্রে গোশত পাকানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী একটি ডেকচিতে তা পাকানো হয়। তারা উভয়ে এর গোশত খেলেন ও ঝোল পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌছে তিনি যোহরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি (নিজ গোত্র) বনী আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌছলেন। তারা তখন যমযমের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকজনকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! টানো টানো (দ্রুত কর)। আমি যদি আশংকা না করতাম, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি এনে দিলেন। তা হতে তিনি কিছু পানি পান করলেন।-মুসলিম

٢٤٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدٰى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَيَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهٖ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهٗ قَالَتْ فَحِضْتُ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ اَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ اُهْلِلْ اِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَاَمَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَنْقُضَ رَأْسِيْ وَاَمْتَشِطَ وَاُهِلَّ بِالْحَجِّ وَاَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ بَعَثَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَّاَمَرَنِيْ اَنْ اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا بَعْدَ اَنْ رَّجَعُوْا مِنْ مِّنًا وَّاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَّاحِدًا - متفق عليه

২৪৪১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিদায় হজ্জে রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, আর কেউ কেউ বেঁধেছিলো হজ্জের ইহরাম। আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি সে যেনো উমরার কাজ শেষ করে ইহরাম খুলে ফেলে। আর যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে, সাথে করে কুরবানীর পশুও এনেছে, সে যেনো হজ্জের তালবিয়া বলে উমরার সাথে এবং ইহরাম না খুলে, যে পর্যন্ত হজ্জ ও উমরা উভয় হতে অবসর গ্রহণ না করে। আর এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো ইহরাম না খুলে যে পর্যন্ত পশু কুরবানী করে অবসর না হয়। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যেনো হজ্জের কাজ পূর্ণ করে।

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমি ঋতুমতী হয়ে গেলাম। উমরার জন্য খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করতে পারলাম না। সাফা-মারওয়ার সা'য়ীও করতে পারলাম না। আমার অবস্থা আরাফার দিন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এরূপই থাকলো। অথচ আমি উমরা ছাড়া অন্য কিছুর ইহরাম বাঁধিনি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো আমার মাথার চুল খুলে ফেলি, এতে চিরুনী করি, হজ্জের ইহরাম বাঁধি, আর উমরা ত্যাগ করি। আমি তা-ই করলাম এবং আমার হজ্জ আদায় করলাম। এরপর আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো আমার সেই উমরার পরিবর্তে 'তানয়ীম' থেকে উমরা করি।

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, তারা খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করলো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলো। অতঃপর তারা হালাল হয়ে গেলো। এরপর তারা (হজ্জের জন্য) তাওয়াফ করলো। যখন মিনা হতে (১০ তারিখে) ফিরে আসলো

কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম একসাথে বেঁধেছিলো তারা শুধু (১০ তারিখে) একটি মাত্র তাওয়াফ করলো (তাদের উমরার প্রথম তাওয়াফ প্রয়োজন হয়নি)।—বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** 'তারা একটি মাত্র তাওয়াফ করলো'—এটা সম্ভবত কোনো সাহাবীর জন্য কোনো কারণে বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। নতুবা উপরে হযরত জাবিরের হাদীসে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার তাওয়াফ করেছিলেন। একবার অরাফাতে যাবার আগে ৮ তারিখে। আবার ১০ তারিখে মিনা হতে এসে। তাঁর হজ্জ, হজ্জে 'কেরান' ছিলো বলে প্রমাণিত।

٢٤٤٢۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِّنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَمَشٰى اَرْبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ ۔ متفق عليه

২৪৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 'হজ্জে তামাত্তু' করেছিলেন। তিনি 'যুলহুলাইফা' হতে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন, উমরার, তারপর তালবিয়া বললেন, হজ্জের। তাই লোকেরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 'হজ্জে তামাত্তু' করলেন। তাদের কেউ কুরবানীর পশু সাথে আনলো, আর কেউ সাথে আনেনি। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে লোকদেরকে বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে করে এনেছে সে যেনো এমন কোনো বিষয়কে হালাল মনে না করে যা ইহরামের কারণে তার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ সে যেনো ইহরাম না খুলে) যে পর্যন্ত সে নিজের হজ্জ সমাপন না করে। আর তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেনো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করে এবং মাথা ছেটে

হালাল হয়ে যায়। এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধে ও কুরবানীর পশু নেয়। আর যে কুরবানীর পশু নিতে পারলো না সে যেনো তিন দিন হজ্জের সময় রোযা রাখে। আর বাড়ীতে ফিরে যাবার পর সাতদিন।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরার জন্য 'খানায়ে কা'বার' তাওয়াফ করলেন, হাজারে আসওয়াদে চুমু দিলেন। তিনি তাওয়াফে তিনবার জোরে জোরে চললেন আর চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকআত (তাওয়াফের নামায) পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর এখান থেকে সাফায় গেলেন। সাফা মারওয়ায় সাতবার সায়ী করলেন। এরপরও তিনি (ইহরামের কারণে) যা তার উপর হারাম ছিলো তা নিজের হজ্জ সমাপন না করা পর্যন্ত হালাল করলেন না। অর্থাৎ কুরবানীর তারিখে কুরবানী করলেন এবং (মিনা হতে) মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তারপর ইহরামের কারণে যা তার প্রতি হারাম ছিলো তা হতে তিনি পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন। আর লোকদের যারা কুরবানীর পশু সাথে এনেছিলো তারাও এরূপ করলেন যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** এ হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য ২৪৩০নং হযরত আয়েশার হাদীসের ব্যাখ্যা দেখে নিন।

٢٤٤٣۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ عُمْرَةٌ نِ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْىُ فَلْيَحِلِ الْحِلَّ كُلَّهُ فَاِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۔ رواه مسلم

২৪৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা উমরা, যা দিয়ে আমরা তামাত্তু করলাম। সুতরাং যার কাছে কুরবানীর পশু নেই, সে যেনো পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়। মনে রাখবে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মাসে প্রবেশ করলো।–মুসলিম

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٤٤۔ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ نَاسٍ مَّعِىْ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَّحْدَهٗ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَّضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَاَمَرَنَا اَنْ نَّحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حِلُّوْا وَاَصِيْبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ نَقْضِىَ اِلٰى نِسَاءِ نَا فَنَأْتِىْ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَنِىَّ قَالَ يَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهٖ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى قَوْلِهٖ بِيَدِهٖ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْنَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّىْ

اَتْقٰكُمْ لِلّٰهِ وَاَصْدَقُكُمْ وَاَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْيِىْ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ وَلَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَااسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ فَحِلُّوْا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِىٌّ مِّنْ سِعَايَتِهٖ فَقَالَ بِمَ اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَاَهْدٰى لَهٗ عَلِىٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِاَبَدٍ قَالَ لِاَبَدٍ ـ رواه مسلم

২৪৪৪. তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ রঃ বলেন, আমি এবং আমার সাথে কিছু লোক হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম।" হযরত আতা বলেন, হযরত জাবির আরো বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহাজ্জের চার তারিখ পার হবার পর মক্কায় পৌঁছলেন। আমাদেরকে ইহরাম ছেড়ে হালাল হয়ে যেতে হুকুম দিলেন। আতা জাবিরের মাধ্যমে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, 'তোমরা হালাল হও। আপন আপন স্ত্রীর সাথে মিলামিশা করো। আতা আবার বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাধ্য করলেন না। বরং স্ত্রীদেরকে তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। হযরত জাবির বলেন, আমরা পরস্পর বলতে লাগলাম, আমাদের ও আরাফাতে হাজির হবার মধ্যে যখন মাত্র পাঁচ দিন বাকী, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্ত্রীর সাথে মিলতে অনুমতি দিলেন। তবে কি আমরা আরাফাতে উপস্থিত হবো আর আমাদের লিঙ্গ থেকে শুক্র ঝরতে থাকবে ? হযরত আতা বলেন, এ সময় জাবির নিজের হাত নেড়ে ইংগিত করলেন, আমি যেন এখনো তাঁর হাত নাড়ার ইংগিত দেখছি। জাবির বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (ভাষণ দানের জন্য) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালো কাজ করি। আমি যদি সাথে করে কুরবানীর পশু না আনতাম, আমিও তোমাদের মতো হালাল হয়ে যেতাম। আর আমি যদি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতাম, যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানীর পশু সাথে করে আনতাম না (যার কারণে আমি হালাল হতে পারছি না)। তাই তোমরা হালাল হয়ে যাও।" সুতরাং আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর কথা মেনে নিলাম।

আতা বলেন, হযরত জাবির বলেছেন, এ সময় হযরত আলী তাঁর কর্মস্থল হতে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো। আলী বললেন, আমি তখন বলেছি, "আমি ইহরাম বেঁধেছি, যার ইহরাম বেঁধেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তবে তুমি (কেরানের জন্য) পশু কুরবানী দিও এবং মুহরিম থেকে যাও। হযরত জাবির বলেন, আলী তার সাথে কুরবানীর পশু এনেছিলো। (জাবির বলেন) এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল!। হজ্জের সাথে উমরা করা কি আমাদের শুধু এই বছরের জন্য ? তিনি বললেন, সবসময়ের জন্য।—মুসলিম

٢٤٤٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ أَوَ مَا شَعَرْتِ أَنِّيْ أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتّٰى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوْا ـ رواه مسلم

২৪৪৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (বিদায় হজ্জের সময় মক্কায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহাজ্জ মাসের চার কি পাঁচ তারিখে আমার কাছে রাগতঃ অবস্থায় প্রবেশ করলেন। (এ অবস্থা দেখে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে রাগান্বিত করলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে আমি (কিছু) লোককে এক ব্যাপারে হুকুম দিয়েছি আর তারা (আমার হুকুম পাবার পরও) এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি প্রথমে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে কখনো আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না। বরং পরে তা খরিদ করতাম এবং এখন হালাল হয়ে যেতাম, যেমন তারা হালাল হচ্ছে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'তারা এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছে' এর অর্থ হলো জাহেলিয়াতের যুগে মুশরিকরা হজ্জের সময় স্ত্রীর সাথে মিলনকে খুবই ঘৃণ্য মনে করতো। পূর্ব অভ্যাস মতো সাহাবীগণ এখনো রাসূলের হুকুম পাবার পরও এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছিলো। তাই তিনি রাগান্বিত ও জাহেলিয়াতের প্রথা ভাঙতে বাধ্য করছিলেন।

❐

# ٣- باب دخول مكة والطواف

## ৩. মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ

খানায়ে কা'বার হাজারে আসওয়াদের এক কোণ থেকে শুরু করে আবার ওই কোণে ফিরে আসলে এক 'শাওত' হয়। এভাবে সাত শাওতে এক তাওয়াফ হয়। হজ্জে তিনবার তাওয়াফ করতে হয়।

**প্রথমঃ** মক্কায় পৌঁছেই এক তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে কুদুম' বলে। এ তাওয়াফ সুন্নাত।

**দ্বিতীয় ঃ** ১০ যিলহাজ্জ মিনা হতে এসে তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে যিয়ারত' বা 'তাওয়াফে এফাদা' বলে। এ তাওয়াফ ফরয।

**তৃতীয় ঃ** তৃতীয় তাওয়াফ বিদায়ের কালে। এ তাওয়াফকে তাওয়াফুস সদর বা তাওয়াফে বিদা (শেষ তাওয়াফ) বলে। এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

মক্কায় থাকা কালে অন্যান্য সকল নফল ইবাদাত অপেক্ষা তাওয়াফই উত্তম।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٤٦- عَنْ نَّافِعٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَيَقْدِمُ مَكَّةَ الاَّ بَاتَ بِذِىْ طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّىَ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَاراً وَاِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِىْ طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ - متفق عليه

২৪৪৬. তাবেয়ী হযরত নাফে' রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ যখনই মক্কায় আসতেন 'যীতুয়া' নামক স্থানে রাত যাপন করতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত। এরপর তিনি গোসল করতেন। নফল নামায পড়তেন। তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। (মক্কা হতে চলে যাবার সময়ও এভাবে তিনি) মক্কা হতে রওনা হতেন। 'যীতুওয়া' পৌঁছতেন। এখানে রাত কাটাতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত। তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا - متفق عليه

২৪৪৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসতেন, মক্কার উঁচু দিক হতে প্রবেশ করতেন। (আবার যখন মক্কা হতে চলে যেতেন) মক্কার নীচ দিক দিয়ে বের হতেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** মক্কার উঁচু দিক হলো 'সানিয়ায়ে কাদা'র দিক। মক্কার কবরস্তান—'জান্নাতুল মাওলা' এদিকেই অবস্থিত। আর নীচের দিক হলো 'সানিয়ায়ে কুদার' দিক। এই স্থানকে বর্তমানে 'বাবুশ শাবীকা' বলা হয়।

٢٤٤٨۔ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَبِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَبِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذٰلِكَ ۔ متفق عليه

২৪৪৮. হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেছেন, (আমার খালা) হযরত আয়েশা আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ করার জন্য) মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে তিনি ওযু করলেন, তারপর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন। তবে তা উমরায় পরিণত করলেন না (অর্থাৎ ইহরাম খুললেন না)। এরপর হযরত আবু বকর হজ্জ করেছেন, তিনিও প্রথমে যে কাজ করেছেন তাহলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তিনি এ তাওয়াফকে উমরায় পরিণত করেনি। অতপর হযরত উমর, তারপর হযরত ওসমান এ একইভাবে হজ্জ করেছেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** বুঝা গেলো মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কাজ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা। এটা সুন্নাত। উমরার নিয়তে গিয়ে থাকলে তা করা ওয়াজিব।

٢٤٤٩۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعٰى ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَّمَشٰى اَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ۔ متفق عليه

২৪৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ বা উমরা করতে এসে প্রথমে যখন তাওয়াফ করতেন তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করতেন। আর চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলতেন। অতপর (মাকামে ইবরাহীমের কাছে) দুই রাকআত (তাওয়াফের) নামায পড়তেন। এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٥٠۔ وَعَنْهُ قَالَ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ ثَلٰثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعٰى بِبَطْنِ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ۔ رواه مسلم

২৪৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে জোরে তাওয়াফ করেছেন। আর চার বার স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। এভাবে তিনি সাফা মারওয়ার মাঝেও সায়ী করেছেন। (সা'য়ীর সময়) তিনি বাত্নুল মাসীলে মাঝখানের (নিচু জায়গায়) দৌড়ে চলেছেন।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** মাঝখানের নিচু জায়গায় (বাতনুল মাসীলে) দৌড়ে চলা সুন্নাত।

٢٤٥١۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَتَى الْحَجَرَ فَسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا ۔ رواه مسلم

২৪৫১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এলেন, হাজারে আসওয়াদের নিকট গেলেন, একে চুমু খেলেন। এরপর এর ডানদিকে ঘুরে তিন বার জোরে তাওয়াফ করলেন আর চার বার স্বাভাবিকভাবে হাটলেন।–মুসলিম

٢٤٥٢۔ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَالَ رَجُلٌ ن ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ۔ رواه البخارى

২৪৫২. হযরত যুবাইর ইবনে আরবী (তাবেয়ী বসরী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে হাজরে আসওয়াদে 'চুমু খাওয়া' প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। হযরত ওমর উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও চুমু খেতে দেখেছি (এর কোনো কারণ জানি না)।

٢٤٥٣۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ اَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ الاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ۔ متفق عليه

২৪৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানায়ে কা'বার দুই ইয়েমেনী কোণ ছাড়া অন্য কোণে কোনো চুমু খেতে দেখিনি।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٥٤۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ۔ متفق عليه

২৪৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে উটের উপর বসে মাথা বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পায়ে হেটে তাওয়াফ করাই ওয়াজিব। তাই এ হাদীস সম্পর্কে বলা হয়, কোনো ওজরের কারণে অথবা তাওয়াফের জায়গা তখনো পাকা না হবার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করেছিলেন।

٢٤٥٥۔ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهٖ وَكَبَّرَ ۔ رواه البخارى

২৪৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর সওয়ার হয়েই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছেই তিনি নিজের হাতের একটি জিনিস (লাঠি) দিয়ে এর দিকে ইশারা করেছেন ও 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়েছেন।–বুখারী

٢٤٥٦۔ وَعَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهٗ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ ۔ رواه مسلم

২৪৫৬. হযরত আবু তোফায়েল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় তাঁর হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও লাঠিকে চুম্বন করতে দেখেছি।–মুসলিম

٢٤٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لاَنَذْكُرُ الاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِيْ مَايَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّتَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ - متفق عليه

২৪৫৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (হজ্জ করার জন্য) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রওনা হলাম। তখন আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর (উমরার) তালবিয়া পড়তাম না। আমরা 'সারেফ' নামক স্থানে পৌছলে আমার মাসিক শুরু হয়ে গেলো। এ সময় একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি হজ্জ করতে পারবো না বলে তখন কাঁদছিলাম। তিনি (আমাকে কাঁদতে দেখে) বললেন, মনে হয় তোমার মাসিক শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এটা এমন ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই হাজীগণ যা করে তুমিও তা করতে থাকো। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাওয়াফ করো না।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٥٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ اَمَّرَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ رَهْطٍ اَمَرَهُ اَنْ يُّؤَذِّنَ فِى النَّاسِ اَلاَ لاَيَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ - متفق عليه

২৪৫৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের (এক বছর) আগে যে হজ্জে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জে আবু বকর রাঃ আমাকে আরো কিছু লোকসহ কুরবানীর দিনে মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে আদেশ দিয়ে পাঠালেন। (হে লোক সকল শোনো!) এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কেউ কখনো উলঙ্গ হয়ে এর তাওয়াফ করতে পারবে না।–বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٥٩- عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَّفْعَلُهٗ - رواه الترمذى وابو داؤد

২৪৫৯. হযরত মুহাজিরে মক্কী (তায়েবী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত জাবির রাঃ-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি খানায়ে কা'বা দেখে নিজের দুই হাত উঠাবে (এবং দোয়া করলে এই দোয়া শরীয়ত সম্মত কিনা ?) জবাবে হযরত জাবির

বললেন, আমরা নবী করীমের সাথে হজ্জ করেছি। আমরা এরূপ করিনি।
–তিরমিযী, আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ বায়তুল্লাহ দেখলে হাত উঠিয়ে দোয়া করার হাদীসের সংখ্যাই বেশি। তবে প্রথমবার দেখে হাত উঠিয়ে দোয়া করলে এরপর আর হাত না উঠালে দুই রকম হাদীসের ওপরই আমল করা হয়ে যায়।

٢٤٦٠۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ ۔ رواه ابو داؤد

২৪৬০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হতে (হজ্জ পালনে) মক্কায় আগমন করে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন, একে চুমু খেলেন। তারপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে এলেন। এর উপর উঠলেন। যার থেকে বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন। তারপর হাত উঠালেন এবং মন ভরে আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতে থাকলেন।–আবু দাউদ

٢٤٦١۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلٰوةِ اِلاَّ اَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ اِلاَّ بِخَيْرٍ ۔ رواه الترمذى والنسائى والدارمى وَذَكَرَ التِّرْمِذِىُّ جَمَاعَةً وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ۔

২৪৬১. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করা নামাযেরই মতো। তবে পার্থক্য এই যে, তোমরা এতে কথা বলতে পারো। তাই তাওয়াফের সময় ভালো কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না।–তিরমিযী, নাসাই, দারেমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী এমন একদল মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা এ হাদীসকে হযরত ইবনে আব্বাসের কথা অর্থাৎ মওকূফ হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।

٢٤٦٢۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ ۔ رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৪৬২. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ জান্নাত হতে নাযিল হয়। তখন তা ছিলো দুধের চেয়েও বেশি সাদা। অতঃপর আদম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দেয়।–আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'আদম সন্তানের গুনাহ' অর্থাৎ গুনাহগার আদম সন্তানের চুমুর স্পর্শের কারণে তা ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়।

٢٤٦٣۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَهٗ

عَيْنَانِ يُبْصِرُبِهِمَا وَلِسَانٌ يَّنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ ـ رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২৪৬৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এটিকে উঠাবেন। তখন এর দুটি চোখ থাকবে। এ চোখ দ্বারা হাজারে আসওয়াদ দেখতে পাবে। এর একটি জিহ্বা থাকবে। এই জিহ্বা দিয়ে সে কথা বলবে ও সাক্ষ্য দেবে কে তাকে ঈমানের সাথে চুমু খেয়েছে।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٢٤٦٤ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَّاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّٰهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَاَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ رواه الترمذى

২৪৬৪. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকূতগুলোর দুটি ইয়াকূত। আল্লাহ এদের নূর (আলো) দূর করে দিয়েছেন। যদি এদের নূর (আলো) দূর করে দেয়া না হতো, তাহলে এরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে সবকে আলোকময় করে দিতো।–তিরমিযী

٢٤٦٥ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَّارَاَيْتُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ قَالَ اِنْ اَفْعَلُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِّلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اُسْبُوْعًا فَاَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَّسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَاَيَضَعُ قَدَمًا وَّلَا يَرْفَعُ اُخْرٰى اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَّكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ ـ رواه الترمذى

২৪৬৫. হযরত ওবায়েদ ইবনে উমায়ের (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর দিকে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আর কাউকে এদের দিকে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। ইবনে ওমর রাঃ বলেন, আমি যদি এমন করি (তাতে দোষের কিছু নেই) কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এদের স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারা। রাসূলুল্লাহ সঃ-কে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চারদিকে সাতবার ঘুরবে ও তা পূর্ণ করবে, তা তার জন্য গোলাম মুক্ত করে দেবার মতো। ইবনে ওমর রাঃ বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি। কোনো লোক এতে এক পা রাখবে না ও অপর পা উঠাবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেবেন ও একটি নেকী দান করবেন।–তিরমিযী

٢٤٦٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَابَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رواه ابو داؤد

২৪৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী মধ্যবর্তী স্থানে, "রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নারে" এ দোয়া পড়তে শুনেছি।–আবু দাউদ

٢٤٦٧- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ بِنْتُ اَبِىْ تُجْرَاةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ دَارَ اٰلِ اَبِىْ حُسَيْنٍ نَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْعٰى وَاِنَّ مِيْزَرَهُ لَيَدُوْرُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْىِ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ - رواه فى شرح السنه وَرَوَى اَحْمَدُ مَعَ اخْتِلاَفٍ -

২৪৬৭. হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তুজরাতের মেয়ে আমাকে বলেছেন, আমি কুরাইশের কিছু মহিলার সাথে আবু হোসাইন পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে সাফা মারওয়ার সায়ীর সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেতাম। আমি তাঁকে দেখলাম তিনি সায়ী করছেন, জোরে জোরে পা ফেলার কারণে তাঁর চাঁদর এদিকে ওদিকে দুলছিলো। আমি তাঁকে তখন একথাও বলতে শুনেছি, 'তোমরা সায়ী করো। কারণ সায়ী করা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।–শরহে সুন্নাহ, মুসনাদে আহমাদ কিছু পার্থক্য সহকারে।

٢٤٦٨- وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ لاَضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ وَلاَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ - رواه فى شرح السنه

২৪৬৮. হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটে চড়ে আমি সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে দেখেছি। কিন্তু কাউকেও মারতে বা হাঁকতে দেখিনি। এমন কি সরো সরো বলতেও শুনিনি।–শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে সায়ী করেছেন বলে বুঝা গেছে। পরের হাদীসে উটে আরোহণ করে সায়ী করেছেন বলে বুঝা যায়। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে কুদূমের সায়ী বাহনে চড়ে করেছেন। আর তাওয়াফে ইফাদায় সায়ী করেছেন পায়ে হেঁটে। সরো সরো বলতেও না শোনার অর্থ হলো অহংকার প্রদর্শন না করা।

٢٤٦٩- وَعَنْ يَعْلٰى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ اَخْضَرَ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى

২৪৬৯. হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সবুজ কাপড় 'এযতেবা' হিসাবে গায়ে দিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

٢٤٧٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلٰثًا وَجَعَلُوْا اَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوْهَا عَلٰى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرٰى -

رواه ابو داؤد

২৪৭০. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ জিরানা হতে উমরা করেছেন। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফে তিনবার রমল করেছেন। এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদরকে বগলের নিচ দিয়ে তাকে বাম কাঁধের উপর ফেলেছেন।–আবু দাউদ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٧١-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا اِسْتِلاَمَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرِ فِيْ شِدَّةٍ وَّلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا - متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ نَافِعٌ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ - متفق عليه

২৪৭১. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রুকনে ইয়ামানীর ও হাজারে আসওয়াদের এ কোণ দুটিকে ভীড়ে ও ভীড় ছাড়া কোনো অবস্থাতেই স্পর্শ করতে ছাড়িনি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ করতে দেখেছি।–বুখারী, মুসলিম।

এ দুটির আর এক বর্ণনায় হযরত নাফে' বলেন, আমি হযরত ওমরকে দেখেছি, হাজারে আসওয়াদের উপর নিজের হাত দিয়ে সম্পর্শ করে তারপর হাতের উপর চুমু খেতে। তিনি আরো বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা করতে দেখার পর আর কখনো তা ছেড়ে দেইনি।

٢٤٧٢- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَاُ بِالطُّوْرِ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ - متفق عليه

২৪৭২. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (হজ্জের সময়) অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করো। উম্মে সালামা বলেন, আমি তাওয়াফ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযে তিনি পড়েছিলেন "ওয়াত্ তূর ওয়া কিতাবিম্ মাসতূর।"–বুখারী, মুসলিম

٢٤٧٣-وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَاقَبَّلْتُكَ - متفق عليه

২৪৭৩. হযরত আবেস ইবনে রাবীআ রাঃ বলেন, আমি হযরত ওমরকে হাজরে আসওয়াদ চুমু খেতে দেখেছি এবং তাঁকে একথা বলতে শুনেছি—আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর, যা কারো লাভ ক্ষতি করতে পারে না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তোমাকে চুমু দিতাম না।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٧٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وُكِّلَ بِهٖ سَبْعُوْنَ مَلَكًا يَعْنِى الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ فَمَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوْآ اٰمِيْنَ - رواه ابن ماجة

২৪৭৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রুকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কোনো ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও কুশল কামনা করি। হে রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো, আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করো। তখন সেসব ফেরেশতারা বলে ওঠেন, 'আমীন'।–ইবনে মাজাহ

٢٤٧٥- وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلاَّ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّاٰتٍ وَكُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَّرُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجٰتٍ وَّمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِىْ تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ - رواه ابن ماجة

২৪৭৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ সাত বার তাওয়াফ করবে এবং এ তাওয়াফে, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" দোয়াটি পড়া ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, তার (আমল নামায়) দশটি নেকী লিখা হবে। তাছাড়া তার দশটি মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করা অবস্থায় কথাবার্তা বলেছে সে আল্লাহ তাআলার রহমতে তার পা দিয়ে ঢেউ উঠিয়েছে যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের পা দিয়ে পানিতে ঢেউ উঠিয়ে থাকে।–ইবনে মাজাহ

## ٤ـ باب الوقوف بعرفة
## ৪. আরাফাতে অবস্থান

মক্কা হতে তায়েফের পথে মুযদালিফার কাছাকাছি ২৫ কিলোমিটার অর্থাৎ সাড়ে পনের মাইল 'আরাফাত ময়দান' অবস্থিত। এর উত্তর পাশে 'জাবালে রহমত', উত্তর পূর্ব দিকে 'জাবালে আরাফাত' এ দুটি পাহাড় রয়েছে।

কথিত আছে, জান্নাত হতে বের হবার পর হযরত আদম ও মা হাওয়া এ আরাফাতের ময়দানে পরস্পর পরিচিত ও মিলিত হয়েছিলেন। এ কারণে এ ময়দানের নাম হয়েছে আরাফাতের ময়দান।

'আরাফা' অর্থাৎ পরিচয়।

আরাফাতে অবস্থান করা হজ্জের একটি ফরয কাজ। ৯ যিলহজ্জের সূর্য উঠার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত এখানে অবস্থান করলেও এ ফরয আদায় হয়ে যায়। নতুবা হজ্জ আদায় হবে না।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٧٦ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ نِ الثَّقَفِىِّ اَنَّهٗ سَالَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ـ متفق عليه

২৪৭৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী (তাবেয়ী) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি হযরত আনাস রাঃ-কে একবার মিনা হতে ভোরে আরাফাতের দিকে একত্রে যাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনারা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি করতেন ? তিনি বললেন, আমাদের যারা 'লাব্বাইক ধ্বনী' দিতো, তাদের তা হতে বারণ করা হতো না। যারা তাকবীর ধ্বনী দিতো তাদেরকেও তা দিতে নিষেধ করা হতো না।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٧٧ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ـ رواه مسلم

২৪৭৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি আর মিনার সব স্থান কুরবানীর স্থান। তাই তোমরা তোমাদের আবাসেই কুরবানী করো। আমি ওই স্থানে অবস্থান করেছি আর আরাফাত সবটাই অবস্থানের স্থান। আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি। আর মুযদালিফা সবটাই অবস্থানের স্থান।–মুসলিম

٢٤٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْا ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَااَرَادَ هٰؤُلَاءِ - رواه مسلم

২৪৭৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই, যে দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে আরাফাতের দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সে দিন বান্দাদের খুব কাছাকাছি হন, তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, এরা কি চায় বলো ? (আমি তাদেরকে তাই দেবো)।–মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٧٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَّهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ مَوْقِفٍ لَّنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو مِنْ مَّوْقِفِ الْاِمَامِ جِدًّا فَاَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ نِ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ لَكُمْ قِفُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلٰى اِرْثٍ مِّنْ اِرْثِ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২৪৭৯. হযরত আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (তাবেয়ী) তাঁর মামা হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়াযীদ ইবনে শায়বান বলা হতো। ইয়াযীদ বলেন, আমরা আরাফাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। আমর বলেন, এ স্থানটি ছিলো ইমামের (রাসূলুল্লাহ) স্থান হতে বহু দূরে (তাই তারা রাসূলের কাছে যেতে চাইলো)। ইয়াযীদ বলেন, এ সময় আমাদের কাছে আনসারী ইবনে মিরবা এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থানে থাকার জন্যই বলছেন। কারণ তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাতের উপর আছো (তিনি সমস্ত আরাফাতকেই অবস্থানের জায়গা বলে ঘোষণা করেছেন)।–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ।

٢٤٨٠- وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَّمَنْحَرٌ - رواه ابو داؤد والدارمى

২৪৮০. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোটা আরাফাত অবস্থানস্থল এবং গোটা মিনাই কুরবানীর জায়গা। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল আর মক্কার সব রাস্তাই রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।–আবু দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ সব রাস্তাই রাস্তা। তাই যে কোনো রাস্তা দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করলে চলবে। তবে সানিয়ায়ে কাদা দিয়ে প্রবেশ করা ভালো। এভাবে গোটা মক্কাই কুরবানী করার জায়গা। যদিও উমরার পশু মারওয়ায় ও হজ্জের পশু মিনায় যবেহ করাই উত্তম।

٢٤٨١ـ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلٰى بَعِيْرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ ـ رواه ابو داؤد

২৪৮১. হযরত খালেদ ইবনে হাওদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আরাফার দিনে একটি উটের উপর চড়ে ভাষণ দিতে দেখেছি।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ উটনি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাস্ওয়া নামক উটনী। দুপুরের পর তিনি আরাফাতের আরানা উপত্যকায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

٢٤٨٢ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ رواه الترمذى وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهٖ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ

২৪৮২. হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা শুআইব হতে, তিনি তাঁর দাদা (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফাতের দিনের দোয়া। আর সকল কালেমা (যিকির) যা আমি করেছি ও আমার পূর্বের নবীগণ করেছেন তার শ্রেষ্ঠ কলেমা (যিকির) হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর"। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব। তার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল শক্তির আঁধার।–তিরমিযী। ইমাম মালিক তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ হতে, এ হাদীসটি 'লা শরীকা লাহু' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা ঃ 'আরাফার দিনের দোয়া' চাই আরাফাতের ময়দানে চাওয়া হোক অথবা অন্য যে কোনো জায়গায় চাওয়া হোক। এ দিনের দোয়া সর্বোত্তম দোয়া।

٢٤٨٣ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَارُئِيَ الشَّيْطٰنُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلاَ اَدْحَرُ وَلاَ اَحْقَرُ وَلاَ اَغْيَظُ مِنْهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ اِلاَّ لِمَا يُرٰى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ اِلاَّ مَارُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيْلَ مَارُئِيَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ فَاِنَّهٗ قَدْ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ يَزَعُ الْمَلٰئِكَةَ ـ رواه مالك مرسلا وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ

২৪৮৩. হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তানকে আরাফাতের দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন এতো অপমানিত এতো ধিকৃত এতো বেশি হীন ও এতো বেশী রাগান্বিত দেখা যায় না। কারণ শয়তান (এদিন দেখতে থাকে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে, তাদের বড়ো বড়ো গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে। তবে যা দেখা গিয়েছিলো বদরের দিন (তা এর চেয়েও ভয়ংকর)। কেউ জিজ্ঞেস করলো, বদরের দিন কি দেখা গিয়েছিলো (হে আল্লাহর রাসূল!)। জবাবে তিনি বললেন, সেদিন শয়তান নিশ্চিতভাবে দেখেছিলো, হযরত জিবরাঈল আমীন ফেরেশতাদেরকে কাতারবন্দী করছেন।–মালেক মুরসাল হিসাবে। শরহে সুন্নাহ মাসাবিহের শব্দে।

٢٤٨٤- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِيْ اَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرَهَّقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةٌ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَّوْمِ عَرَفَةَ - رواه فى شرح السنة

২৪৮৪. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফাতের দিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। হাজীদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, তাকাও আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার কাছে আসছে আলুলায়িত চুলে, ধুলাবালি গায়ে, আহাজারী করতে করতে দূর দুরান্ত হতে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফিরিশতারা বলেন, হে রব! অমুক বান্দাহকে তো বড়ো গুনাহগার বলা হয়। আর অমুক পুরুষ ও নারীকেও। তিনি বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকেও মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফাতের দিনের চেয়ে বেশি জাহান্নাম হতে মুক্তি দেবার মতো আর কোনো দিন নেই।–শরহে সুন্নাহ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَّمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ ﷺ اَنْ يَّاْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ - متفق عليه

২৪৮৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্র ও তাদের অনুসারীরা (আরাফাতের দিন) মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করতো। নিজেদেরকে তারা বাহাদুর ও

অভিজাত বলে অভিহিত করতো। আর বাকী আরব গোত্র অবস্থান গ্রহণ করতো আরাফার ময়দানে। ইসলাম বিজয়ের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিলেন, আরাফাতের ময়দানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের সাথে অবস্থান নিতে। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসতে। এ ব্যাপারটিকেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে বলেছেন "ছুম্মা আফিজু মিন হাইছু আফাজান্নাসু" অর্থাৎ "অতপর তোমরা ফিরে আসো, যেখান থেকে মানুষ ফিরে আসে।"–বুখারী, মুসলিম

٢٤٨٦-وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا لِاُمَّتِهٖ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَاُجِيْبَ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَّاخَلَا الْمَظَالِمَ فَاِنِّىْ اٰخِذٌ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ قَالَ اَىْ رَبِّ اِنْ شِئْتَ اَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهٗ فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَاُجِيْبَ اِلٰى مَاسَاَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اِنَّ هٰذِهٖ لَسَاعَةٌ مَّاكُنْتَ تَضْحَكُ فِيْهَا فَمَا الَّذِىْ اَضْحَكَكَ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ لَمَّا عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِىْ وَغَفَرَ لِاُمَّتِىْ اَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلٰى رَاْسِهٖ وَيَدْعُوْا بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ فَاَضْحَكَنِىْ مَارَاَيْتُ مِنْ جَزْعِهٖ - رواه ابن ماجة وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ نَحْوَهٗ -

২৪৮৬. হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের বিকালে নিজের উম্মাত (হাজী) দের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। জবাব দেয়া হলো, অন্যের প্রতি জুলুম করা ছাড়া সকল গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আমি মযলুমের পক্ষ হয়ে যালেমকে পাকড়াও করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে রব! আপনি ইচ্ছা করলে মযলুমকে জান্নাত দিতে পারেন। আর যালেমকে পারেন ক্ষমা করতে। কিন্তু সেদিন বিকালে এর কোনো জবাব দেয়া হলো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় ভোরে উঠলেন। আবার তিনি সেই দোআ করলেন। তখন তিনি যা চেয়েছিলেন তা তাঁকে দেয়া হলো। হযরত আব্বাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। অথবা তিনি বলেছেন, মুচকী হাসলেন। এ সময় হযরত আবু বকর, ওমর রাঃ বললেন, আমাদের মা বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা তো এমন এক সময়, যখন আপনি কোনো সময়ই হাসেন না। আজ হাসার কারণ কি ? আল্লাহ সবসময় আপনাকে হাসিখুশী রাখুন। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর দুশমন, ইবলিস যখন জানতে পারলো, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মত (হাজীদেরকে) মাফ করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি উঠিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগলো আর বলতে লাগলো হায় আমার কপাল! হায় আমার দুর্ভাগ্য! ইবলিসের এ অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ।–ইবনে মাজাহ বায়হাকী

# ٥ـ باب الدفع من عرفة والمزدلفة

# ৫. আরাফাত ও মুযদালিফা হতে ফিরে আসা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٨٧ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ـ متفق عليه

২৪৮৭. হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার উসামা ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে আরাফাত হতে ফিরে আসার সময় কিভাবে চলছিলেন ? জবাবে উরওয়া বললেন, তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলছিলেন। যখনই তিনি পথ প্রশস্ত পেতেন দ্রুত চলতেন।

**ব্যাখ্যা :** 'দ্রুত চলতেন' অর্থাৎ সামনের নেক কাজ করার জন্য যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছা যায়।

٢٤٨٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَّضَرْبًا لِلْاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهٖ اِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ ـ رواه البخارى

২৪৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (বিদায় হজ্জে) আরাফার দিন আরাফাতের ময়দান হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে এসেছেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন হতে জোরে জোরে বাহন তাড়ানো ও উট মারার শব্দ শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি নিজের হাতের চাবুক দিয়ে পেছনে তাদের দিকে ইংগিত দিয়ে বললেন, হে লোকেরা! তোমরা ধীরে সুস্থে প্রশান্তির সাথে পথ চলো। উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়।–বুখারী

**ব্যাখ্যা :** উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়' অর্থাৎ হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম ঠিকমতো আদায় করাই প্রকৃত নেক কাজ।

٢٤٨٩ـ وَعَنْهُ اَنَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلٰى مِنًا فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ متفق عليه

২৪৮৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আরাফাতের ময়দান হতে ফিরে আসার সময় মুযদালিফা পর্যন্ত উসামা ইবনে যায়েদ নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সওয়ার ছিলেন। এরপর তিনি মুযদালিফা হতে মিনায় আসা পর্যন্ত (আমার বড় ভাই) ফযল ইবনে আব্বাসকেও সওয়ারীর পেছনে ওঠালেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া বলেছেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٩٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ـ رواه البخارى

২৪৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশার নামায মুযদালিফায় একত্রে পড়েছেন। প্রত্যেকটি নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইকামত দিয়েছেন। এ দুই নামাযের মাঝে কোনো নফল নামায পড়েননি। এদের পরেও পড়েননি।–বুখারী

٢٤٩١ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ لِمِيْقَاتِهَا اِلاَّ صَلٰوتَيْنِ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلّٰى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا ـ متفق عليه

২৪৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া ছাড়া আর কোনো নামায একত্রে পড়তে দেখিনি। আর ওইদিন ফজরের নামাযও তিনি সময়ের আগে আদায় করেছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٤٩٢ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ ـ متفق عليه

২৪৯২. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে নিজের পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদেরকে (শিশু ও নারী) সময়ের আগেই মিনার দিকে পাঠিয়েছিলেন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আরাফাত হতে ফিরে এসে মুযদালিফায় সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ম। কিন্তু অসুস্থতা, দুর্বলতা, নারী শিশু হলে আগেও মিনায় রওয়ানা হওয়া যায়।

٢٤٩٣ـ وَعَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِيْ عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتّٰى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِّنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِىْ يُرْمٰى بِهِ الْجَمْرَةَ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ ـ رواه مسلم

২৪৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ তাঁর (ছোট) ভাই ফযল ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। আর ফযল ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটের পেছনের আরোহী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের সন্ধ্যায় ও মুযদালিফায় ভোরে লোকদেরকে তাদের রওয়ানা করার সময় বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ধীরে সুস্থে প্রশান্তির সাথে চলবে। তিনি নিজেও নিজের উটনীকে মুহাস্সির না পৌছা পর্যন্ত সংযত রেখেছিলেন আর মুহাস্সির হলো মিনার অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি বললেন, 'তোমরা জামরাতে আঙুল দিয়ে মারার মতো ছোট পাথর (হাতে) লও। ফযল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পাথর মারা পর্যন্ত সবসময় তালবিয়া পড়ছিলেন।—মুসলিম

٢٤٩٤- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَاَوْضَعَ فِيْ وَادِيْ مُحَسِّرٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّيْ لاَ اَرٰكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا لَمْ اَجِدْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ اِلاَّ فِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيْ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَاْخِيْرٍ -

২৪৯৪. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা হতে ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা হলেন, লোকজনকেও ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তবে মুহাস্সির উপত্যকায় পৌছার পর উটকে কিছু তাড়া করলেন এবং তাদেরকে জামরায় আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো পাথর মারতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় তিনি বললেন, সম্ভবত এ বছরের পর আমি আর তোমাদেরকে দেখতে পাবো না।

সংকলক খতীব তাবেয়ী বলেন, এ হাদীসটি আমি বুখারী ও মুসলিমে পাইনি। তবে তিরমিযী কিছু আগ পাছ করে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**ব্যাখ্যা ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হুকুমে জানতে পেরেছিলেন, এ হজ্জ তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ। তাই সকলের কাছ থেকে তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন। আর এজন্যই এ হজ্জের নাম, 'বিদায় হজ্জ'।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٩٥-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَدْفَعُوْنَ مِنْ عَرَفَةَ حِيْنَ تَكُوْنُ الشَّمْسُ كَاَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوْهِهِمْ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِيْنَ تَكُوْنُ كَاَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَاِنَّا لاَنَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالشِّرْكِ - رواه البيهقي وَقَالَ خَطَبَنَا وَسَاقَهٗ نَحْوَهٗ -

২৪৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস ইবনে মাখরামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দান করে বললেন, জাহিলী যুগের মানুষেরা সূর্য অস্তের আগে মানুষের চেহারায় মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখা যেত তখন আরাফাতের ময়দান হতে রওয়ানা হতো। আর সূর্য উদয়ের পর মানুষের চেহারায় ওইভাবে মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখাতো তখন মুযদালিফা হতে রওয়ানা হতো। আর আমরা সূর্য ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতের ময়দান হতে রওয়ানা হবো না এবং সূর্য উঠার আগে মুযদালিফা হতে রওয়ানা হবো না। আমাদের নিয়ম-নীতি মূর্তিপূজক ও শিরক পন্থীদের নিয়ম-নীতির বিপরীত।–বায়হাকী শোআবুল ঈমান

**ব্যাখ্যা ঃ** সূর্য ওঠার পর ও অস্ত যাবার কিছু আগে সূর্যের কিরণ সোজাসোজী মানুষের চেহারায় এসে পড়ে। এ সময় মানুষ কোনো গিরিপথ অথবা উপত্যকায় থাকলে সূর্যের কিরণে তাদের চেহারাকে পাগড়ীর মতে দেখায়।

٢٤٩٦۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ أُبَيْنِيَّ لاَتَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ۔ رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২৪৯৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুযদালিফার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আবদুল মুত্তালিব বংশীয় বালকদেরকে গাধার উপর চড়িয়ে দিয়ে তাঁর আগেই মিনার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের উরু ছাপড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা সূর্য ওঠার আগে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না।–আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ।

**ব্যাখ্যা ঃ** এতে বুঝা গেলো রাত থাকতে পাথর নিক্ষেপ ঠিক নয়।

٢٤٩٧۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَاَفَاضَتْ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ اَلْيَوْمَ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا ۔ رواه ابو داؤد

২৪৯৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর আগের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালমাকে (মিনায়) পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ভোর হবার আগেই পাথর মারলেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে 'তাওয়াকে ইফাদা' করে আসলেন। আর সেই দিনটি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁর ঘরে থাকার দিন।–আবু দাউদ

**ব্যাখ্যা ঃ** এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রঃ রাতে পাথর মারা জায়েয মনে করেন। অন্যদিকে ইমাম আযম রঃ রাতে কংকর মারাকে হযরত উম্মে সালামার জন্য বিশেষ কারণে বিশেষ ব্যবস্থা বলে মনে করেন।

٢٤٩٨۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُلَبِّي الْمُقِيْمُ اَوِ الْمُعْتَمِرُ حَتّٰى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ۔ رواه ابو داؤد وَقَالَ وَرُوِىَ مَوْقُوْفًا عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ

২৪৯৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসী অথবা মক্কার বাইর থেকে আগমনকারী উমরাকারী তাওয়াফ করার সময় যে পর্যন্ত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ না করবে লাব্বাইকা বলতে থাকবে।–আবু দাউদ। তিনি বলেন, এ হাদীসটি মওকুফ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٩٩۔ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّهٗ سَمِعَ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ اَفَضْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْاَرْضَ حَتّٰى اَتٰى جَمْعًا ۔ رواه ابو داؤد

২৪৯৯. হযরত ইয়াকুব ইবনে আসেম ইবনে উরওয়া (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত শারীদ ইবনে ছুওয়াইদ-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আরাফাত হতে রওয়ানা হয়েছি। মুযদালিফায় না পৌছা পর্যন্ত তাঁর পা কোথাও মাটি স্পর্শ করেনি।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ 'পা কোথাও মাটি স্পর্শ না করার' অর্থ হলো আরাফাত থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত মাঝ পথে তিনি কোথাও নামেননি অথবা অবস্থান নেননি।

٢٥٠٠۔ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ فِى الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلٰوةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ اَ فَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَّبِعُوْنَ ذٰلِكَ اِلاَّ سُنَّتَهٗ ۔ رواه البخارى

২৫০০. হযরত ইবনে শিহাব (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র) সালেম রঃ বলেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় পৌছেন, (আমার পিতা) হযরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আরাফার দিনে আরাফাতের ময়দানে আমরা কিভাবে হজ্জের কাজ সম্পাদন করবো? সালেম বলেন, (আমি আমার পিতার জবাবের অপেক্ষা না করে) বললাম, আপনি যদি সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী কাজ করতে চান, তাহলে আরাফার দিন সকালে নামায পড়বেন (যোহর ও আসর এক সাথে যোহরের প্রথম সময়ে)। তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, সালেম ঠিক বলেছে। সাহাবীগণ যোহর ও আসরের নামায পড়তেন সুন্নাত অনুযায়ী। ইবনে শিহাব বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা করেছেন (অর্থাৎ যোহর ও আসর এক সাথে

পড়েছেন) ? সালেম বললেন, তাঁরা কি রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ করতেন ?–বুখারী

**ব্যাখ্যা ঃ** হযরত হোসাইনের শাহাদাতের পর হযরত আয়েশার বোন হযরত আসমার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ ৬৪ হিজরী সনে খিলাফতের দাবী করেন। ৭৩ হিজরী সনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য কুখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে নিয়োজিত করেন। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের শাহাদাত লাভ করেন। এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কা পাঠান। এ সময়ই হাজ্জাজ হযরত ইবনে ওমরকে আরাফাতের মাসআলা জিজ্ঞেস করে। এ ঘটনার প্রতিই হাদীসের ইংগিত।

❒

# ٦- باب رمى الجمار
## ৬. পাথর মারা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম মিনায় এসে উপস্থিত হলে শয়তান তাঁর নিকট আসে। হযরত আদম আঃ তাকে পাথর মারলে সে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঠিক একইভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে একই জায়গায় কুরবানী করতে পূর্ণ তৈরি হন ; তখনও শয়তান হযরত ইবরাহীমকে ধোকায় ফেলতে চেষ্টা করে। হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেন।

যেসব স্থানে পাথর মারা হয়, সেসব স্থানকে চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তী সময় সেখানে পাথরের স্তম্ভ তৈরি করা হয়। এ স্তম্ভকে 'জামরা' বলা হয়। এ জামরাকে লক্ষ্য করেই প্রতি বছর হাজী সাহেবগণ প্রতিকী শয়তানকে পাথর মেরে থাকেন। এ জামরা তিনটি। মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরা মসজিদে খায়েফের নিকট। একে জামরায়ে উলা বলে। তারপর জামরায়ে উসতা। এরপর জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা—বড় জামরা। আরাফাত হতে ফিরে আসার পর প্রথমে এ জামরাতুল কুবরাতে পাথর মারতে হয়।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٠١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَانِّيْ لاَ اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لاَاَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهِ - رواه مسلم

২৫০১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন সওয়ারীর উপর থেকে পাথর মারতে দেখেছি। তখন তিনি বলছিলেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের হজ্জের আহকাম শিখে নাও। এই হজ্জের পর আর আমি হজ্জ করতে পারব কিনা আমি তা জানি না।-মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** হেটে গিয়ে পাথর মারাই উত্তম। এখনকার যুগে তো কোনো সওয়ারীর উপর আরোহণ করে পাথর মারা অসম্ভব ব্যাপার। সওয়ারীর উপর আরোহণ করে পাথর মারাও যায় তা শিখাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে উঠে পাথর মেরেছিলেন।

٢٥٠٢- وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ - رواه مسلم

২৫০২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরায় খযফের পাথরের মতো পাথর মারতে দেখেছি।—মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** খযফের পাথর অর্থাৎ খেজুরের দানার ন্যায় ছোট ছোট পাথর। পাথর এর চেয়ে ছোট অথবা বড় হওয়া ঠিক নয়।

٢٥٠٣۔ وَعَنْهُ قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ۔ متفق عليه

২৫০৩. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন সকাল বেলায় ও এর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে পড়ার পর জামরায় পাথর মেরেছেন।-বুখারী, মুসলিম

٢٥٠٤۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَّسَارِهٖ وَمِنٰى عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُّكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ۔ متفق عليه

২৫০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল কুবরার নিকট পৌঁছে বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে এর উপর সাতটি পাথর মারলেন, এতে প্রত্যেকবার আল্লাহু আকবার বলেছেন। তারপর তিনি বলেন, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনিও এভাবে কংকর মেরেছেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে' বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এটা আরবী ভাষা বর্ণনার একটা সুন্দর রীতি। যেহেতু সূরা বাকারায়ই হজ্জের নিয়ম-নীতি বেশি বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসে এ সূরার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٥٠٥۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَاِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ ۔ رواه مسلم

২৫০৫. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসতেঞ্জার ঢেলা নিতে হয় বেজোড়, জামরায় পাথর মারা বেজোড়, সাফা মারওয়ায় সায়ী বেজোড়। তাওয়াফও করতে হয় বেজোড়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সুগন্ধী ধোয়া লাগায় সেও যেনো বেজোড় লাগায়।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সব কাজই বেজোড় করা উত্তম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٠٦۔ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَّلَا طَرْدٌ وَّلَيْسَ قِيْلُ اِلَيْكَ اِلَيْكَ ۔ رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي

২৫০৬. হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈদের দিন একটি লাল-সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর হতে জামরায় পাথর মারতে দেখেছি। সেখানে কাউকে আঘাত করা নেই। হুংকার নেই, সর সর শব্দও নেই।–শাফেয়ী, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

٢٥٠٧۔ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِاِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ ۔ رواه الترمذى والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫০৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাথর মারা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা, আল্লাহর যিকির কায়েম করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।–তিরমিযী ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٠٨۔ وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ نَبْنِيْ لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لاَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২৫০৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবীগণ আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি বাড়ী তৈরি করে দেবো ? যা আপনাকে সবসময় ছায়া দান করবে। জবাবে তিনি বললেন, না। মিনায় সে-ই তাবু খাটাবে যে প্রথমে আগমন করবে।–তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

ব্যাখ্যা ঃ এতে বুঝা গেল, ইবাদাতের স্থানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা সুযোগ রাখা ঠিক নয়। যে আগে আসবে, আগে স্থান করে নেবে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٠٩۔ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وُقُوْفًا طَوِيْلاً يُكَبِّرُ اللّٰهَ وَيُسَبِّحُهٗ وَيَحْمَدُهٗ وَيَدْعُوا اللّٰهَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ۔ رواه مالك

২৫০৯. তাবেয়ী হযরত নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ প্রথম দুই জামরায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ও আল হামদুলিল্লাহ বলতেন এবং দোয়া করতেন। কিন্তু তিনি জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না।–মালিক

## ٧- باب الهدى

## ৭. কুরবানীর পশুর বর্ণনা

যে সকল পশু মক্কার হেরেমে কুরবানীর জন্য পাঠানো হয় তাকেই 'হাদইউন' (هدى) বলা হয়। ইসলাম পূর্ব যুগেও মুশরিক আরবরা হজ্জ ও উমরা পালন করতো ও হেরেমে কুরবানী করতো। যারা যেতে পারতো না, তারা কুরবানীর জন্য পশু পাঠাতো।

এসব কুরবানীর পশু পথিমধ্যে যাতে লুণ্ঠিত না হয় অথবা কেউ এর উপর আরোহণ না করে ; ধনীরা এর গোশত না খায়, হারিয়ে গেলে পাওয়া যায় এজন্য এ ধরনের পশুতে দুই ধরনের চিহ্ন থাকতো—(১) পশুর কুঁজের এক পাশে চিরে দেয়া হতো (২) গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয়া হতো। পূর্ব প্রচলিত এ নিয়মকে ইসলাম বহাল রাখে এ একই কারণে।

এ সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের কুরবানীর জন্য পাঠানো পশুর, আর গলায় মালা ঝুলানো পশুর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করো না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানায়ে কা'বায় উমরার জন্য রওয়ানা হয়ে যাবার সময় হুদায়বিয়ার প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। সে সময়ও তার সাথে ৬০টি কুরবানীর পশু ছিলো। পরের বছর শর্ত অনুযায়ী উমরা আদায় করতে যাওয়ার সময় তাঁর সাথে ছিলো ৭০টি কুরবানীর উট। ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ করে পাঠাবার সময়ও তাঁর সাথে কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন। সর্বশেষ ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে করে নেয়া ১০০টি পশু কুরবানী করেছিলেন।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥١٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَاَشْعَرَهَا فِىْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهٗ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ - رواه مسلم

২৫১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলায়ফায় যোহরের নামায পড়লেন, এরপর তিনি তার কুরবানীর পশু ('হাদইউন') আনালেন। এর কূঁজের ডান দিকে চিরে দিলেন। তারপর এর রক্ত মুছে ফেলে গলায় দুই জুতার একটি মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার বাহনে আরোহণ করলেন। (সামনে গিয়ে) বায়দাতে বাহন সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের তালবিয়া বললেন।–মুসলিম

٢٥١١۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً اِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا ۔ متفق عليه

২৫১১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বায়তুল্লাহর কুরবানীর পশু হিসাবে (হাদউইন্) একপাল ছাগল-ভেড়া পাঠালেন এবং পালের গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ছাগল ভেড়ার কূঁজ চিরা যায় না। এটা নিয়মও ছিলো না।

٢٥١٢۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَّوْمَ النَّحْرِ ۔ مسلم

২৫১২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (মিনায়) হযরত আয়েশার পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।–মুসলিম

٢٥١٣۔ وَعَنْهُ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِّسَائِهٖ بَقَرَةً فِيْ حَجَّتِهٖ ۔ رواه مسلم

২৫১৩. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজ্জে তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন। –মুসলিম

٢٥١٤۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَاَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ اُحِلَّ لَهٗ ۔ متفق عليه

২৫১৪. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর মালা আমি আমার নিজ হাতে তৈরি করেছি। এরপর তিনি তা পশুদের গলায় পরিয়েছেন এবং এগুলোর কুঁজ চিরে দিয়েছেন। অতপর এগুলোকে 'হাদইউন' অর্থাৎ কুরবানীর পশু হিসেবে পাঠিয়েছেন। এতে তার পক্ষে কোনো জিনিস হারাম হয়নি যা তার জন্য আগে হালাল ছিল।–বুখারী, মুসলিম

٢٥١٥۔ وَعَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِيْ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِيْ ۔ متفق عليه

২৫১৫. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল তা দিয়ে আমি (রসূলুল্লাহর) কুরবানীর পশুর (হাদঈ) মালা তৈরি করেছি। অতপর হুজুর তাকে আমার পিতার সাথে মক্কায় পাঠিয়েছেন।-বুখারী, মুসলিম

٢٥١٦۔وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَّسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوِ الثَّالِثَةِ ۔ متفق عليه

২৫১৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি যখন বললেন, এর উপর চড়ে যাও। ওই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা যে কুরবানীর উট (হাদই)। তিনি বললেন, চড়ো! সে পুনরায় বললো, এটা যে কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারে বললেন, আরে হতভাগ্য এর উপর চড়ো।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা নিষেধ। তবে খুব ঠেকে গেলে ভিন্ন কথা। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই বোধ হয় তাকে উটের উপর চড়তে বলেছেন।

٢٥١٧ـ وَعَنْ أَبِىْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْىِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا ـ رواه مسلم

২৫১৭. হযরত আবু যুবায়র (তাবেয়ী) রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে কুরবানীর উটের উপর সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি এর উপর আরোহণ করতে পারো কষ্ট না দিয়ে সুন্দরভাবে, যদি তুমি অন্য সওয়ারী না পেয়ে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ো।–মুসলিম

٢٥١٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ بَدَنَةً مَّعَ رَجُلٍ وَاَمَّرَهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا اُبْدِعَ عَلَىَّ مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبَغْ نَعْلَيْهَا فِىْ دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَاْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ ـ رواه مسلم

২৫১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তির সাথে কুরবানী করার জন্য মক্কায় ১৬টি উটনী পাঠালেন এবং তাকে কুরবানী করার জন্য হুকুম দিয়ে দিলেন। সে লোকটি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ উটগুলোর কোনটি যদি পথে অচল হয়ে পড়ে তখন আমি কি করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরবানী করে দেবে। এরপর এর মালার জুতা দুটি এর রক্তে রঞ্জিত করে পাশে রেখে দেবে। তবে তুমি ও তোমার সাথীদের কেউ এর গোশত খাবে না।–মুসলিম

٢٥١٩ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ـ رواه مسلم

২৫১৯. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট ও এভাবে সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছি।–মুসলিম

٢٥٢٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُّقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ـ متفق عليه

২৫২০. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার এক ব্যক্তির নিকট আসলেন। দেখলেন ওই ব্যক্তি উটকে বসিয়ে 'নহর' করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি তাকে বললেন উটকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে 'নহর' করো। এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ বাম পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় উটের বুকে ছুরি মারাকে 'নহর' বলে। উট কুরবানীর এটা নিয়ম। গরু ছাগল বাম পাশে শুইয়ে গলায় ছুরি চালানো সুন্নত।**

٢٥٢١۔ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهٖ وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَاَجِلَّتِهَا وَاَنْ لاَّ اُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا ۔ متفق عليه

২৫২১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় হজ্জে কুরবানীর উটগুলো দেখাশুনা করতে ও এর গোশত, চামড়া ঝুল (গরীবদের মধ্যে) বন্টন করে দিতে এবং কসাইকে এর কিছু না দিতে হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কসাইকে তার পারিশ্রমিক আমরা আমাদের নিজের কাছ থেকে দিবো।
–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ ঝুল অর্থাৎ (পশুর গায়ের কাপড়) বলগা, চামড়া সদকা করে দিতে হয়। আর এসব যদি বিক্রি করে দেয়া হয় তাহলে এর মূল্য মিসকীনকে সদকা করে দিতে হয়।**

٢٥٢٢۔وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لاَنَاْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلٰثٍ فَرَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَاَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا ۔ متفق عليه

২৫২২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে বললেন, তিন দিনের বেশি সময় ধরে খেতে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে পারো। সুতরাং আমরা খেতে লাগলাম ও রেখে দিতে লাগলাম।–বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٢٣۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهْدٰى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِىْ هَدَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمَلاً كَانَ لِاَبِىْ جَهْلٍ فِىْ رَأْسِهٖ بُرَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ يَغِيْظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ رواه ابو داؤد

২৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার বছর নিজের কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে আবু জেহেলের একটি উটকেও কুরবানীর পশু হিসাবে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এর নাকে ছিলো একটি রূপার বলয়। অপর বর্ণনায় আছে সোনার বলয়। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের মনঃকষ্ট উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ বদর যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হবার পর তার এ উটটি গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানরা লাভ করেছিলেন।

٢٥٢٤ـ وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُوْنَهَا ـ رواه مالك والترمذى وابن ماجة وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نَاجِيَةَ الْاَسْلَمِيِّ

২৫২৪. হযরত নাজিয়া খোযায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে কুরবানীর পশু পথে অচল ও অক্ষম হয়ে পড়বে একে আমি কি করবো ? জবাবে তিনি বললেন, একে নহর (কুরবানী) করে দেবে। এর মালার জুতা এর রক্তে ডুবিয়ে পার্শ্বের উপর রেখে দিবে। এরপর এ কুরবানী করা পশুকে মানুষের জন্য রেখে যাবে। তারা এর গোশত খাবে।–মালিক

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নানুযায়ী ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরার নিয়তে মক্কা যাবার ইচ্ছা করছিলেন। সে সময় প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুসহ আগেই মক্কার পথে রওয়ানা করে দিয়েছিলেন।

٢٥٢٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِيْ قَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ـ رواه ابو داؤد وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِيْ بَابِ الْاُضْحِيَّةِ ـ

২৫২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর দিনটিও মহান দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন। এরপর দ্বিতীয় দিন। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, এ দিনে পাঁচ কি ছয়টি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো। উটগুলো নিজদেরকে তাঁর নিকট আগে কুরবানী হবে সেজন্য পেশ করতে লাগলো। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, উটগুলো মাটিতে শুইয়ে গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নস্বরে কিছু কথা বললেন, যা আমরা বুঝতে পারলাম না। আমি কাছের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন ? সে ব্যক্তি বললো, তিনি বলেছেন, যে চায় তা কেটে নিতে পারে।–আবু দাউদ। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবেরের হাদীস 'আযহিয়্যা' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٢٦ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِىَ قَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَاَرَدْتُّ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهِمْ ـ متفق عليه

২৫২৬. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার দুর্ভিক্ষের বছর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানী করবে তৃতীয় দিনের পর তার ঘরে যেনো কুরবানীর গোশতের কিছু বাকী না থাকে। সালামা বলেন, পরবর্তী বছর এলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিগত বছর যা করেছিলাম এ বছর কি তা-ই করবো? তিনি বললেন, না, তোমরা খাও। অন্যদেরকেও খাওয়াও। যদি চাও কিছু জমা করে রাখো। গত বছর তো মানুষের অভাব ছিলো। তাই আমি চেয়েছিলাম তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** এ হাদীসটি ২৫২২ হাদীসের ব্যাখ্যা।

٢٥٢٧ـ وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَاْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلٰثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ جَاءَ اللّٰهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوا اَلاَ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَّذِكْرِ اللّٰهِ ـ رواه ابو داؤد

২৫২৭. হযরত নুবাইশা হুযামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গত বছর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে বারণ করেছিলাম। কারণ ওই গোশত যেনো তোমাদের জন্য ও অভাবীদের জন্য যথেষ্ট হয়। এ বছর আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব এ বছর তোমরা খাও ও জমা রাখো। দান করে নেক অর্জন করো। জেনে রাখো (ঈদের) এ কয়দিন হলো খাবার দাবার ও আল্লাহর যিকিরের দিন।–আবু দাউদ

❑

# ٨ ـ باب الحلق

## ৮. মস্তক মুণ্ডন

মাথার চুল কামিয়ে ফেলা অথবা চুল ছাটা হজ্জ ও উমরার একটি অংশ। এটা ওয়াজিব। উমরার সময় মাথা কামাতে অথবা ছাটাইতে হয় সায়ী করার পর মারওয়ায়। হজ্জ করতে হয় কুরবানী করার পর মিনায়। মাথা কামিয়ে ফেলা চুল ছাটার চেয়ে উত্তম। তবে হজ্জে তামাত্তুকারীদের পক্ষে উমরার ছাটানোই উত্তম। এতে হজ্জের পর মাথা কামানোর জন্য কিছু চুল থাকে।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٢٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَلَقَ رَاْسَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوَادَعِ وَاُنَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ ـ متفق عليه

২৫২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবী বিদায় হজ্জে মাথা কামিয়েছেন। আবার কেউ মাথার চুল ছাটিয়ে ছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٢٩ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِىْ مُعَاوِيَةُ اِنِّىْ قَصَّرْتُ مِنْ رَّأْسِ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ ـ متفق عليه

২৫২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ আমাকে বলেছেন, আমি মারওয়ার কাছে কাঁচি দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ছেটেছি।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** সম্ভবত এটা হোদাইবিয়ার পর ৭ম হিজরীর কাযা উমরার অথবা ৮ম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় জিরানা হতে করা উমরার ঘটনা। কারণ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ মিনাতেই করেছেন।

٢٥٣٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ ـ متفق عليه

২৫৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন, হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তুমি তাদের উপর রহমত করো। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যারা মাথা ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাতা ছেটেছে তাদের প্রতিও। এবার তৃতীয়বার তিনি বললেন, "যারা মাথা ছেটেছে তাদের প্রতিও।"–বুখারী, মুসলিম

٢٥٣١۔ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلٰثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً ۔ رواه مسلم

২৫৩১. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে হোসাইন তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেছেন। তার দাদী বলেছেন, বিদায় হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করতে শুনেছি। আর যারা মাথা ছেটেছেন তাদের জন্য মাত্র একবার।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য কোনো হাদীসে দুইবার আবার কোনো হাদীসে তিনবার দোয়া করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

٢٥٣٢۔ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتٰى مِنٰى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتٰى مَنْزِلَهُ بِمِنٰى وَنَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ۔ متفق عليه

২৫৩২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরাতে গেলেন। এতে কংকর মারলেন, তাঁরপর তিনি মিনায় উপস্থিত তাঁর তাবুতে ফেরত এলেন এবং কুরবানীর জানোয়ারগুলো যবেহ করলেন। এরপর তিনি নাপিত ডেকে আনে তাঁর মাথার ডানদিক (তার দিকে) বাড়িয়ে দিলেন। নাপিত তা মুণ্ডন করলো। তারপর তিনি আবু তালহা আনসারীকে ডেকে এনে তার কাছে চুলগুলো দিলেন। এরপর নাপিতের দিকে মাথার বাম দিক বাড়িয়ে দিলেন ও বললেন মুণ্ডন করো। নাপিত মুণ্ডন করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুণ্ডিত চুল আবু তালহাকে দিয়ে বললেন, যাও এগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দাও।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٣٣۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ ۔ متفق عليه

২৫৩৩. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এহরাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়েছি এবং কুরবানী করার দিন বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বেও এমন সুগন্ধি লাগিয়েছি যাতে মেশ্‌ক ছিলো।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٣٤۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنٰى ۔ رواه مسلم

২৫৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মক্কায় গিয়ে 'তাওয়াফুল ইফাযা' আদায় করলেন। এরপর তিনি মিনায় ফিরে যোহরের নামায পড়লেন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মক্কায়ই যোহরের নামায পড়েছেন। এ হাদীসে মিনায় যোহর পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসের মিল হলো সম্ভব সাহাবীগণ মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যোহরের নামায পড়তে দেরী করেছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٣٥- عَنْ عَلِيٍّ وَّعَائِشَةَ قَالاَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا - رواه الترمذى

২৫৩৫. হযরত আলী রাঃ ও হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে তার মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।–তিরমিযী।

٢٥٣٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ - رواه ابو داؤد والدارمى وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

২৫৩৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্ত্রীলোকের প্রতি মাথা মুড়ান নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি রয়েছে মাথা ছাঁটান।
–আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জ ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে মাথা মুড়ান বা ছাঁটান জায়েয নয়।

[এ অধ্যায়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদ নেই]

□

# ٩- باب التحلل ونقلهم بعض الاعمال على بعض
## ৯. হজ্জের বিভিন্ন আমলে আগ পর করা

হজ্জের ফরয আমল। যেমন ইহরাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান করা, তাওয়াফুল ইফাযা করা এবং এসব আমলের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয। এসব ক্রমিকে আগ পর হয়ে গেলে হজ্জ আদায় হবে না।

আর ওয়াজিব আমল। যেমন কংকর মারা, কুরবানী করা, মাথার চুল কামানো, এগুলোর মধ্যে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এসব আমলে আগ পাচ হয়ে গেলে, কাফফারা হিসাবে হানাফী মতে একটি ছাগ বা ভেড়া কুরবানী দিতে হবে। এটাকেই 'দম' বলে।

এভাবে ফরয আমল ওয়াজিব আমলের মধ্যে আগ পরে হয়ে গেলে 'দম' দিতে হবে। যেমন, কংকর মারা বা মাথা কামানোর আগে তাওয়াফে ইফাযা করা হলে।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ فَقَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ الاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَقَالَ اَفَضْتُ اِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ

২৫৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে মিনায় জনসমাগমে এসে উপস্থিত হলেন, যেন মানুষ তাঁর থেকে মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করে নিতে পারে। এতএব এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি না জেনে কুরবানীর আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। জবাবে তিনি বললেন, এতে দোষ নেই। এখন কুরবানী করো। আর এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো। আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, তাতে গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো। মোটকথা আগে পিছে করার যে কোনো আমলের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি বলতেন, তাতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন করো।–বুখারী মুসলিম। কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায়, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, আমি কংকর মারার পূর্বে মাথার চুল কেটে ফেলেছি। উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে তাওয়াফুল ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, তাতে কোনো গুনাহ হবে না। (এখন কংকর মারো)।

٢٥٣٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ لاَحَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَحَرَجَ - رواه البخارى

২৫৩৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন মিনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যতিক্রম আমলের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এ সময় এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আমি পাথর মেরেছি সন্ধ্যার পর। উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না।–বুখারী

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٣٩- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ اَحْلِقْ اَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ وَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ - رواه الترمذى

২৫৩৯. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মাথা কামানোর আগে তাওয়াফুল ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন মাথার চুল কাটো বা ছাটো। এরপর আর ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো।–তিরমিযী

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٤٠- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهُ فَمِنْ قَائِلٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ اَوْ اَخَّرْتُ شَيْئًا اَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لاَحَرَجَ اِلاَّ عَلٰى رَجُلٍ نِ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَّهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَرِجَ وَهَلَكَ - رواه ابو داؤد

২৫৪০. হযরত উসামা ইবনে শরীক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জে বের হলাম। দেখলাম, লোকদের কেউ তাঁর নিকট এসে বলছে। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাওয়াফ করেছি বা অমুক কাজ আগে করেছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এতে গুনাহ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করে কোনো মুসলমানের মানহানি ঘটাবে সে বড়ো গুনাহর কাজ করেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে।–আবু দাউদ

# ١٠- باب خطبة يوم النحر ورمى ايام التشريق والتوديع

# ১০. কুরবানীর দিনের ভাষণ আইয়ামে তাশরীকে পাথর মারা ও বিদায়ী তাওয়াফ করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٤١- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اثْنٰى عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ وَقَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ - متفق عليه

২৫৪১. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (১০ যিলহজ্জ) আমাদের সামনে এক ভাষণ দান করেন ও বলেন, বছর ঘুরে এসেছে। সে তারিখের গঠন অনুযায়ী, যে তারিখে আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। বছর বারো মাসে। এর মধ্যে চারমাস হারাম বা সম্মানিত মাস। তিন মাস পরপর এক সাথেই। যিলকাদা, যিলহজ্জ ও মুহাররাম। চতুর্থ মাস মুদার গোত্রের রজব মাস। যে মাস জমাদিউল উখরা ও শাবানের মাঝখানে।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা কোনো মাস? আমরা জবাব দিলাম—আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে বেশি ভালো জানেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম তিনি হয়ত এ মাসের অন্য কোনো নাম বলবেন। অতপর তিনি বললেন, এ মাস কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ এ মাস যিলহজ্জ মাস। এবার তিনি বললেন, এ শহর কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ভালো জানেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি বুঝি এ শহরের অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি বললেন, এ শহর কি মক্কা শহর না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এ শহর মক্কা শহর, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর তিনি বললেন, এটা কোন্ দিন?

আমরা জবাবে বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই তা ভালো জানেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি বুঝি এর অন্য কোনো নাম বলবেন। তারপর তিনি বললেন, এটা কুরবানীর দিন নয় ? আমরা বললাম, হ্যাঁ কুরবানীর দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন তোমাদের এ মাস এ শহর এ দিন পবিত্র। তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে পৌছবে, আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পর তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে একে অন্যের জীবন সংহার করো না। তোমরা বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর হুকুম পৌছিয়ে দেইনি ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। এরপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে একথা শুনিয়ে দেয়। কেননা এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাকে পরে পৌছানো হয়। সে মূল শ্রোতা হতেও বেশি সমঝদার ও সংরক্ষণকারী হতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ 'মুদার গোত্রের রযব মাস' মানে হলো এ মাসকে 'মুদার গোত্র' খুব বেশি সম্মান প্রদর্শন করতো। তাই তাদের বংশের নামের সাথে রযব মাসকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

٢٥٤٢وَعَنْ وَبْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا . رواه البخارى

২৫৪২. হযরত ওবারা তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কবে পাথর মারবো ? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যেদিন মারবে সেদিন তুমি পাথর মারবে। আমি আবার তাঁকে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম। সূর্য ঢলে গেলে আমরা পাথর মারতাম।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বলতে এখানে খলিফা বা তার প্রতিনিধি বা সময়ের প্রাজ্ঞ ও নেতৃশ্রেণীর লোককে বুঝানো হয়েছে।

٢٥٤٣. وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ طَوِيْلاً وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ . رواه البخارى

২৫৪৩. হযরত সালেম (তাঁর পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে রাঃ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রথম জামরায় সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকরের পর 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর তিনি কিছুদূর আগে বেড়ে নরম মাটিতে

যেতেন। সেখানে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘ সময় হাত তুলে দোয়া করতেন। এরপর জামরায়ে উস্তায় এসে আবার সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকরের সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর বাম দিকে কিছু দূর এগিয়ে নরম মাটিতে পৌঁছে কা'বার দিক মুখ ফিরিয়ে দোয়া করতেন। এরপর জামরাতুল আকাবায় গিয়ে খোলা জায়গা হতে সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকর মারার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। কিন্তু এর কাছে দাঁড়াতেন না। বরং নিজের গন্তব্য পথে রওনা হতেন এবং বলতেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে কংকর মারতে দেখেছি।-বুখারী

٢٥٤٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِّنْ اَجْلِ سِقَايَتِهٖ فَاَذِنَ لَهٗ - متفق عليه

২৫৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব লোকদেরকে পানি পান করাবার জন্য মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।-বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় থাকার নিয়ম। হাজীদের পানি পান করাবার দায়িত্ব হযরত আব্বাস রাঃ-এর থাকার কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ সময় মক্কায় থাকতে বলেছেন।

٢٥٤٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ اِلٰى اُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِّنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اَسْقِنِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اَسْقِنِىْ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ اعْمَلُوْا فَاِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى اَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى عَاتِقِهٖ - رواه البخارى

২৫৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পানি পান' বিভাগে এসে পানি চাইলেন। তখন আমার পিতা আব্বাস রাঃ আমার ভাইকে বললেন, ফযল! তোমার মায়ের কাছে যাও। তার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার পানি এনে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এখান থেকে পানি পান করাও। আমার পিতা তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে লোকেরা হাত দেয়। তখন তিনি বললেন, আমাকে এখান থেকেই পানি পান করান। এরপর তিনি এখান থেকেই পানি পান করলেন। এরপর তিনি যমযমের দিকে গেলেন। তখনো তারা পানি পান করছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেন, কাজ করতে থাকো। তোমরা নেক কাজ করায় ব্যস্ত আছো। তারপর তিনি বললেন, যদি লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করার আশংকা আমার না থাকতো, তাহলে

আমি সওয়ারী হতে নেমে এতে রশি নিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, 'এতে' বলে তিনি নিজের কাঁধের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।–বুখারী

٢٥٤٦- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ - رواه البخارى

২৫৪৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিলহজ্জ মাসের তেরো তারিখ মিনা হতে রওনা হয়ে) হাস্‌সাব নামক জায়গায় যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। এরপর এখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। অতপর ওখান থেকে খানায়ে কা'বার দিকে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন ও কাবা শরীফ পৌঁছলেন ও তাওয়াফে বেদা সমাপন করলেন।–বুখারী

٢٥٤٧- وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قَالَ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ - متفق عليه

২৫৪৭. হযরত আবদুল আযীয ইবনে রুফাইর (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, এ বিষয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা জেনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি ৮ তারিখে যোহরের নামায কোথায় পড়েছেন ? হযরত আনাস জবাবে বললেন, 'মিনায়'। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ১৩ তারিখে মদীনায় রওনা হবার দিন আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন ? তিনি বললেন, আবতাহে, এরপর হযরত আনাস বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের নেতৃবৃন্দ যেভাবে করেন সেভাবে করবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُوْلُ الْاَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَنَّهُ كَانَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ اِذَا خَرَجَ - متفق عليه

২৫৪৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবতাহে' অবতরণ ও অবস্থান সুন্নাত নয়, (মদীনার) দিকে রওনা হওয়া 'আবতাহ' হতে সহজ ছিলো বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জায়গায় নেমেছেন ও অবস্থান নিয়েছেন।
–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মিনা হতে মক্কায় রওনা হবার পথে মুহাসসাব বা 'আবতাহে' নামা ও অবস্থান গ্রহণ করা হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাসের নিকট সুন্নাত নয়। খোলাফায়ে রাশেদার নিকট সুন্নাত। তাঁরা এখানে নেমেছেন।

٢٥٤٩- وَعَنْهَا قَالَتْ اَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِىْ وَانْتَظَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ فَاَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ

بِهٖ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَاوَجَدْتُهٗ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ اَبِىْ دَاوٗدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَّسِيْرٍ فِىْ اٰخِرِهٖ ـ

২৫৪৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'তানয়ীম' হতে উমরার ইহরাম বেঁধেছি। মক্কায় পৌছে আমি আমার কাযা উমরা আদায় করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবতাহে এসে আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তিনি জনগণকে মদীনার দিকে রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। নিজেও রওনা হলেন। বায়তুল্লাহ পৌছে ফজরের নামাযের আগে বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। এরপর মদীনার দিকে রওনা হলেন।

মিশকাত সংকলক বলেন, ইমাম বাগাবী এ হাদীসকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিলেও আমি তা বুখারী, মুসলিমে পাইনি। কিছু তারতম্যসহ তা আবু দাউদে রয়েছে।

٢٥٥٠ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَيَنْفِرَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ ـ متفق عليه

২৫৫০. হযরত অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জের কাজ করার পর শেষ তাওয়াফ না করেই) লোকজন দেশের দিকে ফিরতে শুরু করতো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, তোমাদের কেউ যেনো বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাত না করে বাড়ীর দিকে রওনা না হয়। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ এর ব্যতিক্রম।
–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ শেষ তাওয়াফ ওয়াজিব।

٢٥٥١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا اَرَانِىْ اِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ ـ متفق عليه

২৫৫১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা হতে রওনা হবার রাতেই বিবি সাফিয়ার মাসিক শুরু হলো, হযরত সাফিয়া বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে দিলাম। (আমি শেষ তাওয়াফ করিনি) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধ্বংস হোক নিপাত যাক। সে কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেনি ? বলা হলো, হ্যাঁ করেছে। তিনি বললেন, তবে যাত্রা শুরু করো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বুঝা গেলো বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও ঋতুমতীদের জন্য মাফ। যদি তাওয়াফে ইফাদা করে থাকে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٥٢ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ قَالَ فَاِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ لاَيَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى نَفْسِهِ اَلاَ لاَيَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ اَلاَ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يُّعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهٗ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهٖ ـ رواه ابن ماجة والترمذى وَصَحَّحَهٗ

২৫৫২. হযরত আমর ইবনুল আহওয়াস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। হে লোকেরা! এটা কোন্ দিন ? লোকেরা বললো, এটা হজ্জে আকবরের দিন। তিনি তখন বললেন, (মনে রাখবে) তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমারে ইয্যত, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে হারাম। যেমন আজকের এ দিন এ শহরে হারাম। হুশিয়ার! কোনো অপরাধকারী যেনো তার জীবনের উপর যুলুম না করে। সাবধান! কোনো অপরাধী যেনো নিজের সন্তানের উপর যুলুম না করে। কোনো সন্তান যেনো তার পিতার প্রতি যুলুম না করে। সাবধান! চিরদিনের জন্য শয়তান এ শহরে তার কোনো পূজা হবে (একথা হতে) নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের যে সব কাজের মাঝ দিয়ে তার অনুকরণ করা হবে, সেসব কাজ তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। কিন্তু তাতে সে খুশী হবে।–ইবনে মাজাহ, তিরমিযী। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

٢٥٥٣ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحٰى عَلٰى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَّقَاعِدٍ ـ رواه ابو داؤد

২৫৫৩. হযরত রাফে ইবনে আমর মুযানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরের উপর থেকে মিনায় ভাষণ দিতে দেখেছি। তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছিলো। হযরত আলী রাঃ তাঁর বক্তব্যকে উচ্চস্বরে লোকদের কাছে পৌঁছাচ্ছিলেন। লোকজনের কেউ তখন দাঁড়ানো ছিলো, কেউ বসা ছিলো।–আবু দাউদ

٢٥٥٤ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اِلَى اللَّيْلِ ـ رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৫৫৪. হযরত আয়েশা রাঃ ও ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১০ তারিখে) কুরবানীর দিনের যিয়ারাত রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারাত রাত পর্যন্তও করা যায়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের আগেই তা সমাপন করেছেন।

٢٥٥٥ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِيْ اَفَاضَ فِيْهِ ـ رواه ابو داؤد وابن ماجة

২৫৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তাওয়াফে ইফাদায় সাত পাকে রমল করেননি।

–আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ এতে বুঝা যায় তাওয়াফে ইফাদায় রমল নেই।

٢٥٥٦۔ وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَمٰى اَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ النِّسَاءَ ۔ رواه فى شرح السنة وَقَالَ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ وَفِيْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ النِّسَاءَ

২৫৫৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ (১০ তারিখে) জামরাতুল আকাবায় পাথর মারার পর স্ত্রী সহবাস ছাড়া তার জন্য আর সকল কাজ হালাল হয়ে যাবে।–শরহে সুন্নাহ। ইমাম বাগাবী বলেছেন, এর সনদ দুর্বল। কিন্তু আহমাদ ও নাসায়ী হযরত ইবনে আব্বাস হতে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা শেষ করবে তার জন্য স্ত্রীর সাথে মিলন ছাড়া আর সব কাজ হালাল হয়ে গেলো।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য বর্ণনায় মাথার চুল কাটার কথাও আছে। তাই কারো কারো মতে মাথা মুণ্ডানোর আগে হালাল হওয়া যাবে না।

٢٥٥٧۔ وَعَنْهَا قَالَتْ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهٖ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مِنًا فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِى الثَّالِثَةَ فَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ۔ رواه ابو داؤد

২৫৫৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ার পর দিনের শেষ বেলায় তাওয়াফে ইফাদা সমাপন করেন। তারপর আবার মিনায় ফিরে এলেন। আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো তিনি মিনায় অবস্থান করলেন। এ দিনগুলোতে তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর জামরায় সাতটি করে পাথর মারতেন। প্রত্যেক পাথর মারার সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার নিকট দাঁড়িয়ে তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতেন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তৃতীয় জামরায় (পাথর মারার পর) অপেক্ষা করতেন না।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ 'আইয়ামে তাশরীফের দিনগুলো' অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ।

٢٥٥٨۔ وَعَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ اَنْ يَّرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْىَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوْهُ فِيْ اَحَدِهِمَا ۔ رواه مالك والترمذى والنسائى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২৫৫৮. হযরত আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসেম ইবনে আদী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চালকদেরকে মিনায় রাত যাপন না করার এবং কুরবানীর তারিখে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারার পর দুই দিনের কাঁকর একদিনে মারতে অনুমতি দিয়েছিলেন।–মালিক, তিরমিযী নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা ঃ মিনায় রাত যাপন করলে উট চরাবার অসুবিধা হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অনুমতি দিয়েছিলেন।

❑

# ١١- باب مايجتنبه المحرم

# ১১. ইহ্রাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

ইহ্রাম অবস্থায় কিছু কাজ করা নিষেধ। এগুলোকে 'মামনূআতে ইহ্রাম' বা 'মাহ্যূরাতে ইহরাম' বলে। মুহরিমের জন্য সেলাই করা কাপড় ও রঙীন পোশাক পড়া নিষেধ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَتَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَّيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرَسٌ - متفق عليه وَزَادَ الْبُخَارِىُّ فِىْ رِوَايَةٍ وَّلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ -

২৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কোন্ ধরনের পোশাক পরবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জামা, পাগড়ি, পাজামা, টুপী, মোজা পরবে না। তবে যে লোকের জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে। কিন্তু মোজাকে পায়ের পাতার উঁচু হাড়ের নীচে হতে কেটে দিবে। এমন কোনো কাপড়ও পরবে না যাতে জাফরানের ও ওর্সের রং আছে।–বুখারী, মুসলিম

বুখারীর এক বর্ণনায় আরো একটু বেশি আছে—মুহরিমা মহিলা বোরখা পরবে না, দাস্তানাও পরবে না।

٢٥٦٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَاِذَا لَمْ يَجِدْ اِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيْلَ - متفق عليه

২৫৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ভাষণে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি জুতা না পেলে মোজা পরতে পারবে। সেলাইবিহীন লুঙ্গী না পেলে পাজামা পরতে পারবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٦١- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ اَعْرَابِىٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ

وَهٰذِهٖ عَلَىَّ فَقَالَ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِىْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَاَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ ـ متفق عليه

২৫৬১. হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জি'রানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন বেদুঈন আসলো। তার গায়ে ছিলো জুব্বা আর শরীরে ছিলো সুগন্ধি ছিটানো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি। আর আমার শরীরে এসব আছে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি আছে তা তিনবার করে ধুয়ে ফেলো, আর জুব্বা খুলে ফেলো। তারপর হজ্জে যা করো উমরাতেও তা করো।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٦٢ـ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ ـ رواه مسلم

২৫৬২. হযরত উসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমরাম অবস্থায় বিয়ে করবে না, বিয়ে দেবে না এমন কি বিয়ের প্রস্তাবও করবে না।–মুসলিম

٢٥٦٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ متفق عليه

২৫৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন ইহ্‌রাম অবস্থায়।
–বুখারী, মুসলিম

٢٥٦٤ـ وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ ابْنِ اُخْتِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ـ رواه مسلم قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْىُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهٗ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ اَمْرُ تَزْوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ ـ

২৫৬৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার বোন পুত হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসাম তাবেয়ী তাঁর খালা মায়মুনা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায় (ইহ্‌রাম অবস্থায় নয়)।–মুসলিম

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী রহঃ বলেন, অধিকাংশ শাফেয়ী ইমামের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়, আর বিয়ের ঘটনা প্রকাশ করেছেন ইহরাম অবস্থায়। মক্কা হতে মদীনায় যাবার পথে সারেফ নামক স্থানে মিলিত হয়েছেন।

কিন্তু হানাফী ইমামগণের কাছে ইয়াযীদ ইবনে আসামের হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসের সাথে তুলনা হতে পারে না।

٢٥٦٥ـ وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهٗ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ متفق عليه

২৫৬৫. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় নিজের মাথা ধুতেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাবরী চুল ছিলো। তাই মাঝে মধ্যে ধোয়া প্রয়োজন হতো। মাথা ধোয়া যায় তবে চুল যেনো না ওঠে, গোসল করা যায় তবে না করাই উত্তম।

٢٥٦٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ متفق عليه

২৫৬৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় শিঙা নিয়েছেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** শরীরের চুল কাটা না গেলে বা চুল না উঠলে শিঙা লাগানো জায়েয।

٢٥٦٧ـ وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّجُلِ اِذَا اشْتَكٰى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبْرِ ـ رواه مسلم

২৫৬৭. হযরত ওসমান রাঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সেই লোক সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে লোক ইহ্রাম অবস্থায় চোখে ব্যথা অনুভব করে সে মুসাব্বার দিয়ে পট্টি বাঁধতে পারে।–মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** ইহ্রাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা ঠিক নয়। তবে অসুখের কারণে তা করা যায়।

٢٥٦٨ـ وَعَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ رَاَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلَالًا وَاَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهٗ يَسْتُرُهٗ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ رواه مسلم

২৫৬৮. মহিলা সাহাবী হযরত উম্মুল হুসাইন রাঃ বলেন, আমি উসামা ও বিলালকে দেখেছি তাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর বাগ ধরে রেখেছে আর দ্বিতীয়জন কাপড় উপরে উঠিয়ে রোদ হতে তাকে ছায়া দিচ্ছে, জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত।–মুসলিম

٢٥٦٩ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِهٖ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ تَتَهَافَتُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَاَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالْفَرَقُ ثَلٰثَةُ اٰصُعٍ اَوْ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً ـ متفق عليه

২৫৬৯. হযরত কা'ব ইবনে উয্‌রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কা'বের নিকট দিয়ে গেলেন তখন তিনি হুদায়বিয়ায় ছিলেন,

মক্কায় পৌছার আগে। (তিনি দেখলেন) কা'ব ইহরাম অবস্থায় একটি ডেগের তলায় আগুন ধরাচ্ছে, আর তার মুখাবয়ব বেয়ে উকুন ঝরে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার (গায়ের) পোকা কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে ? কা'ব বললেন, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেলো এবং ছয়জন মিসকীনকে এক 'ফরক' খাবার খাইয়ে দাও অথবা তিন দিন রোযা রাখো অথবা একটি পশু কুরবানী করো। বর্ণনাকারী বলেন, এক 'ফরক' তিন 'ছা'কে বলে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীর হুদাইবিয়ার সন্ধির মক্কার ঘটনা। আর এক 'সা'। আমাদের দেশের পৌনে চার সেরের কিছু বেশী।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٧٠-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِىْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ اَوْ خَزٍّ اَوْ حُلِىٍّ اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصٍ اَوْ خُفٍّ - رواه ابو داؤد

২৫৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহিলাদেরকে তাদের ইহরামে দাস্তানা, বোরখা ও ওয়ারস বা জাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করতে শুনেছেন। এরপর (ইহ্রামের পর) তারা যে কোনো কাপড় পসন্দ করবে—তা কুসুমী হোক বা রেশমী অথবা যে কোনো রকমের অলংকার অথবা পাজামা বা পিরান বা মোজা পরতে পারে।–আবু দাউদ

٢٥٧١- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَاِذَا جَاوَزُوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ - رواه ابو داؤد وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

২৫৭১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। আমাদের কাছ দিয়ে আরোহীরা অতিক্রম করতো। তারা আমাদের কাছাকাছি এলে আমাদের সকলেই নিজ নিজ মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিতো। তারা চলে গেলে আমরা তা সরিয়ে নিতাম।-আবু দাউদ। আর ইবনে মাজা এর মর্মার্থ।

٢٥٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِىْ غَيْرَ الْمُطَيَّبِ - رواه الترمذى

২৫৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ ইহরাম বাধার পর খুশবু ব্যবহার করলে কুরবানী দিতে হবে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٧٢. عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقَرَّ فَقَالَ اَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِىْ عَلَىَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ ـ رواه ابو داؤد

২৫৭৩. হযরত নাফে (তাবেয়ী) রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ শীত বোধ করলেন ও বললেন, নাফে' আমার গায়ে একটি কাপড় জড়িয়ে দাও। নাফে' বলেন, আমি তাঁর গায়ের উপর একটি ওভারকোট মেলে দিলাম। তখন হযরত ইবনে ওমর বললেন, আমার গায়ে ওভারকোট জড়িয়ে দিলে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমকে তা পরতে নিষেধ করেছেন।–আবু দাউদ

**ব্যাখ্যা ঃ** অর্থাৎ সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষেধ। কিন্তু সেলাই করা কাপড় গায়ের উপর চাদরের মতো প্রয়োজনে মেলে দেয়া যায়।

٢٥٧٤. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلُحَى جَمَلٍ مِّنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فِىْ وَسْطِ رَأْسِهٖ ـ متفق عليه

২৫৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মক্কা মদীনার পথে লুহা-জামাল নামক জায়গায় নিজের মাথার মাঝখানে শিঙা লাগিয়েছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** নিশ্চয়ই প্রয়োজনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙা নিয়েছিলেন। যদিও ইহ্‌রাম অবস্থায় তা নিষেধ।

٢٥٧٥. وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَّجَعٍ كَانَ بِهٖ ـ رواه ابو داؤد والنسائى

২৫৭৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় ব্যাথার দরুন পায়ের পাতার উপর শিঙা নিয়েছিলেন।
–আবু দাউদ, নাসাই

٢٥٧٦. وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَّبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَّكُنْتُ اَنَا الرَّسُوْلُ بَيْنَهُمَا ـ رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

২৫৭৬. হযরত আবু রাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন হালাল অবস্থায় এবং তার সাথে মধুরাতও যাপন করেছিলেন হালাল অবস্থায়। আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে দূত।–আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

**ব্যাখ্যা ঃ** বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি মায়মুনাকে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

## ١٢- باب المحرم يجتنب الصيد
## ১২. মুহরিম শিকার করবে না

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٧٧- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَّحْشِيًّا وَّهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى مَافِىْ وَجْهِهٖ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ۔
متفق عليه

২৫৭৭. হযরত সা'ব ইবনে জাসসামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আবওয়া বা ওদ্দান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা শিকার করে এনে হাদিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধাটি ফেরত দিলেন। এতে তার চেহারায় বিমর্ষভাব লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা যেহেতু মুহরিম, তাই তা তোমাকে ফেরত দিলাম।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٧٨- وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ اَصْحَابِهٖ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاَوْا حِمَارًا وَّحْشِيًّا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَّهُ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اَكَلَ فَاَكَلُوْا فَنَدِمُوْا فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوْا مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَكَلَهَا ۔ متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا فَلَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمِنْكُمْ اَحَدٌ اَمَرَهُ اَنْ يَّحْمِلَ عَلَيْهَا اَوْ اَشَارَ اِلَيْهَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا مَابَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا

২৫৭৮. হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (৬ষ্ঠ হিজরীতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (উমরা করতে) বের হয়েছেন, পথে তিনি তাঁর কিছু সাথীসহ পিছনে পড়ে গেলেন। সাথীদের সকলেই ছিলেন মুহরিম। আর আবু কাতাদা তখনো ইহ্রাম বাঁধেননি। আবু কাতাদার দেখার পূর্বে তার সাথীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তারা বন্য গাধাটি দেখার পর তাকে এভাবেই থাকতে দিলেন। অবশেষে আবু কাতাদাও ওটাকে দেখে ফেললেন। এরপর আবু কাতাদা তার ঘোড়ায় আরোহণ করে সাথীদেরকে তার চাবুকটা দিতে বললেন। কিন্তু সাথীরা তা তাকে দিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি নিজেই চাবুক উঠিয়ে নিলেন। এরপর বন্য গাধাটিকে আক্রমণ করে আহত করলেন। অবশেষে আবু কাতাদা তা খেলেন, সাথীরাও খেলেন কিন্তু এতে তারা অনুতপ্ত হলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছে তাকে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথে বন্য গাধার কিছু আছে কি ? জবাবে তারা বললেন, আমাদের সাথে এর একটি পা

আছে। তখন তিনি সে পাটি নিলেন ও তা খেলেন।-বুখারী মুসলিম। কিন্তু বুখারী মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে—তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি আবু কাতাদাকে বন্য গাধাকে আক্রমণ করার জন্য ইঙ্গিত করেছিলে? তারা বললেন, জি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তবে তোমরা এর অবশিষ্ট গোশত খেতে পারো।

ব্যাখ্যা ঃ বুঝা গেল শিকারে কোনো প্রকার সাহায্য করাও ঠিক নয়।

٢٥٧٩۔وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لاَجُنَاحَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْاِحْرَامِ اَلْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ۔ متفق عليه

২৫৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি হারামে কিংবা ইহরামে ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর এ পাঁচটি প্রাণী হত্যা করেছে, তার কোনো গুনাহ হবে না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এছাড়া এ ধরনের অন্য কোনো হিংস্র বা অনিষ্টকারী প্রাণীর ব্যাপারেও এ একই নির্দেশ।

٢٥٨٠۔ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحُدَيَّا ۔ متفق عليه

২৫৮০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হিল ও হরম যে কোনো স্থানে হত্যা করা যেতে পারে। সেগুলো হলো সাপ, সাদা কালো কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।–বুখারী, মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٨١۔عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِى الْاِحْرَامِ حَلاَلٌ مَالَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَادُ لَكُمْ ۔ رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى

২৫৮১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিকারের গোশত ইহরাম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল। যদি তোমরা নিজেরা তা শিকার করে না থাকো। অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়ে থাকে।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই

٢٥٨٢۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ۔
رواه ابو داؤد والترمذى

২৫৮২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফড়িং সাগরের শিকারের মধ্যে গণ্য।–আবু দাউদ ও তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সাগরের জীব যেরূপ মুহরিম শিকার করতে পারে তেমনি ফড়িংও মুহরিম শিকার করতে পারে।

٢٥٨٣۔ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَّ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৫৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহরিম হিংস্র প্রাণী হত্যা করতে পারে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢٥٨٤۔ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ اَصَيْدٌ هِيَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ اَيُؤْكَلُ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتَهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ۔ رواه الترمذى والنسائى والشافعى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫৮৪. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আম্মার তাবেয়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীকে 'যাবু' প্রাণী শিকার জায়েয কিনা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে 'যাবু' কি খাওয়া যায় ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।–তিরমিযী, নাসায়ী, ও শাফেয়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ব্যাখ্যা ঃ 'যাবু' (গুইসাপ) হিংস্র দাঁত সম্পন্ন প্রাণী। এ জন্তু হালাল কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস আছে। আর এ কারণে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যেও মতভেদ। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে, 'যাবু' হালাল। তাই তা শিকার করলে দম দিতে হবে। হযরত আবদুর রহমান একথাই জানতে পেরেছেন। ইমাম আবু হানীফা 'যাবুকে' হিংস্র প্রাণী বলেন। তাই তাঁর মতে, যাবু হত্যা করলে দম দেয়া লাগবে না।

٢٥٨٥۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَّيَجْعَلُ فِيْهِ كَبْشًا اِذَا اَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ۔ رواه ابو داؤد وابن ماجة والدارمى

২৫৮৫. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'যাবু' (প্রাণী) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ( তা কি শিকার জাতীয় প্রাণী ?) তিনি বললেন, তা শিকার (জাতীয় প্রাণী) তাই মুহরিম যাবু শিকার করলে (কাফফারা হিসাবে) একটি দুম্বা দম দিতে হবে।–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী

٢٥٨٦۔ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ اَوْ يَاْكُلُ

الضَّبُعَ أَحَدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قَالَ أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ـ رواه الترمذى وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

২৫৮৬. হযরত খুযাইমা ইবনে জাযী রাঃ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাবু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (একথা শুনে) তিনি বললেন, 'যাবু' কি কেউ খায়? এরপর আমি নেকড়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উপকারের জন্য কি নেকড়ে কি কেউ খায়? যাতে ভালাই রয়েছে।–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٨٧ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَّطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ اَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ اَكَلَهُ قَالَ فَاَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ رواه مسلم

২৫৮৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা (আমাদের চাচা) তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম। আমরা সকলেই মুহরিম ছিলাম। এ সময় তাঁকে পাখী হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি তখন ঘুমে ছিলেন। আমাদের কেউ এ পাখীটির গোশত খেলেন, আবার কেউ পরিহার করলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি যারা গোশত খেয়েছেন তাদের পক্ষেই গেলেন এবং বললেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেয়েছি।–মুসলিম

❑

# ١٣ـ باب الاحصار وفوت الحج

## ১৩. বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হজ্জ ছুটে যাওয়া

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج ـ

"এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো। যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে যে কুরবানীর পশু কুরবানী দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয় তা-ই কুরবানী করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬

এ বাধা হলো শত্রুর বাধা বা রুগ্ন হওয়া। হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাধাগ্রস্ত হলে কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে হালাল হয়ে যাবে। পরে হজ্জ বা উমরা আদায় করে নিতে হবে।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٨٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ اُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ جَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتّٰى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً ـ رواه البخارى

২৫৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা করতে গিয়ে কুরাইশদের দ্বারা) বাধাপ্রাপ্ত হলেন। এরপর তিনি মাথা কামালেন, বিবিদের সাথে সহবাস করলেন এবং নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। অতপর পরের বছর উমরা আদায় করলেন।–বুখারী

**ব্যাখ্যা ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে কুরবানীই করেছেন, পরে মাথা মুড়িয়েছেন। এখানে ক্রমহারে উমরার কাজ উল্লেখ করা হয়নি।

٢٥٨٩ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ اَصْحَابُهُ ـ رواه البخارى

২৫৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উমরা করতে বের হলাম। কুরাইশের কাফেররা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মধ্যে (হুদাইবিয়ায়) বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নিজের কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করলেন, মাথা কামালেন। আর তাঁর সাথীগণ মাথা ছাটলেন।–বুখারী

٢٥٩٠ـ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَّحْلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ ـ رواه البخارى

২৫৯০. হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা কামাবার আগে পশু যবেহ করেছেন এবং এভাবে করার জন্য সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন।–বুখারী

٢٥٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِىَ اَوْ يَصُوْمَ اِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا - رواه البخارى

২৫৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত যথেষ্ট নয় ? তিনি বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি হজ্জে আটকে রাখা হয় সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় 'সায়ী' করে। তারপর আগামী বছরের হজ্জ করা পর্যন্ত সব জিনিস হতে হালাল হয়ে যাবে, (সায়ীর পর) সে কুরবানীর পশু যবেহ করবে অথবা রোযা রাখবে, যদি কুরবানীর পশু না পায়।–বুখারী

٢٥٩٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدْتِّ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُنِىْ اِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّىْ وَاشْتَرِطِىْ وَقُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ - متفق عليه

২৫৯২. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার আপন চাচাতো বোন) যুবাআ বিনতে যুবায়েরের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, মনে হয় তুমি হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করো। হযরত যুবাআ বললেন, (হ্যাঁ, তবে) আল্লাহর কসম! আমি তো প্রায় অসুস্থ থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, হজ্জের নিয়ত করে ফেলো এবং শর্ত করে বলো, হে আল্লাহ! যে জায়গায় তুমি আমাকে (অসুখের কারণে) আটকে ফেলবে সে জায়গায়ই আমি হালাল হয়ে যাবো।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّبَدِّلُوا الْهَدْىَ الَّذِىْ نَحَرُوْا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ - رواه ابو داؤد

২৫৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন হুদাইবিয়ার বছর তারা যে পশু কুরবানী করেছিলেন পরের বছর কাযা উমরার সময় তার বদলে অন্য পশু কুরবানী করতে।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানী হেরেমের সীমার মধ্যে করতে হয়। ওই বছর কেউ কেউ হুদাইবিয়ায় কুরবানী হেরেমের বাইরে করেছিলেন। শুধুমাত্র তাদেরকেই পরের বছর আবার কুরবানী করতে বলা হয়েছে।

٢٥٩٤- وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى وَزَادَ اَبُوْ دَاؤُدَ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى اَوْ مَرِضَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِى الْمَصَابِيْحِ ضَعِيْفٌ

২৫৯৪. হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার পা ভেঙে গেছে অথবা খোঁড়া হয়ে গেছে সে হালাল হয়ে গেছে। পরের বছর তাকে হজ্জ করতে হবে।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আবু দাউদ আরেক বর্ণনায় আরো বেশি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অথবা রোগাক্রান্ত হয়েছে।" তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম বাগবী বলেন, হাদীসটি দুর্বল।

٢٥٩٥- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدُّئَيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَيَّامُ مِنًى ثَلٰثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫৯৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার দুআইলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আরাফাই হচ্ছে হজ্জ। যে ব্যক্তি আরাফায় মুযদালিফার রাতে (৯ যিলহজ্জ শেষ রাতে) ভোর হবার আগে আরাফাতে পৌঁছতে পেরেছে সে হজ্জ পেয়ে গেছে। মিনায় থাকার দিন হলো তিন দিন। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ী দুই দিনে মিনা হতে প্রস্থান করলো তার গুনাহ হলো না। আর যে ব্যক্তি তিন দিনের চেয়ে বেশি দেরী করলো তারও গুনাহ হলো না।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

# ١٤ - باب حرم مكة حرسها الله تعالى

## ১৪. মক্কার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা

খানা কা'বার চারদিকে নির্দিষ্ট করে কিছু জায়গা আছে। যাকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ জায়গাকে হেরেম শরীফ বলা হয়। এ হেরেমের সীমায় কিছু কাজ করা যেমন যুদ্ধ করা, গাছ কাটা, মশামাছি ইত্যাদি মারা নিষিদ্ধ। এসব কাজ এ সীমার বাইরে করা নিষিদ্ধ নয়। হেরেম শরীফের সীমা বর্তমানে পাকা রাস্তা করে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এর সব দিকের দূরত্ব এক সমান নয়। তানঈমের দূরত্বই সবচেয়ে কম।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٩٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا الْاِذْخَرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلَّا الْاِذْخَرَ - متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ لَايُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا اِلَّا مُنْشِدٌ

২৫৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর হিজরাত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত অবশিষ্ট আছে। অতএব তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা হলে, বের হয়ে পড়বে। ওইদিন তিনি আবার বললেন, এ শহরকে আল্লাহ তাআলা সেদিন হতে সম্মানিত করেছেন যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ শহর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সম্মানেই সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এ শহরে যুদ্ধ করা হালাল ছিলো না আর আমার জন্যও একদিনের অল্প সময়ের জন্য মাত্র হালাল করা হয়েছিলো। এরপর তা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সম্মানেই সম্মানিত। এ শহরের কাঁটা গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, এর শিকারকে তাড়ানো যাবে না। এ শহরের পথে পড়ে থাকা কোনো জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া কেউ ওঠাতে পারবে না। এ শহরের ঘাসও কেউ কাটতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আমার পিতা হযরত আব্বাস রাঃ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ইযখার ঘাস' ছাড়া। এ ঘাসতো লোকদের (কামার) জন্য ও ঘরের চালার জন্য দরকার। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে ইযখার ছাড়া।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٩٧- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ لِاَحَدِكُمْ اَنْ يَّحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ - رواه مسلم

২৫৯৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মক্কায় অস্ত্র বহন করা কারো জন্য হালাল নয়।–মুসলিম

٢٥٩٨ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَّقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَالٍ مُّتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلْهُ ـ متفق عليه

২৫৯৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় ছিলো লোহার শিরস্ত্রাণ। তিনি যখন শিরস্ত্রাণটি খুললেন এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল কা'বার গেলাফে আশ্রয় নিয়ে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা করো।–বুখারী, মুসলিম

٢٥٩٩ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ـ رواه مسلم

২৫৯৯. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মাথায় ছিলো একটি কালো পাগড়ী।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ শিরস্ত্রাণ খোলার পর সম্ভবত তিনি কালো পাগড়ী পরেছিলেন।

٢٦٠٠ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْا جَيْشُ نِ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ ـ متفق عليه

২৬০০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শেষ যামানায়) খানায়ে কা'বা ধ্বংস করার জন্য এক বিপুল বাহিনী রওনা হবে। কিন্তু তারা যখন এক ময়দানে পৌঁছবে, তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকেই মাটিতে ধসে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটিকে ধসে দেয়া হবে অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ লোক এবং এমন লোকও আছে যারা এদের অন্তর্গত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে ধসে দেয়া হবে। তবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের নিয়ত অনুসারেই ওঠানো হবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٠١ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ ـ متفق عليه

২৬০১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কেয়ামতের কাছাকাছি সময়) খানায়ে কাবা ধ্বংস করবে আবিসিনিয়ার ছোট নলা বিশিষ্ট ব্যক্তি।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٠٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّيْ بِهِ اَسْوَدَ اَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا . رواه البخارى

২৬০২. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যেনো সেই কাবা ধ্বংসকারী ব্যক্তিটিকে দেখছি। সে কালো এবং কোল ভেঙ্গুর কাবার এক এক পাথর খসিয়ে ফেলছে।–বুখারী

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٠٣- عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ اِلْحَادٌ فِيْهِ . رواه ابو داؤد

২৬০৩. হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে হেরেমে খাদ্যশস্য ধরে রাখা হলো ইলহাদ।–আবু দাউদ

٢٦٠٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَىَّ وَلَوْ لاَ اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكِ . رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

২৬০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি উত্তম শহর তুমি! তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি! যদি আমার জাতি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিতো, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।-তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সনদ হিসাবে গরীব।

٢٦٠٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ . رواه الترمذى وابن ماجة

২৬০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি খায্ওয়ারায় দাঁড়িয়ে বলছেন, হে মক্কা! আল্লাহর কসম! তুমি হচ্ছো আল্লাহর সর্বোত্তম যমীন ও আল্লাহর নিকট আল্লাহর যমীনের

সবচেয়ে প্রিয় যমীন। যদি আমি তোমার বুক হতে বহিষ্কৃত না হতাম, তাহলে (তোমাকে ছেড়ে) কখনো বের হতাম না।–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٠٦- عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ نِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِيْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِيْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اِنَّ الْحَرَمَ لاَيُعِيْذُ عَاصِيًا وَّلاَفَارًّا بِدَمٍ وَّلاَ فَارًّا بَخَرْبَةٍ - متفق عليه وَفِي الْبُخَارِيِّ الْخَرْبَةُ الْجِنَايَةُ

২৬০৬. হযরত আবু শুরাইহ্ আদাবী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সায়ীদ (যখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে) মক্কায় সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন, বলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে একটি কথা বলি যা মক্কা বিজয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দানের সময় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। যে কথা আমার এই দুই কান শুনেছে, আমার হৃদয় মনে রেখেছে, আমার এই দুই চোখ দেখেছে। তিনি ভাষণ দান শুরু করে প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম করেছেন। কোনো মানুষ একে হারাম করেনি। তাই আল্লাহ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো লোকের পক্ষে মক্কায় রক্তপাত ঘটানো আর এর বৃক্ষ কাটা হালাল হবে না। যদি কেউ মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে (এসব করা) জায়েয মনে করে, তাকে বলবে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে অনুমতি দেননি। আর আমাকেও (রাসূলকে) অনুমতি দিয়েছেন একদিনের খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপর তার হুরমাত ফিরে এসেছে, যেমন আগে ছিলো। আমার একথা প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়। এরপর আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো, একথা শুনার পর আমর আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আবু শুরাইহ্ বললেন, তখন তিনি জবাবে বললেন, একথা আমি অপনার চেয়েও বেশি জানি, হে আবু শুরাইহ্। মক্কা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না। আর এমন লোককেও আশ্রয় দেয় না যে লোক রক্তপাত করে মক্কায় ভেগে এসেছে। অথবা অপরাধ সংঘটিত করে মক্কায় পালিয়েছে।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** হযরত মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের হাতে হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর হযরত আয়েশার বোন হযরত আসমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাঃ খিলাফাতের দাবী করেন। তখন শাম দেশ ছাড়া মক্কা, মদীনা, ইরাক ও ইয়েমেন প্রভৃতি প্রদেশ তাঁর দাবী সমর্থন করে। ৭৩ হিজরীতে বনী উমাইয়ার শাসক আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইবনে ইয়াযীদ (?) এ আমর ইবনে সায়ীদের সেনাপতিত্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সেনাবাহিনী পাঠান এবং তাঁকে মক্কার হেরেম শরীফে শহীদ করে দেন।

٢٦٠٧-وَعَنْ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَّاعَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَاِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ هَلَكُوْا - رواه ابن ماجة

২৬০৭. হযরত আইয়াশ ইবনে আবূ রবীয়া মাখযুমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উম্মাত কল্যাণের সাথে থাকবে যতোদিন পর্যন্ত তারা মক্কার এ মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখবে। যখন তারা মক্কার এ মর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলবে এ উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে।–ইবনে মাজাহ

□

# ١٥ - باب حرم المدينة حرسها الله تعالى

# ১৫. মদীনার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٠٨- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاكَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَّابَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَّسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ وَّمَنْ وَّالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ - متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ

২৬০৮. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন ও এ সহীফায় যা আছে তা ছাড়া আর কোনো কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ হতে আমরা লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনা হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত) 'আইর' হতে 'সওর' পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এতে কোনো বেদআত (অসৎ প্রথা) চালু করবে অথবা বেদআত চালুকারীকে আশ্রয় দেবে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না। সকল মুসলমানের প্রতিশ্রুতি এক—তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এর চেষ্টা চালাতে পারে।

অতএব যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয ও নফল কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের মালিকদের অনুমতি ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার উপর আল্লাহর ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ ও সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না।–বুখারী, মুসলিম

বুখারী ও মুসলিমের আরো এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মালিক ছাড়া অন্যকে মালিক বলে গ্রহণ করেছে তার উপর আল্লাহ ও ফেরশতাগণের এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ 'আইর' মদীনার এক প্রান্তরের একটি পাহাড়। 'সওর' মক্কার 'সওর' পর্বত ছাড়া মদীনার ওহোদ পর্বতের কাছে একটি ছোট পর্বত।

٢٦٠٩- وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُّقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ لاَيَدَعُهَا اَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا اِلاَّ اَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ اَحَدٌ عَلٰى لاَوَائِهَا وَجَهْدِهَا اِلاَّ كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - رواه مسلم

২৬০৯. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মদীনার দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী জায়গাকে হারাম করেছি। এর গাছপালা কাটা যাবে না, এর শিকার মারা যাবে না। তিনি আরো বলেন, মদীনা তাদের জন্য কল্যাণময়, যদি তারা বুঝতে পারতো। যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় মদীনা ত্যাগ করবে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও উত্তম লোককে সেখানে স্থান দেবেন। যে ব্যক্তি মদীনার অনটন দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে ও টিকে থাকবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো।–মুসলিম

٢٦١٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَصْبِرُ عَلٰى لاَوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِىْ اِلاَّ كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ - رواه مسلم

২৬১০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি মদীনায় অভাব অনটন ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করবে আমি নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবো।–মুসলিম

٢٦١١- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْا اَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاءُوْا بِهٖ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا اَخَذَهٗ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهٗ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَادَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهٖ مَعَهٗ ثُمَّ قَالَ يَدْعُوْ اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهٗ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ - رواه مسلم

২৬১১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম ফল লাভ করতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসতো। যখন তিনি এ ফল গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাদের ফলে শস্যে বরকত দান করো। আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের আড়িতে বকরত দাও, আমাদের সেরিতে (মাপার যন্ত্র বা পাত্র) বরকত দাও। হে আল্লাহ! ইবরাহীম তোমার বান্দাহ, তোমার বন্ধু, তোমার নবী। আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তোমার কাছে তিনি মক্কার জন্য দোআ করেছেন, আর আমিও তোমার কাছে মদীনার জন্য দোআ করছি, যেরূপ দোআ তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য করেছেন। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সবচেয়ে ছোট ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে এ ফল দান করতেন।–মুসলিম

٢٦١٢۔ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَّابَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لاَّيُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلُ فِيْهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ تُخْبَطُ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلاَّ لِعَلَفٍ ۔ رواه مسلم

২৬১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আঃ মক্কাকে সম্মানিত করে একে হারাম বানিয়েছেন। আর আমি মদীনাকে এর দু' প্রান্তের মাঝখানের জায়গাকে সম্মানিত (হারাম) করলাম। এতে রক্তপাত করা যাবে না, যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না, পশুর খাবার ছাড়া এতে কোনো গাছের পাতা ঝরানো যাবে না।–মুসলিম

٢٦١٣۔ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اِلٰى قَصْرِهٖ بِالْعَقِيْقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يُقْطَعُ شَجَرًا اَوْ يَخْبِطُهٗ فَسَلَبَهٗ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهٗ اَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوْهُ اَنْ يَرُدَّ عَلٰى غُلاَمِهِمْ اَوْ عَلَيْهِمْ مَّا اَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ اَرُدَّ شَيْئًا نَّفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى اَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهِمْ ۔ رواه مسلم

২৬১৩. হযরত আমের ইবনে সা'দ তাবেয়ী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ সওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁর আকীকস্থ বাসভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দেখলেন একটি ক্রীতদাস (মদীনায়) একটি গাছ কাটছে অথবা এর পাতা ঝড়াচ্ছে। এতে তিনি কৃতদাসটির জামা কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি মদীনায় ফেরার পর ক্রীতদাসের মালিকগণ তার অস্ত্র তাঁকে অথবা তাদের দাসের নিকট হতে কেড়ে নেয়া জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন সা'দ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমাকে দান করেছেন, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে তিনি অস্বীকার করলেন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ২৬২৭ হাদীসে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦١٤۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ ۔ متفق عليه

২৬১৪. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর আমার পিতা আবু বকর ও বিলাল ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের এ খবর জানালে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় করো যেভাবে মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর করো, আমাদের জন্য এর আড়ি ও এর সেরিতে বরকত দাও, এর জ্বরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** জুহফা একটি জায়গার নাম। রাসূলের দোয়া কবুল হয়ে যায়। জুহফা জ্বরের স্থান হয়ে যায়।

٢٦١٥۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِى الْمَدِيْنَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ مَهْيَعَةَ فَتَاَوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ ۔ رواه البخارى

২৬১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ মদীনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি দেখলাম একটি এলোকেশী কালো মেয়েলোক মদীনা হতে বের হয়ে 'মাহইয়াআত' গিয়ে পৌছলো। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম, মদীনার মহামারী 'মাহ্ ইয়াআত' স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, 'মাহ্ইয়াআত' হলো 'জুহফা'।–বুখারী

٢٦١٦۔ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاْتِىْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِىْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِىْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۔ متفق عليه

২৬১৬. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইয়েমেন বিজিত হবে, সেখানে মদীনার কিছু লোক চলে যাবে। তাদের সাথে তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরও নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম স্থান যদি তারা বুঝতে পারতো। ঠিক এভাবে শাম দেশ বিজিত হবে, তথায় কিছু লোক চলে যাবে, তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরকেও সাথে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম স্থান, যদি তারা বুঝতে পারতো। অনুরূপভাবে ইরাক বিজিত হবে, সেখানে একদল লোক চলে যাবে, তাদের সাথে তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরকেও নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম জায়গা যদি তারা বুঝতে পারতো।–বুখারী, মুসলিম

**ব্যাখ্যা ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যতবাণী পরিপূর্ণ সঠিক হয়েছে। এসব দেশ বিজিত হয়েছে। মুসলমানরা দলে দলে এসব দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে।

٢٦١٧۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ۔ متفق عليه

২৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এমন এক জনপদে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলাম যে জনপদ

অন্য জনপদসমূহকে গ্রাস করবে। লোকে একে বলে ইয়াসরিব। আর তা-ই হলো মদীনা। মদীনা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। যেভাবে হাঁপর খাদ ঝেড়ে লোহাকে পরিশুদ্ধ করে।
–বুখারী, মুসলিম

٢٦١٨- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ سَمّٰى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ - رواه مسلم

২৬১৮. হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম রেখেছেন 'তাবা'।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ তাবা শব্দের অর্থ পূত-পবিত্র।

٢٦١٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِىَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خُبْثَهَا وَتُنْصِعُ طَيِّبَهَا - متفق عليه

২৬১৯. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত করলো। এরপর মদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, মুহাম্মাদ! আমার বাইয়াত বাতেল করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে অস্বীকার করলেন। আবারও সে এসে বললো, মুহাম্মাদ আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। এবারও রাসূলুল্লাহ স ঃ তা করতে অস্বীকার করলেন। সে আবারও এলো। বললো আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। এবারও তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। এরপর বেদুঈন মদীনা ছেড়ে চলে গেলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মদীনা হচ্ছে হাঁপরের মতো। হাঁপর এর খাদকে দূর করে দেয়, আর পরিশুদ্ধ করে এর উত্তমটাকে।
–বুখারী, মুসলিম

٢٦٢٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِىَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ - رواه مسلم

২৬২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত মদীনা এর মন্দ লোকদেরকে দূর করে না দিবে; যেভাবে হাঁপর দূর করে দেয় লোহার খাদকে।–মুসলিম

٢٦٢٠- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلٰئِكَةٌ لَايَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ - متفق عليه

২৬২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনার দরজাসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছে। তাই মদীনায় মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٢٢ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَأُهُ الدَّجَّالُ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ نَقْبٌ مِّنْ اَنْقَابِهَا اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا فَيَنْزِلُ السَّبْخَةَ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلٰثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَّمُنَافِقٍ ـ متفق عليه

২৬২২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মক্কা মদীনা ছাড়া এমন কোনো শহর নেই, যেখানে দাজ্জালের পদচারণা ঘটবে না। মক্কা মদীনায় এমন কোনো দরজা নেই যেখানে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে না। অতএব দাজ্জাল 'সিবখায়' পৌঁছবে। তখন মদীনা তিনবার ভূমিকম্পের দ্বারা এর অধিবাসীদেরকে নাড়া দিবে। আর এতে সকল কাফের মুনাফিক মদীনা ছেড়ে দাজ্জালের দিকে রওনা হয়ে যাবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٢٣ـ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ ـ متفق عليه

২৬২৩. হযরত সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউই মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٢٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلٰى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهٗ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا ـ رواه البخارى

২৬২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর হতে আগমনের সময় মদীনার দেয়াল দেখতে পেতেন নিজের আরোহীকে তাড়া করতেন। আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরের উপর থাকতেন। তাকে নাড়া দিতেন, মদীনার ভালোবাসার জন্য।–বুখারী

٢٦٢٥ـ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَلَعَ لَهٗ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّىْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ لاَبَتَيْهَا ـ متفق عليه

২৬২৫. হযরত আনাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ওহুদ পাহাড় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলো। তা দেখে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালোবাসি। হে আল্লাহ! হযরত ইবরাহীম আঃ মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন, আর আমি মদীনার দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে মর্যাদা দান করলাম।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٢٦۔ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ۔ رواه البخاری

২৬২৬. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওহুদ এমন একটি পাহাড়, যে পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালোবাসি।–মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٢٧۔ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخَذَ رَجُلاً يَصِيْدُ فِىْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِىْ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيْهِ فَكَلَّمُوْهُ فِيْهِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ اَخَذَ اَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ فَلاَ اَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً اَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ اِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ اِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ ۔ رواه ابو داؤد

২৬২৭. তাবেয়ী সুলায়মান ইবনে আবু আবদুল্লাহ রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ-কে দেখলাম তিনি এক লোকের জামাকাপড় কেড়ে নিয়েছেন, সে লোকটি মদীনার হেরেমে শিকার করছিলো। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করে দিয়েছিলেন। এরপর ওই লোকটির মালিকগণ এসে তার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলে। তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হেরেমকে হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে ধরবে যে এতে শিকার করছে সে যেনো তার জামাকাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নেয়। অতএব আমি তোমাদেরকে ওই খাবার দিতে পারি না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খেতে দিয়েছেন। তবে তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এর মূল্য দিতে পারি।–আবু দাউদ

٢٦٢٨۔ وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلًى لِسَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيْدًا مِنْ عَبِيْدِ الْمَدِيْنَةِ يَقْطَعُوْنَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ فَاَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِىْ لِمَوَالِيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى اَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَىْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ اَخَذَهُ سَلَبُهُ ۔ رواه ابو داؤد

২৬২৮. হযরত সালেহ তাবেয়ী হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ-এর একটি মুক্ত দাস হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত সা'দ মদীনার কিছু দাসকে মদীনার কোনো গাছ কাটতে দেখে তাদের আসবাবপত্র কেড়ে নিলেন। (তাদের মালিকগণ তা ফেরত চাইলে) তিনি তাদেরকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার কোনো গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদীনার গাছের কোনো অংশ কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে সে তার জামাকাপড় কেড়ে নেবে।–আবু দাউদ

٢٦٢٩۔ وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ ۔ رواه ابو داؤد وَقَالَ مُحْيُ السُّنَّةِ وَجٌّ ذَكَرُوْا اَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ اَنَّهُ بَدَلَ اَنَّهَا ۔

২৬২৯. হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওজ্জের' শিকার করা ও এর কাঁটা গাছ কাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা হারাম।–আবু দাউদ

ইমাম বাগবী বলেন, 'ওজ্জ' হলো তায়েফের একটি অঞ্চল। ইমাম খাত্তাবী انها এর স্থলে انه বলেছেন।

**ব্যাখ্যা ঃ** হুনাইন যুদ্ধের অভিযানে সৈনিকদের খাবারের জন্য 'ওজ্জ' অঞ্চলের শিকার ও তাদের পশুদের খাদ্যের জন্য কাঁটা বাবলা গাছ কাটা অন্যদের জন্য সাময়িক হারাম করা হয়েছিলো। পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

٢٦٣٠۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَاِنِّيْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا ۔ رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

২৬৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেনো মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।–আহমদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সনদ হিসেবে গরীব।

٢٦٣١۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْاِسْلَامِ خَرَابًا اَلْمَدِيْنَةُ ۔ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৬৩১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের সময়) ইসলামী জনপদসমূহের মধ্যে মদীনা সর্বশেষ ধ্বংস হবে।–তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٦٣٢۔ وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَيَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةِ نَزَلْتَ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ اَلْمَدِيْنَةِ اَوِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ قِنَّسْرِيْنَ ۔ رواه الترمذى

২৬৩২. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী নাযিল করেছিলেন যে, এ তিনটি জায়গার যে কোনোটিতে অপনি অবতরণ করবেন সেটিই হবে আপনার হিজরতের স্থল—মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসরীন।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভবত প্রথমে এ তিনটি জায়গায় হিজরত করার জন্য ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। পরে মদীনাকেই হিজরতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٣٣۔ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَّلَكَانِ ۔ رواه البخارى

২৬৩৩. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনায় কানা দাজ্জালের প্রভাব পৌঁছবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি গেট হবে। প্রতিটি গেটেই দু'জন করে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন।–বুখারী

٢٦٣٤۔ وَعَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ۔ متفق عليه

২৬৩৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! মক্কায় তুমি যে বরকত দান করেছো মদীনায় তার দু গুণ বরকত দান করো।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٣٥۔ وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ اٰلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَنِىْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهٗ شَهِيْدًا وَّشَفِيْعًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ مَّاتَ فِىْ اَحَدِ نِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔

২৬৩৫. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের পরিবারের এক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আমার উদ্দেশ্যেই এসে আমার কবর যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মদীনাতে বসবাস করবে, এর কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ বা সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি দু' হেরেম শরীফের কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদমুক্তদের অন্তর্ভূক্ত করে হাশরের ময়দানে উঠাবেন।

٢٦٣٦۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا مَّنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ ۔ رواهما البيهقى فى شعب الايمان

২৬৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার

(কবর) যিয়ারাত করেছে সে ব্যক্তি যেনো আমার জীবনেই আমার সাথে যিয়ারত করেছে। এ হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

٢٦٣٧- وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا وَّقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِى الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَمَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَمْ اُرِدْ هٰذَا اِنَّمَا اَرَدْتُ الْقَتْلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَامِثْلَ الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ بُقْعَةٌ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَّكُوْنَ قَبْرِىْ بِهَا مِنْهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ - رواه مالك مرسلا

২৬৩৭. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ তাবেয়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সে সময় মদীনায় একটি কবর খোড়া হচ্ছিলো। এক ব্যক্তি কবরে উঁকি মেরে দেখে বললো, মুমিনের কি খারাপ জায়গা এটা! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি খারাপ কথাইনা বললে! লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! কথাটি আমি এ মর্মে বলিনি, আমার কথার অর্থ হলো, সে আল্লাহর পথে বিদেশে এসে কেনো শহীদ হলো না। (অর্থাৎ মদীনায় মৃত্যুবরণ করে এখানে কেনো দাফন হতে চললো)? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাহে শহীদ হবার মতো মর্যাদাবান আর কিছুই হতে পারে না। তবে মনে রাখবে, আল্লাহর যমীনে এমন কোনো জায়গা নেই যাতে আমার কবর হওয়া মদীনার চেয়ে আমার কাছে (আর কোনো জায়গা) প্রিয়তম হতে পারে। একথা তিনি তিনবার বললেন।–ইমাম মালেক

ব্যাখ্যা ঃ বসবাসের জন্য মক্কা উত্তম না মদীনা উত্তম এ ব্যাপারে ইমাম ও ফকিহগণ একমত না হলেও মৃত্যু যে মদীনায়ই উত্তম এতে সকলে একমত।

٢٦٣٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ اَتَانِىَ اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ فَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ وَّفِىْ رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ - رواه البخارى

২৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি (হজ্জের সফরে) বলতে শুনেছি, তখন তিনি আকীক উপত্যকায় ছিলেন। তিনি বলেছেন, এ রাতে আমার রবের কাছ থেকে আমার কাছে এক আগুন্তুক এসে বললো, আপনি এ মুবারক উপত্যকায় (দু' রাকআত নফল) নামায পড়ুন এবং একে উমরাহসহ এক হজ্জ গণ্য করুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, একে উমরা ও হজ্জ গণ্য করুন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সময় এটা তারই জন্য বিশেষ নির্দেশ ছিলো। এখন আকীক উপত্যকা মদীনায় কোনো ধর্মীয় জায়গা নয়।

☐

(১১)

# كتاب البيوع

# ১৬. বেচাকেনা ও ব্যবসা

## ١- باب الكسب وطلب الحلال

## ১-উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٣٩- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ - رواه البخارى

২৬৩৯. হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য নিজের হাতের অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন অপেক্ষা আর কোনো উত্তম খাবার নেই। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতের কামাই খেতেন।–বুখারী

٢٦٤٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهٗ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهٗ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهٗ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ - رواه مسلم

২৬৪০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পূত্র-পবিত্র, তিনি পূত-পবিত্র জিনিসকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা যে কাজ করতে রাসূলদের নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক এ একই কাজের নির্দেশ মুমিনদেরকেও দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ তাআলা বলেছেন।

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

অর্থাৎ "হে রাসূলগণ! পাক পবিত্র অর্থাৎ হালাল কামাই খাও এবং নেক কাজ করো।"

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা শুধু ওসব পাকপবিত্র ও হালাল রিযিক খাবে, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।"

এরপর তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করে বলেন যে, এ ব্যক্তি দূর দূরান্তের সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধুলাবালুতে মাখা। এ অবস্থায় ওই ব্যক্তি দু' হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে হে রব! হে রব! বলে ডাকছে। অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পরণের পোশাক হারাম। এ হারামই সে খেয়ে থাকে। এমন ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে?—মুসলিম

٢٦٤١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِّنَ الْحَرَامِ - رواه البخارى

২৬৪১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যখন কে কি উপায়ে ধন-সম্পদ লাভ করলো—হারাম পথে না হালাল উপায়ে এ ব্যাপারে কেউ কোনো পরওয়া করবে না।—বুখারী

٢٦٤٢- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَّيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَّقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ - متفق عليه

২৬৪২. হযরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহজনক বিষয় উপস্থিত হয় যে সম্পর্কে অনেক মানুষই জানে না—এগুলো হালাল, কি হারাম। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে চলবে, তার দীন ও মান-মর্যাদা পবিত্র থাকলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে লিপ্ত থাকলো, সে সহসাই হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ব্যাপারটি সেই রাখালের মতো, যে রাখাল তার পালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার কাছাকাছি নিয়ে চরালে তার পাল সহসাই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই নিষিদ্ধ এলাকা আছে, আর আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ এলাকা হলো হারামসমূহ।

মনে রাখবে মানব দেহের ভিতরে একটি গোশতপিণ্ড আছে। এ গোশত পিণ্ডটুকু সঠিক থাকলে গোটা শরীরটাই সঠিক থাকে। আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে সেই গোশতপিণ্ডটিই হলো 'কালব'।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এর থেকে বাঁচার জন্য বুঝতে না পারার কিছু নেই। বিপদ হলো 'মুশতাবিহাত' সন্দেহজনক জিনিষ নিয়ে। যার সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুপালের রাখালের চারণ ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনার অতি চমৎকার একটি উপমা দিয়ে সন্দেহজনক জিনিস হতে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। আর তা হলো সন্দেহজনক জিনিসের সীমার ধারে কাছেও না যাওয়া। এ সীমা থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চললে সীমা অতিক্রমের আশংকা থাকবে না।

'কালব' হলো 'হৃদয়' বা অন্তকরণ। যে ব্যক্তি সকল প্রকার গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার 'কালব' সঠিক থাকবে, ফলে গোটা দেহই ভালো থাকবে, বদ আমল করতে পারবে না। আর গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেই কালব নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে দেহও নষ্ট হয়ে যাবে, বদ আমলে সে লিপ্ত হয়ে পড়বে। হালাল কাজ অবলম্বন ও হারাম কাজ পরিহার করে চললেই এ কালব সঠিক থাকে।

٢٦٤٣- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَّمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ - رواه مسلم

২৬৪৩. হযরত রাফে' বিন খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর বিক্রয়লব্ধ মূল্য ঘৃণিত বস্তু, যেনা ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য ঘৃণিত, শিঙা দেয়ার ব্যবসায়ের আয়ও নিষিদ্ধ।

٢٦٤٤- وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ نِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ - متفق عليه

২৬৪৪. হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত চোষণ শিঙা দেয়া কাজের মূল্য, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও গণকের গণনার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ এসব কাজ নিষিদ্ধ।)

٢٦٤٥- وَعَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ - رواه البخارى

২৬৪৫. হযরত জুহায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত মোক্ষন কাজের বিনিময়, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও যেনা ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অভিসম্পাত করেছেন সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার প্রতি। তিনি আরো অভিসম্পাত করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোনো অংশে নাম বা চিত্র অংকন ও এ ব্যবসা করে। তাছাড়াও তিনি ছবি আঁকার প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।–বুখারী

٢٦٤٦- وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهٗ تُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ

خَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ ـ متفق عيله

২৬৪৬. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয় লগ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল মদ বিক্রি, মৃতজীব বিক্রি, শূকর বিক্রি, মূর্তি বিক্রি হারাম করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকাসহ বিভিন্ন চামড়াজাত দ্রব্যে লাগানো হয়, লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে, তা বিক্রি করা সম্পর্কে আপনার মত কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাও বিক্রি করা যাবে না। এসব হারাম। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন, আল্লাহ তাআলা ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগলো ও এর মূল্য ভোগ করতে থাকলো।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٤٧ـ وَعَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا ـ متفق عليه

২৬৪৭. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করুন। (হালাল জীবেরও) চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিলো। (তারপর তারা) এ ধরনের চর্বি গলিয়ে বিক্রি করেছে।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٤٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ـ رواه مسلم

২৬৪৮. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রিয় মূল্য ও বিড়াল বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।–মুসলিম

٢٦٤٩ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ـ متفق عليه

২৬৪৯. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তায়বা নামের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিঙা দিলেন। এর বিনিময়ে তাকে পৌণে চার সের খুরমা দেবার জন্য রাসূলুল্লাহ নির্দেশ দিলেন। তিনি তার মালিক পক্ষকেও তার উপর ধার্যকৃত রোজগারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে আদেশ করলেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আবু তায়বা ছিলো একজন ক্রীতদাস। ক্রীতদাসরা সে সময় নির্ধারিত পরিমাণ উপার্জন মালিককে দিতো। তার কষ্ট লাঘব ও বেশি লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ তার উপর ধার্যকৃত উপার্জন কমিয়ে দিতে সুপারিশ করেছিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٥٠۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ۔ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وَفِى رِوَايَةِ اَبِىْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىْ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ وَاِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ

২৬৫০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের উপার্জনের খাবার সর্বোত্তম খাবার। তবে তোমাদের সন্তানদের উপার্জনও তোমাদের উপার্জনের মধ্যে গণ্য।–তিরমিযী, নাসাই। আবু দাউদ ও দারেমীর এক বর্ণনায় এ মর্মই ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের নিজের উপার্জনই শ্রেষ্ঠ খাবার। আর তার সন্তানাদি তার উপার্জনের মধ্যে গণ্য।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তান মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া উপার্জিত সম্পদ। তাই সন্তানের কামাই রুযিতে মাতাপিতার অংশ আছে। এজন্যই তাদের কামাই রুযি পিতামাতার নিজের কামাই রুযির মতো।

٢٦٥١۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهٗ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَمْحُوا السَّيِّئَ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَايَمْحُوا الْخَبِيْثَ ۔ رواه احمد وكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৬৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের হারাম পথে উপার্জিত ধনসম্পদ দান সদকা করলে তা কবুল করা হবে না, সে সম্পদ নিজের কাজে ব্যবহার করলেও তাতে আয় বরকত হবে না। আর এ সম্পদ তার উত্তরাধিকারদের জন্য রেখে গেলে তা তার জন্য জাহান্নামের পুঁজি হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা খারাপ কাজ দিয়ে খারাপ কাজ মিটিয়ে দেন না। তবে নেক কাজ দিয়ে মন্দ কাজ মিটিয়ে থাকেন। খারাপ কাজ খারাপ কাজকে মিটাতে পারে না।–আহমদ ও শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ দান করলে তাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না।

٢٦٥٢۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ ۔ رواه احمد والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان

২৬৫২. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দেহের গোশ্‌ত হারাম সম্পদে গঠিত সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ

করতে পারবে না। হারাম সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহ জাহান্নামে যাবারই বেশি উপযোগী।–আহমদ, দারেমী, বায়হাকী শোআবুল ঈমান।

٢٦٥٣- وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَّاِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ - رواه احمد والترمذى والنسائى وَرَوَى الدَّارِمِيُّ الْفَصْلَ الْاَوَّلَ

২৬৫৩. হযরত হাসান ইবনে আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি মুখস্ত করে রেখেছি। তিনি বলেছেন, যে কাজে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয় সে কাজ ত্যাগ করে সংশয়-সন্দেহহীন কাজ করো। সত্য ও সুন্দরের মধ্যে প্রশান্তি আছে, আর অসত্যের মধ্যে আছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

–আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٢٦٥٤- وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا وَابِصَةُ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلٰثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ - رواه احمد والدارمى

২৬৫৪. হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি তো আমাকে নেক আর বদ কি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো। আমি উত্তরে বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ আঙুলগুলো একত্র করলেন ও আমার সিনার উপর রেখে বললেন, তুমি তোমার নিজের কাছে জিজ্ঞেস করো, তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে প্রশ্ন করো, একথাগুলো তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, যে কাজে প্রবৃত্তি প্রশান্তি লাভ করে, যে কাজে হৃদয় খুশী হয় তাই নেক কাজ। আর যে কাজে মনে খটকা লাগে ; অন্তরে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় তা-ই বদ বা পাপ কাজ। যদি তা সাধারণ জনগণ সমর্থনও করে।–আহমাদ, তিরমিযী

٢٦٥٥- وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَابَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ - رواه الترمذى وابن ماجة

২৬৫৫. হযরত আতিয়া সা'দী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষ তাকওয়া সম্পন্ন হতে পারে না যে পর্যন্ত সে গুনাহর কাজ হতে বেঁচে থাকার জন্য গুনাহহীন কাজ এড়িয়ে না চলে। (যাতে গুনাহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে।)-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٦٥٦- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا

وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا وَالْمُشْتَرٰى لَهٗ - رواه الترمذى وابن ماجة

২৬৫৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে জড়িত দশ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেছেন—(১) যে ব্যক্তি মদ বানায়, (২) যে ব্যক্তি মদ বানাবার নির্দেশ দেয়, (৩) যে ব্যক্তি মদ খায়, (৪) যে ব্যক্তি মদ বহন করে, (৫) যার দিকে মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, (৬) যে মদ পান করায়, (৭) যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে, (৮) যে ব্যক্তি মদের আয় ভোগ করে (৯) যে মদ ক্রয় করে, (১০) যে ব্যক্তির জন্য মদ কেনা হয়।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٦٥٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ -
رواه ابو داؤد وابن ماجة

২৬৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, মদ সরবরাহকারীর উপর, মদ বিক্রিকারীর উপর, মদ ক্রয়কারীর উপর, মদের ফরমায়েশকারীর উপর, মদ বহনকারীর উপর এবং যার জন্য মদ বহন করা হয় তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।–মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

٢٦٥٨- وَعَنْ مُحَيِّصَةَ اَنَّهٗ اسْتَاْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اُجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَاْذِنُهٗ حَتّٰى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَاَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ - رواه مالك والترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৬৫৮. হযরত মুহাইয়্যেসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিঙা দেবার কাজের বিনিময় মূল্য ভোগ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন না। তিনি বার বার অনুমতি চাইতে থাকলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওই আয় তোমার পানি বহনের কষ্ট ও তোমার ক্রীতদাসের খাবারের খাতে ব্যয় করো।–মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মামাজ

٢٦٥٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَّارَةِ -
رواه فى شرح السنة

২৬৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রির মূল্য ও গায়কদের উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।–শারহুস সুন্নাহ

٢٦٦٠۔ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِىْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ۔ رواه احمد والترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ نُهٰى عَنْ اَكْلِ الْهِرِّ فِىْ بَابِ مَا يَحِلُّ اَكْلُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২৬৬০. হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গায়িকা বেচা-কেনা করো না, গায়িকা বেচা-কেনার মূল্য হারাম। মেয়েদেরকে গান শিখেও না। এ ধরনের কাজ যারা করে তাদের ব্যাপারেই প্রাক কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ۔

অর্থাৎ যারা হাসি-তামাশায় গাথা কথাবার্তা ক্রয় করে তাদের জন্য রয়েছে দণ্ডিভূত অযাব।–আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। আর আলী ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। শিগ্রই বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া নিষিদ্ধ সম্পর্কে হযরত জাবের রাঃ-এর হাদীস বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হালাল অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٦١۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ۔ رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৬৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যান্য ফরয কাজ আদায়ের সাথে হালাল রুজি-রোজগারের অনুসন্ধান করাও একটি ফরয।–বায়হাকী

٢٦٦٢۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ اُجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَابَاْسَ اِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُوْنَ وَاِنَّهُمْ اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ مِنْ عَمَلِ اَيْدِيْهِمْ ۔ رواه رزين

২৬৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁকে একবার কুরআন কারীম লিখার বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ কুরআন লিখকগণ তো কুরআনের হরফসমূহের নকশা অংকন করে নিজের কাজের উপার্জন খেয়ে থাকে।–রাযীন

٢٦٦٣۔ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ ۔ رواه احمد

২৬৬৩. হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ধরনের রুযি-রোজগার সবচেয়ে উত্তম ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের হাতের কাজ অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের কাজ—হালাল ব্যবসার রুযি-রোজগার।–আহমদ

٢٦٦٤۔ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيْلَ لَهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَاْسٌ بِذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَنْفَعُ فِيْهِ اِلاَّ الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ ۔ رواه احمد

২৬৬৪. হযরত আবু বকর ইবনে আবু মারয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারাব রাঃ-এর একটি ক্রীতদাসী ছিলো। সে দুধ বিক্রি করতো আর হযরত মিকদাম রাঃ এ বিক্রিত দুধের মূল্য গ্রহণ করতেন। তাঁকে বলা হলো, সুবহানাল্লাহ! আপনি দুধ বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করেন। জবাবে হযরত মিকদাদ বললেন, জি হ্যাঁ, গ্রহণ করি। এতে কোনো দোষ নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, লোকদের সামনে এমন সময় আসবে (হারাম হতে বেঁচে থাকার জন্য) টাকা পয়সা ছাড়া কোনো পথ থাকবে না। তাই হালাল উপায়ে টাকা পয়সা কামাই দোষের নয়।–আহমদ

٢٦٦٥۔ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ وَاِلٰى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَاَتَيْتُ اِلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لاَتَفْعَلْ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِّنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ اَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ ۔
رواه احمد وابن ماجة

২৬৬৫. হযরত নাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়ী পণ্য রপ্তানী করতাম। একবার আমি ইরাকেও ব্যবসায়ী পণ্য পাঠালাম। এরপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো সিরিয়ায় মাল সরবরাহ করে থাকি, এবার ইরাকেও মাল চালান দিয়েছি। আমার কথা শুনে হযরত আয়েশা বললেন, এরূপ করবে না। তোমার আগের জায়গায় কি হয়েছে ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কারো রিযিক এক উপায় হতে দিতে থাকলে, তাতে কোনো বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে দেবে না।–আহমাদ, ইবনে মাজাহ

٢٦٦٦۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِاَبِىْ بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَاْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَاَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِىْ مَا هٰذَا

فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِاِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلاَّ اَنِّىْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِىْ فَاَعْطَانِىْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِىْ اَكَلْتَ مِنْهُ قَالَتْ فَاَدْخَلَ اَبُوْبَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِىْ بَطْنِهٖ ـ رواه البخارى

২৬৬৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকরের একটি ক্রীতদাস ছিলো। দাসটি তাঁর জন্য কামাই রোজগার করতো। তিনি তার কামাই রোজগার খেতেন। একবার সেই ক্রীতদাসটি কোনো খাবার নিয়ে আসলে আবু বকর রাঃ তা খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন এ মাল কিভাবে অর্জিত হয়েছে ? আবু বকর রাঃ জিজ্ঞেস করলেন, এ মাল কিভাবে উপার্জিত ? তখন ক্রীতদাসটি বললো, আমার জাহেলী জীবনে একবার আমি একজন লোকের জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। অথচ আমি গণনা বিদ্যা জানতাম না। আমি গণনার ভান করে তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। তার সাথে আজ আমার দেখা। সে আমাকে আগের ওই গণনার বিনিময়ে এ বস্তুটি দান করে। আপনি তা-ই খেলেন। একথা শুনামাত্র হযরত আবু বকর রাঃ গলায় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সব জিনিস বমি করে ফেলে দিলেন।–বুখারী

٢٦٦٧ـ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৬৬৭. হযরত আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে লালিত পালিত হয়েছে সে শরীর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।–বায়হাকী

٢٦٦٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ صَلٰوةً مَّادَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا اِنْ لَّمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ سَمِعْتُهٗ يَقُوْلُهٗ ـ رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان وقَالَ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ

২৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশটি মুদ্রার বিনিময়ে একটি কাপড় কিনেছে যার মাঝে একটি মুদ্রা হারাম ছিলো। ওই ব্যক্তির পরণে যতোদিন ওই কাপড়টি থাকবে ততোদিন তার নামায কবুল হবে না। হযরত ইবনে ওমর এ বিবরণ শুনার পর তাঁর দু' কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কান দুটি বধির হয়ে যাবে। আমি যদি এ বর্ণনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনে থাকি।–আহমাদ, বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমানে

# ١ـ باب المساهلة فى المعاملة

## ১. বেচাকেনা ও লেনদেনে সহনশীলতা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٦٩ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى ـ رواه البخارى

২৬৬৯. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রহম করুন ওই লোকের উপর যে লোক বিক্রয়ের ব্যাপারে, ক্রয়ের ব্যাপারে ও নিজের প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা দেবার ব্যাপারে সহনশীল হয়।–বুখারী

٢٦٧٠ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهٗ فَقِيْلَ لَهٗ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ قِيْلَ لَهٗ اُنْظُرْ قَالَ مَا اَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ اَنِّىْ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَاُجَازِيْهِمْ فَاُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَاَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَاَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ متفق عليه وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهٗ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اللّٰهُ اَنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ

২৬৭০. হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের আগের উম্মাতের এক লোকের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা তার রূহ কবয করার জন্য আসলেন। ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি কোনো বিশেষ নেক কাজ করেছো? লোকটি বললো, আমার মনে নেই। লোকটিকে বলা হলো, তুমি চিন্তা করো। তারপর সে লোকটি বললো, একটি কাজ ছাড়া এমন কোনো নেক কাজের কথা আমার মনে পড়ে না। আর তাহলো দুনিয়ার জীবনে আমি লোকদের সাথে ব্যবসা করতাম, ব্যবসায়ী আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমি লোকদের সাথে সহানুভূতিশীল থাকতাম। আমার খাতক ধনী লোক হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম, আর খাতক গরীব-লোক হলে আমি তাকে আমার পাওনা মাফ করে দিতাম। এ (নেক) আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করলেন।–বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত ওকবা ও হযরত আবু মাসউদ হতে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে ওই লোকটির কথার পর আল্লাহ তাআলা বললেন, সহানুভূতি প্রদর্শনে আমি তোমার চেয়ে অধিক অগ্রসর। (একথা বলে আল্লাহ ফেরেশতাকে আদেশ করলেন) আমার এ বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করো।

٢٦٧١ـ وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهٗ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ـ رواه مسلم

২৬৭১. হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশি বেশি কসম কাটা হতে বেঁচে থাকবে। বেশি বেশি কসম কাটলে মাল বেশি বিক্রি হলেও বরকত কমে যায়।–মুসলিম

٢٦٧٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحِلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ - متفق عليه

২৬৭২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বেশি বেশি কসম কাটার রীতি মালের বরকত দূর করে দেয়।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٧٣- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ - رواه مسلم

২৬৭৩. হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করবেন না, (গুনাহ মাফ করে দিয়ে) তাদেরকে পাক পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

হযরত আবু যার রাঃ এ কথা শুনার পর সাথে সাথে বলে উঠেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাদের জন্য অধঃপতন ও ধ্বংস তারা কারা ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক পরনের কাপড় পায়ের গিরার নীচে পেচিয়ে চলে, যে দান করে দানের খোটা দেয়, যে লোক মিথ্যা কসম কেটে নিজের মাল বেশি চালু করার চেষ্টা চালায়।–মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٧٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذى والدارمى والدار قطنى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ-

২৬৭৪. হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নবী সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবেন। (তিরমিযী, দারেমী, দারেকুতনী। ইবনে মাজাহ এ হাদীসটিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

٢٦٧٥- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمّٰى فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّمَاسِرَةَ

فَمَرَّبِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ ـ

رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة

২৬৭৫. হযরত কায়েস ইবনে আবু গারাযা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমাদেরকে (ব্যবসায়ী) সামাসেরা (দালাল গোষ্ঠী) হিসাবে অভিহিত করা হতো। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদেরকে ওই নামের চেয়ে আরো উত্তম নামে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, হে বণিকগণ! ব্যবসা বাণিজ্যে অনাহূত কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনে কসম কাটা হয়ে থাকে। তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সাথে সাথে বিশেষভাবে দান সদকাও করবে।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

٢٦٧٦ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ ـ رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৬৭৬. হযরত ওবায়েদ ইবনে রেফায়া রাঃ তাঁর পিতা হতে, তার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত হবেন ফাসেক ফাজের হিসাবে। অবশ্য যারা মুত্তাকী, পরহেযগার, নেককার ও সত্যবাদী হবেন তারা এরূপ হবেন না।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ দারেমী)। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে হযরত বারা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

# ٢ - باب الخيار
## ২. বেচা-কেনায় অবকাশ
### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ اِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهٖ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَاِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلتِّرْمِذِىِّ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ اِخْتَرْ بَدَلَ اَوْ يَخْتَارَا

২৬৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে, একজন অপরজনের ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করার যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে না যায়। তবে (পৃথক না হয়েও) যদি তাদের একজন বলে, "গ্রহণ করলেন তো ?" প্রতি উত্তরে অপরজন বলে, "গ্রহণ করলাম।"—এ ক্ষেত্রে পৃথক হবার আগেই এ অবকাশ রহিত হয়ে যাবে।-বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা দাম দস্তুর ঠিক করার সময় তাদের উভয়ের জন্য একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণ করার অবকাশ থাকে। ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করার কথা বলে নিলে সে সময় ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যায় (বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আগেই)। তিরমিযীর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকে যে পর্যন্ত একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন না হয় বা গ্রহণ করার কথা বলে নেয়। বুখারী মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে—অথবা একজন অপর জনকে বলে গ্রহণ করো অপরজন বলে, গ্রহণ করলাম।

٢٦٧٨- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا - متفق عليه

২৬৭৮. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করার সুযোগ উভয়ের জন্যই থাকবে। বেচা-কেনার সময় তারা সততা অবলম্বন করে ও উভয়ে নিজ নিজ জিনিসের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করে দেয় তবে তাদের বেচা-কেনার মধ্যে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখে তাহলে এ দোষ-ত্রুটি বরকত নষ্ট করে দেয়।-বুখারী, মুসলিম

٢٦٧٩ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ أُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ ـ متفق عليه

২৬৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন জানালো, আমি বেচা-কেনার সময় ঠকে যাই। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বেচা-কেনার সময় তুমি বলে দিবে, ধোঁকা দেবেন না। এরপর থেকে ওই ব্যক্তি বেচা-কেনায় ওইভাবে কথা বলে দিতো।–বুখারী মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'ধোঁকা দেবেন না' কথাটা বললে অপর পক্ষের উপর একটা নৈতিক চাপ পড়ে। আর এতে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে যতক্ষণ একজন আর একজন হতে পৃথক না হবে বেচা-কেনা বাতিলের সুযোগ থাকবে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٨٠ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَيَحِلُّ لَهٗ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهٗ ـ رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى

২৬৮০. হযরত আমর ইবনে শোআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতা একে অপর থেকে সরে যাবার আগ পর্যন্ত উভয়ের জন্য (এ বেচাকেনা বাতিল করার) অবকাশ থাকবে। বস্তুটি গ্রহণ করার কথা হয়ে থাকার পরও এ অবকাশ থাকবে। ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যায় কিনা এ ভয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য একে অপর হতে দ্রুত দূরে সরে যাওয়া ঠিক নয়।–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

٢٦٨١ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَتَفَرَّقَنَّ اِثْنَانِ اِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ ـ رواه ابو داؤد

২৬৮১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেনের ব্যাপারে তাদের উভয়ের সম্মতি হাসিল হওয়া ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়কে সিদ্ধ করার জন্য যেনো একে অপর থেকে সরে না পড়ে।–আবু দাউদ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٨٢۔ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ اَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ ۔ رواه الترمذي وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

২৬৮২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনকে বিক্রয় কাজ শেষ হবার পরও তা বাতিল করার সুযোগ দিয়েছেন।-তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, গরীব।

❏

# ٣-باب الرِّبوا
# ৩. সুদ

সুদ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও বিধি-নির্দেশাবলী অনুধাবন করার ব্যাপারে আধুনিক যুগের মানুষ ব্যাপক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, ইসলাম যে অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, আজকের যুগে তার কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার মূলনীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো মন থেকে উবে গেছে। এই সাথে আমাদের চারপাশের চলমান বিশ্বের সমগ্র এলাকা জুড়ে 'পুঁজিবাদী' নীতির ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত গড়ে উঠেছে। এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কার্যত আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তার নীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই কোনো অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করতে গেলেই আমরা পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিভিন্ন দিক যাচাই-পর্যালোচনা করি। আমাদের আলোচনা ও অনুসন্ধানের সূচনা এমনভাবে হয় যার ফলে আমরা প্রথমেই অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত পুঁজি বাদী নীতি ও আদর্শগুলো মেনে নেই, তারপরে কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতির বৈধতা ও অবৈধতার প্রসংগ উত্থাপন করি। কিন্তু অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি যে মূলত ত্রুটিপূর্ণ, একটু চিন্তা-ভাবনা করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। উভয়ের উদ্দেশ্য, প্রাণসত্তা ও পদ্ধতি একেবারেই আলাদা, এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয় সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শকে স্বীকার করে নেয়ার পর যদি ইসলামী অর্থনীতির কোনো একটি বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে নিসন্দেহে তা ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে অথবা তা এমনভাবে সংশোধন করে দেয়া হবে যার ফলে তা ইসলামী আইনের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাবে। পরিণামে তার ইসলামী প্রাণসত্তা বিলুপ্ত হবে। তার সাহায্যে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হবে না। এমনকি চেহারা, চরিত্র ও নীতিগতভাবে তা নিজেকে একটি ইসলামী বিধান হিসেবে পরিচয় দান করার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

এ মৌলিক ত্রুটির কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও কারণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে পদে পদে ভুল করে চলেছেন। তাঁরা আদতে জানেনই না কোন্ নীতির ভিত্তিতে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? কি তার উদ্দেশ্য ও প্রাণসত্তা ? সুদকে কেন হারাম গণ্য করা হয়েছে ? সুদের লেনদেনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার হারাম হবার কি কি কারণ নিহিত রয়েছে ? যেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে ঐ কারণগুলো বিরাজ করে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐ ধরনের লেনদেনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর কুফল ও পরিণাম কি ? এসব মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করে যখন তারা পুরোপুরি পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ নিরিক্ষণ করতে থাকে তখন সুদ হারাম হবার সপক্ষে কোনো যুক্তিই তারা খুঁজে পান না। কারণ সুদ হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণ। তার শিরা-উপশিরায় এরই প্রবাহ সঞ্চারমান। এ প্রাণ প্রবাহ ছাড়া পুঁজিবাদের সমস্ত কাজ-কারবারই অচল। পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো অর্থব্যবস্থা সুদবিহীন হবার কথা

কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ চিন্তাবিদগণ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত দিক থেকে ইসলামকে বর্জন করলেও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এখনো যথারীতি ইসলামের অনুগামী। তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলামের শিকল ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসতেও রাজি নন। কাজেই আকীদা-বিশ্বাসের নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা থাকার কারণে সুদ হারাম হবার ব্যাপারটি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও কর্ম সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের নিগড় ছিন্ন করতে তাঁদেরকে বাধ্য করে।

দীর্ঘকাল থেকে মন ও মস্তিষ্কের এ দ্বন্দ্ব চলছে। তবে বর্তমানে এর মধ্যে আপোষ করার একটা সহজ উপায় বের করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইনের এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে যার ফলে সুদের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হবার কারণে তা যথারীতি সাধারণভাবে হারাম থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদের যতগুলো খাত আছে তার প্রায় সবগুলোই বৈধ বলে গণ্য হবে। বড়জোর পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে যার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় তাকে মহাজনী সুদ বা চড়া সুদে ঋণদান (USURY) হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু তাকেও পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়ার কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁদের মতে যুগের প্রয়োজনে ঐ সুদটি নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র। তাঁদের একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, সুদের হার যেন কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছে না যায়, যার ফলে ঋণগ্রহীতার পক্ষে তা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোনো অবস্থায় যেন তা চক্রবৃদ্ধি হারে নির্ধারিত সুদের পর্যায়ে না পৌঁছে যায়।

এ চিন্তাবিধ ও বিশেষজ্ঞগণ না জেনে না বুঝেই এ প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। একই সাথে দুটো বিপরীতমুখী জলযানে আরোহণ করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। যদি অজ্ঞতার কারণে, ভুলক্রমে সে এ কাজ করে থাকে তাহলে আসল ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবার সাথে সাথেই তাকে নিজের ভুল সংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। দুটো জলযানের মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করে নিয়ে অন্যটি থেকে তাকে পা টেনে নিতে হবে। এটিই হবে তার জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। সুদ হারাম কি হারাম নয় এবং তার সীমানা চিহ্নিত করার আলোচনা অনেক পরবর্তী পর্যায়ের কথা, সর্বপ্রথম ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যকার নীতিগত ও তাৎপর্যিক পার্থক্যটুকু যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। অতপর যেসব নীতি ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের দুই প্রান্তিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কুরআন ও হাদীসের বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করে ঐ নীতি ও বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ আলোচনা থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম যে পদ্ধতিতে মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করে তাতে সুদের কোনো স্থান নেই। বরং যেসব মতবাদ, আদর্শ, মানসিকতা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সুদী লেনদেনের বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটন করে। এরপর দুটো পথের মধ্য থেকে যে কোনো একটির নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। একটি পথ হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বিধানের প্রতি প্রত্যয় ও আস্থা স্থাপন করা। এ অবস্থায় ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহ সংশোধন করার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। বরং ইসলামী বিধানের আনুগত্য অস্বীকার করাই হবে সহজ ও সোজা পথ। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহকে নির্ভুল মনে করা এবং সকল প্রকার সুদকে সজ্ঞানে হারাম বলে

বিশ্বাস করা। তবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার উদরে অবস্থান করার কারণে অবশ্যই নিজেকে ঐ হারাম ব্যবস্থা থেকে সংরক্ষিত রাখতে অক্ষম হওয়া স্বভাবিক। এ অবস্থায় কেউ সুদী লেনদেন করতে চাইলে করতে পারে। কারণ তাকে অবশ্যই যে কোনো গোনাহ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান হবার কারণেই কোনো ব্যক্তি সুদকে বৈধ ঘোষণা করে সুদী লেনদেন করার দুঃসাহস করতে পারে না। হারাম খাওয়ার গোনাহকে হালকা করে নিজের বিবেকের দংশন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সে এমন বস্তুকে পবিত্র গণ্য করার চেষ্টা করতে পারে না, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। কোনো ব্যক্তি ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করে যে কোনো অনৈসলামী আইনের আনুগত্য করার অবশ্যই অধিকার রাখে। এমনকি শেষ পর্যায়ে এসে ইসলামী আইনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে অনৈসলামী আইনের আওতাধীনে একজন গোনাহগার নাগরিক হিসেবে বাস করার স্বাধীনতাও তার আছে অথবা অবস্থার চাপে পড়ে সে এমনটি করতে বাধ্যও হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে সুবিধামত যে কোনো অনৈসলামী আইনে রূপান্তরিত করে পরিবর্তিত আইনকে ইসলামী আইন বলে দাবী করার অধিকার কারোর নেই।-[সূত্র ঃ সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং]

## প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٨٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ - رواه مسلم

২৬৮৩. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুদ খায়, যে ব্যক্তি সুদ দেয়, যে ব্যক্তি সুদের কাগজপত্র লিখে, যে দু' ব্যক্তি সুদের সাক্ষী হয় তাদের সকলের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অভিসম্পাত ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, (গুনাহর কাজে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে) তারা সকলে সমান।–মুসলিম

٢٦٨٤- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم

২৬৮৪. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ আদান প্রদান করা হলে সম পরিমাণে আদান প্রদান হতে হবে। হাতে হাতে নগদ আদান প্রদান করতে হবে। এসবের আদান প্রদান যদি অন্য কোনো জাতীয় কিছু দিয়ে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বিনিময় পরিমাণ যা খুশী, তা নির্ধারণ করে কেনা-বেচা করতে পারো যদি উভয় পক্ষ উপস্থিত থেকে নগদ আদান প্রদান করা হয়।–মুসলিম

٢٦٨٥- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى الْاٰخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ - رواه مسلم

২৬৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খুরমার বিনিময়ে খুরমা, লবণের বিনিময়ে লবণ দিয়ে বিনিময় করা হলে সম পরিমাণে উভয় পক্ষ উপস্থিত থেকে নগদ নগদ আদান প্রদান করতে হবে। যে ব্যক্তি এ নিয়মে বেচা-কেনা না করে ; বরং বেশি দেয় ও বেশি দাবী করে বেশি গ্রহণ করলো তাহলে সে সুদ খেলো ও সুদ দিলো। অতএব এ ব্যাপারে উভয়ে এক সমান অপরাধী।–মুসলিম

٢٦٨٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَاتُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا

بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ - متفق عليه - وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ -

২৭৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনাকে সোনার বদলে বেচা-কেনা করবে না। যদি তা ওজনে এক সমান না হয়। অতএব উভয়ের মধ্যে কম-বেশ করবে না। ঠিক এভাবে রূপাকে রূপার বদলে বিক্রি করো না, যদি তা এক সমান না হয়। উভয়ের মধ্যে কম বেশ করবে না। এক দিককে অপর দিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর এ বিনিময়ে ধার উধারের বিনিময় নগদের সাথে করো না।–বুখারী, মুসলিম

আর এক বর্ণনায় আছে, সোনার বদলে সোনা ও রূপার বদলে রূপা উভয় দিকের জিনিস ওযন করা ছাড়া বিক্রি করো না।

٢٦٨٧- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ - رواه مسلم

২৬৮৭. হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম, খাদ্য-সামগ্রীর সাথে খাদ্য-সামগ্রীর বিনিময় পরিমাণ সমান হতে হবে।–মুসলিম

٢٦٨٨- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًوا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًوا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًوا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًوا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًوا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ - متفق عليه

২৬৮৮. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনার সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী বিনিময়ে হবে। রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। গমের বদলে গমের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। জবের বদলে জবের সাথে উভয় পক্ষ হতে যদি এক সমান নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী কারবার হবে। খেজুরের বদলে খেজুরের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে।
–বুখারী, মুসলিম

٢٦٨٩- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثِ فَقَالَ لاَتَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ - متفق عليه

২৬৮৯. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকায় এক ব্যক্তিকে চাকুরী দিলেন। ওই ব্যক্তি ওখান থেকে বেশ উত্তম খেজুর নিয়ে এলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুরই এতো ভালো হয় ? ওই ব্যক্তি বললো, জি না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এক সা' (প্রায় চার সের ওযনের) এরূপ (উত্তম) খুরমা (খারাপ) দু' 'সা' খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। অথবা ভালো দুই সা' খারাপ তিন সা'র বিনিময়ে বিনিময় করে থাকি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে বিনিময় করো না। বরং খারাপ খেজুর (দু' বা তিন সা') মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ওই মুদ্রা দিয়ে উত্তম খেজুর কিনে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বললেন, ওযন করা বস্তুরও একই হুকুম।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٩٠- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِىٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِىٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبٰوا عَيْنُ الرِّبٰوا لَاتَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهٖ ـ متفق عليه

২৬৯০. হযরত আবু সায়ীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত বিলাল রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'বর্নী' জাতীয় খুরমা নিয়ে আসলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খুরমা কোথায় পেলে ? বিলাল বললেন, আমার কাছে কিছু খারাপ খুরমা ছিলো। আমি এগুলোর দু' সা' (প্রায় আট সের) এ জাতীয় এক সা' (প্রায় চার সের) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহ্! এটা তো অবিকল 'সুদী' লেনদেন। এরূপ করবে না। তুমি এ খারাপ খুরমা পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খুরমা পরিমাণে কম কিনতে চাইলে মুদ্রার বিনিময়ে খারাপ খুরমা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে পৃথকভাবে ভালো খুরমা ক্রয় করবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٦٩١- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ اَنَّهٗ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهٗ يُرِيْدُهٗ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدَهٗ حَتّٰى يَسْئَلَهٗ اَعَبْدٌ هُوَ اَوْ حُرٌّ ـ رواه مسلم

২৬৯১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গোলাম একবার (কোনো এলাকা হতে মদীনায়) এসে পৌঁছলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হিজরত করার বাইয়াত করলো (অর্থাৎ সে রাসূলের সাথে অঙ্গীকার করলো, সে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিয়ে সবসময় তাঁর খিদমতে হাজির থাকবে।) সে গোলাম বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না। (কিছু দিন পর) তাঁর মুনীব তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে উপস্থিত। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এ গোলামকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোলামটিকে

দুটি কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিন কাউকে সে গোলাম কি মুক্ত ব্যক্তি তা জিজ্ঞেস না করে তার থেকে কোনো বাইয়াত গ্রহণ করতেন না।−মুসলিম

٢٦٩٢۔ وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَيُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ ۔ رواه مسلم

২৬৯২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিমাণ না জানা কোনো খেজুরের স্তূপকে পরিমাণ জানা কোনো খেজুরের স্তূপের বিনিময়ে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।−মুসলিম

٢٦٩٣۔ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَّخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَتُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ ۔ رواه مسلم

২৬৯৩. হযরত ফাযালা ইবনে আবু উবায়দা রাঃ বলেন, আমি খায়বার বিজয়কালে বারো দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিয়ে একটি মালা কিনলাম। এ মালায় সোনাও ছিলো আবার পুঁতিও ছিলো। আমি সোনাকে ভিন্ন করে দেখলাম তা দশ দিনারের পরিমাণের চেয়ে বেশি। আমি এ ক্রয়ের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, এসব ক্ষেত্রে তোমাকে পৃথক করা ছাড়া বেচা-কেনা জায়েয নয়।−মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মালায় সোনাও ছিলো, অন্য দানাও ছিলো। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার বিনিময় সমপরিমাণের হতে হবে। কাজেই মালার স্বর্ণমুদ্রা আলাদা করে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে সম পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٩٤۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَّيَبْقٰى اَحَدٌ اِلاَّ اٰكِلُ الرِّبٰوا فَاِنْ لَّمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ ۔ رواه احمد ابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২৬৯৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ এমন সময়ে উপনীত হবে যখন একজন মানুষও সুদ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। সে সরাসরি সুদ না খেলেও সুদের ধূঁয়া বা ধূলা তাকে স্পর্শ করবে।−আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

٢٦٩٥۔ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلاَ الْمِلْحَ

بِالْمِلْحِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلٰكِنْ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ - رواه الشافعى

২৬৯৫. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খুরমার বদলে খুরমা, লবণের বদলে লবণ বিক্রি করো না যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় জিনিসের সমান পরিমাণ না হয়, নির্দিষ্ট হয় এবং উভয় জিনিস নগদ লেনদেন হয়। তবে হ্যাঁ রূপার বদলে সোনা, সোনার বদলে রূপা, যবের বদলে গম, গমের বদলে যব, লবণের বদলে খুরমা, খুরমার বদলে লবণ। উভয় জিনিস নগদ লেনদেনে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো।–শাফেয়ী

٢٦٩٦- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ شِرَى التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ - رواه مالك والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২৬৯৬. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেজুরের বিনিময়ে খুরমা ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি নিজ কানে শুনেছি। জবাবে তিনি বললেন, ভিজা খেজুর শুকালে তা ওজনে কমে যায় ? প্রশ্নকর্তা উত্তরে বললো, জি হ্যাঁ কমে যায়। তখন তিনি খেজুরের বিনিময়ে খুরমা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন।–মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ পাকা খেজুর ভিজানো হয়। তা শুকালেই খুরমা হয়। শুকাবার পর খেজুর ওযনে কমে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ খুরমার বদলে খেজুর ক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢٦٩٧- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلاً اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ مِنْ مَيْسَرِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ - رواه فى شرح السنة

২৬৯৭. তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাঃ হতে মুরসাল রূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জীব-জন্তুর বদলে গোশত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিলো। তাতে ওভাবে ক্রয়-বিক্রয় হতো।–শরহে সুন্নাহ

٢٦٩٨- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى

২৬৯৮. হযরত সামুরা বিন জুন্দুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবের বিনিময়ে জীব ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ, দারেমী।

٢٦٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهٗ اَنْ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهٗ اَنْ يَّاْخُذَ عَلٰى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَاْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ - رواه ابو داؤد

২৬৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো এক অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। এ বাহিনী প্রস্তুত করতে বাইতুলমালে প্রয়োজনীয় উটের অভাব হয়ে গেলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (বায়তুল মালে) সদকার উট পাওয়া সাপেক্ষে তাকে উট ধার করার নির্দেশ দিলেন। সে হিসাবে তিনি সাদকার উট সংগ্রহ সাপেক্ষে এক একটি উট দু' দুটি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন।–আবু দাউদ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٧٠٠- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرِّبٰوا فِي النَّسِيْئَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ لاَ رِبٰوا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ - متفق عليه

২৭০০. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধারের লেন-দেনেরও (অনেক সময়) সুদ হয়। আর এক বর্ণনায় আছে হাতে হাতে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ হয় না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'ধারের লেনদেনেও সুদ হয়'—একথার অর্থ হলো দুটি এক ধরনের জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন ধারের রূপে হওয়া। এক পক্ষ তো নগদ দিবে। অপরপক্ষ পরে দিবে বলে ওয়াদা করবে। যদিও উভয় জিনিসের মধ্যে শ্রেণীগত বিভিন্নতা থাকবে ও তা সমান সমান হবে। যেমন কেউ কাউকে জাউ দিয়ে গম নিলো। এতে কম বেশ করাও জায়েয, যদি হাতে হাতে, তখন তখন লেন-দেন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো এক পক্ষ যদি ধার নেয় তাহলে তা জায়েয় হবে না। বরং সুদ হয়ে যাবে।

এভাবে ওই লেন-দেনে সুদ হবে না, যা হাতে হাতে নগদ নগদ বিনিময় হয়ে যাবে। এর মর্ম হলো—যদি এমন দুটি জিনিসের বিনিময় করা হয়, যা একই শ্রেণীভুক্ত এবং তা সমান সমান হবে, এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ জিনিস একই বৈঠকে নিজ নজ দখলে নিয়ে যাবে তাহলে তা জায়েয হবে। সুদ হবে না। আর যদি উভয় জিনিস এক শ্রেণীর না হয়, এরপরও কম বেশি করে লেন-দেনেও ব্যাপারটি জায়েয হবে। সুদ হবে না, এ শর্তে যে, লেন-দেন হাতে হাতে হয়ে যাবে। একটি জিনিস বাকীতে হলেই সুদ হবে।

٢٧٠١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلٰئِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبٰوا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ زَنْيَةً - رواه احمد والدار قطنى وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّزَادَ وَقَالَ مَنْ نَّبَتَ لَحْمُهٗ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

২৭০১. হযরত আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত হযরত হানযালার পুত্র। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের কেবল মাত্র একটি রূপার মুদ্রা খায়, তার গুনাহ ছত্রিশ বার জিনা করা অপেক্ষা বেশি হয়।-আহমদ, দারু কুতনী। আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত একথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির শরীরের গোশত হারাম খাদ্যে গঠিত তার জন্য জাহান্নামই উত্তম।

٢٧٠٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ

২৭০২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের গুনাহর সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ হলো নিজের মাকে বিয়ে করা।–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, শোআবুল ঈমান।

٢٧٠٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرِّبٰوا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ - رواهما ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان وَرَوٰى اَحْمَدُ الْاَخِيْرَ

২৭০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের মাধ্যমে সম্পদ (বাহ্যত) বৃদ্ধি হলেও পরিশেষে অভাব অনটন আসবে।–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, আহমাদ

٢٧٠٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكَلَةُ الرِّبٰوا - رواه احمد وابن ماجة

২৭০৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন এক ধরনের লোকদের কাছে গেলাম, যাদের পেট ঘরের মতো বড়ো। এতে অনেক সাপ রয়েছে, এগুলোকে পেট হতে বের হতে দেখা যায়। আমি আমার সাথী হযরত জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এসব লোক কারা ? জবাবে তিনি বললেন, এরা সুদখোর।–আহমাদ, ইবনে মাজাহ

٢٧٠٥- وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ - رواه النسائى

২৭০৫. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুদখোরের প্রতি, সুদ প্রদানকারীর প্রতি, সুদের কাগজপত্র লেখকের প্রতি, দান-খয়রাতে বাধাদানকারীর প্রতি, অভিসম্পাত করতে শুনেছি। আর তিনি মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করতেন।–নাসায়ী

٢٧٠٦۔ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبٰوا وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ ۔ رواه ابن ماجة والدارمي

২৭০৬. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই (কুরআন শরীফের) শেষ আয়াত। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (আমাদের কাছ থেকে) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অথচ সুদের বিস্তারিত বিবরণ তিনি আমাদের কাছে রেখে যাননি। অতএব কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সুদ এবং যেসব ক্ষেত্রে সুদের কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা সবই তোমরা পরিত্যাগ করবে।–ইবনে মাজাহ, দারামী

٢٧٠٧۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهٗ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهُ وَلاَ يَقْبَلْهَا اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ ۔ رواه ابن ماجة والبيهقي فى شعب الايمان

২৭০৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কাউকে ধার দেয়, তারপর ধারগ্রহীতা ধার দাতাকে কোনো হাদীয়া দেয়, তা গ্রহণ করবেনা অথবা গ্রহীতা যদি তার বাহনে ধার দাতাকে উঠাতে চায় তবে তার উপর বসবে না। তবে ধারের লেন-দেন করার আগে যদি তাদের মধ্যে এরূপ আচরণ প্রচলিত থাকে তবে তা ভিন্নকথা।–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী

٢٧٠٨۔ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلاَ يَاْخُذْ هَدِيَّةً ۔ رواه البخارى فى تاريخه هٰكَذَا الْمُنْتَقٰى

২৭০৮. হযরত আনাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক অপর কোনো লোককে ধার দিলে, ধার দাতা ধার গ্রহিতার কাছ থেকে কোনো উপঢৌকন বা হাদীয়া গ্রহণ করবে না।–বুখারী

٢٧٠٩۔ وَعَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقَالَ اِنَّكَ بِاَرْضٍ فِيْهَا الرِّبٰوا فَاشٍ فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدٰى اِلَيْكَ حَمْلَ تِبْنٍ اَوْ حَمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حَبْلَ قَتٍّ فَلاَ تَاْخُذْهُ فَاِنَّهٗ رِبٰوا ۔ رواه البخارى

২৭০৯. হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে দেখা করলাম। আমাকে তিনি বললেন, তুমি এমন জায়গায় বাস করছো, যেখানে সুদের প্রচলন খুব বেশি। তাই কারো কাছে যদি তোমার কোনো পাওনা থাকে, সে যদি তোমাকে এক বোঝা খড় অথবা গাঠুরী জব, অথবা ঘাসের একটি বোঝাও হাদীয়া হিসাবে দেয়। তুমি তা গ্রহণ করবে না। কারণ এটা সুদ।–বুখারী

# ٤- باب المنهى عنها من البيوع

# ৪. নিষিদ্ধ জিনিস বেচাকেনা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٧١٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً اَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُّبَاعَ مَا فِىْ رُءُوْسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى اِنْ زَادَ فَلِىْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ

২৭১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা' ধরনের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। আর তাহলো বাগানে খেজুর গাছের মাথায় খেজুর রেখে তা আন্দাজ করা যে, গাছ হতে পেড়ে তা শুকালে কি পরিমাণ খুরমা হবে। সেভাবে ওই পরিমাণ খুরমা দিয়ে এর বদলে গাছের খেজুর গাছে রেখেই কেনা-বেচা করা। আঙুরের ব্যাপারেও এভাবে বাগানে গাছে আঙুর রেখে শুকিয়ে এতে কি পরিমাণ কিস্‌মিস্ হবে তা আন্দাজ করা ও এভাবে ওই পরিমাণ কিস্‌মিস্ দিয়ে গাছের আঙুর বেচা-কেনা করা। মুসলিমের বর্ণনায় শস্য দানার ক্ষেত্রেও এভাবে ক্ষেত্রে শস্য রেখে, এতে কি পরিমাণ খাদ্য হবে তা অনুমান করে ওই পরিমাণ শস্য সহ সব ধরনের কেনা-বেচা করা নিষেধ।-বুখারী, মুসলিম

তাঁদের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রয় করা হলো 'মুযাবানা'। যদি বেশি হয় তবে তা আমার (বিক্রেতার) লাভে পরিণত হবে। (ফেরত দেয়া হবে না) যদি কম হয় তবে তা আমারই ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হবে অর্থাৎ ক্রেতার কাছে ক্ষতি পূরণের দাবী করবো না।

**ব্যাখ্যা ঃ** গাছের ফল গাছে রেখে ও মাঠের ফসল মাঠে রেখে যদি তা আন্দাজ অনুমান করে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সাথে বা নগদ অংকের সাথে বিনিময় করা হয় তবে তা জায়েয।

٢٧١١- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةٍ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَّبِيْعَ التَّمْرَ فِىْ رُءُوْسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الْاَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ - رواه مسلم

২৭১১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' করতে নিষেধ করেছেন। 'মুহাকালা'র অর্থ হলো মাঠের শস্য (যেমন গম অনুমানে পরিমিত পরিমাণ যথা) বিশ মণ প্রস্তুত গমের বিনিময়ে বিক্রি

করা। 'মুযাবানা'র অর্থ হলো খেজুর গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে। (অনুমানে পরিমিত পরিমাণ যথা) বিশ মণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। 'মুখাবারা'র অর্থ হলো এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেয়া অর্থাৎ ক্ষেত বর্গা দেয়া।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' উভয়টি এক শ্রেণীরই ক্রয়-বিক্রয়। মুহাকালা সাধারণ শস্যের মধ্যে। আর মুযাবানা খেজুর ও আঙুরের মধ্যে। উভয়টি নিষিদ্ধ। আর মুখাবারা হলো বর্গা দেয়া। এটাও নিষিদ্ধ। তবে এর উদ্দেশ্য হলো যার অতিরিক্ত জায়গা জমি আছে সে যেনো তার কিছু কোনো মুসলমান ভাইকে বর্গা না দিয়ে এমনিতেই কিছু জমি বিনিময় ছাড়া তাকে চাষাবাদ করে খেতে দেয়। বস্তুত বর্গা দেয়া সকল ইমামগণের নিকট এমন কি হানাফী মাযহাবেও জায়েয।

٢٧١٢ـ وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا ـ رواه مسلم

২৭১২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা', 'মুযাবানা', মুখাবারা ও মুআওয়ামা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন (অনির্দিষ্টভাবে) কিছু অংশ বাদ দিতেও। আর আরায়াকে জায়েয বলেছেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'মুআওয়ামা' হলো কোনো নির্দিষ্ট গাছের বা বাগানের ফল দু' তিন বছরের অগ্রিম বিক্রি করা। এটি জায়েয নয়। কারণ পরের বছর এ গাছে বা বাগানে ফল নাও ফলতে পারে। আর 'বাদ' দেয়ার অর্থ হলো—যেমন বিক্রেতা বললো, এ গাছের সব ফল তোমার কাছে বিক্রি করলাম। কিন্তু এর কিছু অংশ আমি বাদ রাখবো। এ পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। কারণ কিছু অংশের পরিমাণ নিয়ে পরে ঝগড়া হবে। 'আরিয়্যা' শব্দের অর্থ পরের হাদীসে আসছে।

٢٧٣١ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ اِلاَّ اَنَّهٗ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَّاكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا ـ متفق عليه

২৭১৩. হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি খুরমার বিনিময়ে (গাছের মাথার) খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অবশ্য 'আরিয়্যা' বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যার ফলকেই অনুমান করে বিক্রি করে সেই অনুমান অনুযায়ী খুরমা দিবে। আরিয়্যার ফল ক্রেতা তা পাকা ও তাজা অবস্থায় খাবে।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ নিষিদ্ধ মুযাবানার মতোই 'আরিয়্যা' হয়। কিন্তু আরিয়্যার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে বেচা-কেনা হয় না। শুধু বেচা-কেনার মতো হয়। এ কারণে মুযাবানা নিষেধ হবার পরও আরিয়্যা জায়েয।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আরিয়্যার প্রকৃত রূপ হলো এই—

কোনো বাগানের মালিক তার দু' একটি খেজুর গাছ এ বলে কাউকে দিয়েছে যে, এ গাছের ফল তুমি নিও আমি তোমাকে দিলাম। বাগানের মালিক তার বাগানের সব গাছের

খেজুর পেড়ে শুকনো খুরমা করে ফেলেছে। শুধু ওই দু' একটি গাছের ফল এখনো গাছেই রয়ে গেছে। এ অবস্থায় ওই মালিকের মন চেয়েছে, তাজা-পাকা খেজুর খেতে অথচ তার গাছে তা নেই। আছে একমাত্র ওই গাছে যে গাছের ফল অপর ব্যক্তিকে দেবার কথা বলে রেখেছে। তাই মালিক ওই ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য গাছের ফলের পরিমাণে খুরমা দিয়ে ওই গাছের খেজুর বিনিময় করে নেয়। এ বিনিময় নিষিদ্ধ মুযাবানারই আকারের। তবে তা জায়েয। কারণ এ বিনিময় বস্তুত কেনা-বেচা নয়। কারণ ওই গাছের ফল এখনো বাগানের মালিকেরই স্বত্ব। যাকে দেয়া হয়েছে তার হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সে এর মালিক হয়নি। সুতরাং এ বিনিময় কেনা-বেচা নয়। বরং এক দানের পরিবর্তে আর এক দান।

٢٧١٤۔وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ۔ متفق عليه

২৭১৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরিয়্যা' জাতীয় ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলের অনুমানে খুরমার বিনিময়ে সাধারণত পাঁচ অছকের কম হয়ে থাকে। অথবা বলা হয়েছে পাঁচ অছকের মধ্যে হয়ে থাকে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পাঁচ অছকে প্রায় সাতাইশ মণ। দানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুই চারটি বা পাঁচ সাতটা গাছই দেয়া হয়। এ সংখ্যার গাছে স্বভাবত উক্ত পরিমাণ ফলই ফলে থাকে। এজন্য এ পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'আরিয়্যার' বিনিময় এ পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

٢٧١٥۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ ۔ متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَاْمَنَ الْعَاهَةَ

২৭১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোদিন পর্যন্ত (পেকে খাবার) যোগ্য না হবে, গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।–(বুখারী মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত খেজুরে যতোদিন পর্যন্ত লাল বা হলুদ রং না আসে এবং শীষ জাতীয় জিনিস (গম ও যব প্রভৃতি, পূর্ণ পেকে শুকিয়ে সাদা না হয়ে যায়) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧١٦۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِىْ قِيْلَ وَمَا تُزْهِىْ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّوَقَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ ۔ متفق عليه

২৭১৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর ফল লাল হবার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, (লাল হবার আগে ফল বিক্রি করলে) আল্লাহর দেয়া কোনো বালা-মুসবিতে যদি এ

ফল নষ্ট হয়ে যায় তবে মুসলমান ভাই ক্রেতা হতে কিসের পরিবর্তে মূল্যের টাকা গ্রহণ করবে।–বুখারী, মুসলিম

٢٧١٧۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَاَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ۔ رواه مسلم

২৭১৭. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোনো গাছ বা বাগানের ফল) কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (বিক্রিত ফল ফলারী ক্রেতার সংগ্রহের আগে যা নষ্ট হয়ে যায়, তার মূল্য) কাটতে নির্দেশ দিয়েছেন।–মুসলিম

٢٧١٨۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۔ رواه مسلم

২৭১৮. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যদি তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে (তোমার বাগানের অথবা গাছের) ফল বিক্রি করো। এরপর (তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবার আগেই) যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে কোনো মূল্য আদায় করা তোমার জন্য জায়েয হবে না। কারণ তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তার কাছ থেকে তুমি কোন্ জিনিসের মূল্য গ্রহণ করবে ?–মুসলিম

٢٧١٩۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ اَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِيْ مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِهِ فِيْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ ۔ رواه ابو داود وَلَمْ اَجِدْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

২৭১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক লোকই বাজারে আগত খাদ্য সামগ্রী বাজারের সম্মুখে গিয়েই ক্রয় করে ফেলতো। এরপর এখানে বসেই আবার এ মাল বিক্রি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শ্রেণীর ক্রেতাদেরকে ওখান থেকে বিক্রয়ের সাধারণ জায়গায় সরিয়ে না নিয়ে ওইসব খাদ্য সামগ্রী ওখানে বসে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কালোবাজারী মুনাফাখোরী ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের পথ বন্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ ব্যবসায়ীরা বাজারের মূল জায়গায় খাদ্যজাত দ্রব্য পৌঁছার আগেই বাজারের অগ্রভাগে বসে মাল কিনে কিনে সব এক হাত করে নিতো। সব মাল এক হাতে এসে গেলে বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হতো। এখন সে এক হাতে একচেটিয়াভাবে মাল বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতো। এ পথ রোধের জন্য আল্লাহর রাসূল এ নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٧٢٠۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتّٰى يَكْتَالَهُ ۔ متفق عليه

২৭২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্য সামগ্রী খরীদ করে তা হস্তগত না করা পর্যন্ত যেনো বিক্রি না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় বর্ণিত, 'যে পর্যন্ত ওই খাদ্য-দ্রব্য পরিমাপ করে বুঝে না নেয়।'–বুখারী

٢٧٢١۔وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَّا الَّذِيْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُّبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ اَحْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ مِثْلَهُ۔ متفق عليه

২৭২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন, তাহলো খাদ্যবস্তু খরীদ করে হস্তগত করার আগে বিক্রয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, প্রত্যেক জিনিসেরই এ হুকুম বলে মনে করি।–বুখারী, মুসলিম

٢٧٢٢۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلُبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ۔ متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ مَّنِ اشْتَرٰى شَاةً مُّصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ

২৭২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (১) যারা বিক্রি করার জন্য বাইর হতে খাদ্যজাত দ্রব্য নিয়ে বাজারে আসে, তাদের খাদ্যপণ্য ক্রয় করার জন্য বাজারে পৌছার আগেই এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। (২) আর একজনের সাথে বেচা-কেনার কথা চলার সময় অন্য কেউ এ বিষয়ে কথা বলবে না। (৩) বেচা-কেনার ব্যাপারে দালালী করবে না। (৪) গ্রামের লোকের দ্রব্য সামগ্রী শহরের লোকজন বিক্রি করে দেবার জন্য চাপ দিবে না। (৫) উট, ছাগল (বিক্রয় করার আগে) ওলানে (স্তনে) দু' তিন দিনের দুধ জমা করে ওলানকে ফুলিয়ে রাখবে না। কেউ এরূপ করলে ক্রয়কারীর জন্য দোহনের পর অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ক্রয় বিক্রয় ঠিক রাখবে, আর ইচ্ছা করলে ক্রয় বিক্রয় ভংগ করে তা ফেরত দিবে। যদি ভংগ করে (দুধ পানের জন্য) সাথে এক সা' (৩ সের ১২ ছটাক) খুরমা সাথে দিয়ে দেবে।–বুখারী মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যে লোক ওলান ফুলানো বকরী ক্রয় করবে, তার জন্য তিন দিনের অবকাশ থাকবে। সে বকরী ফেরত দিলে এর সাথে এক সা' খাদ্যদ্রব্য ফেরত দেবে। উত্তম গম দিতে সে বাধ্য নয়।

٢٧٢٣۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ۔ رواه مسلم

২৭২৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা বিক্রি করার জন্য (বাইর হতে) খাদ্যজাত

সামগ্রী নিয়ে (বাজারে) আসছে, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে মিলিত হবে না (অর্থাৎ তাদের মাল ক্রয় করে নেবে না) কেউ এরূপ করে কোনো জিনিস ক্রয় করলে, বিক্রেতা বাজারে পৌঁছার পর (দ্রব্য মূল্য বেশি দেখলে) তাঁর জন্য বিক্রয় ভঙ্গ করার সুযোগ থাকবে।–মুসলিম

٢٧٢٤۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلَقُّوا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ ۔ متفق عليه

২৭২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রি সামগ্রী বাজারে এসে পৌঁছার আগে ক্রয়ের জন্য সামনে এগিয়ে যেও না।–বুখারী, মুসলিম

٢٧٢٥۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلاَّ اَنْ يَّاْذَنَ لَهٗ ۔ رواه مسلم

২৭২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক তার কোনো ভাই (কোনো জিনিস) ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলার সময় নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উত্থাপন করতে পারবে না। (ঠিক এভাবে) কোনো ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না। তবে ওই ভাই যদি তা করতে অনুমতি দেয় তাহলে তা করতে পারবে।–মুসলিম

٢٧٢٦۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَسُمِ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ ۔ رواه مسلم

২৭২৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের বেচা-কেনার কথা বলার উপর নিজে বেচা-কেনার কথা বলবে না।–মুসলিম

٢٧٢٧۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۔ رواه مسلم

২৭২৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহরের লোকেরা (বাইর হতে) আগত গ্রাম্য লোকদের জিনিসপত্র বিক্রি করে দেবার জন্য (তাদের উপর) চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। (গ্রামের লোকজন নিজেদের জিনিসপত্র নিজেরাই বিক্রয় করবে। এতে সাধারণ ক্রেতাগণ কম দামে জিনিসপত্র কিনতে পারবে)। মানুষের একজনকে আর একজন দিয়ে লাভবান হবার যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তা বহাল থাকতে দাও।–মুসলিম

٢٧٢٨۔ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاٰخَرِ بِيَدِهٖ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهٗ اِلاَّ بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَّنْبِذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ

بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْاٰخَرُ ثَوْبَهٗ وَيَكُوْنَ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوْبَهٗ عَلٰى اَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْاُخْرٰى احْتِبَاؤُهٗ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَيْءٌ.
متفق عليه

২৭২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পড়ার দুটি পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন এবং বেচা-কেনারও দুটি নিয়ম নিষেধ করেছেন। বেচা-কেনার নিয়ম দুটি হলো 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা'। 'মুলামাসা' হলো রাতে বা দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) কাপড়টিতে হাত দিয়ে ছুলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে ক্রেতা বাধ্য থাকবে। এ কাপড় দেখে শুনে ভালো মন্দ বিবেচনা করার কোনো সুযোগ তার থাকবে না। আর 'মুনাবাযা' হলো কোনো জিনিস (বেচাকেনার আলাপ কালে) একজনের কোনো কাপড় অন্যজনের দিকে নিক্ষেপ করলেই তাদের মধ্যে বেচা-কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কেনার জিনিস যাচাই করে দেখার অবকাশ তার থাকবে না। উভয় পক্ষের আসল মতামতেরও দরকার হবে না। আর কাপড় পরার (নিষিদ্ধ) পদ্ধতি দু'টি হলো (১) লুঙ্গী ইত্যাদি পড়া ছাড়া এক চাদরে শরীর ঢাকার জায়গায় চাদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। (২) লুঙ্গী জাতীয় কাপড় পরে দু' হাঁটু খাড়া করে বসা। অথচ নীচের অংশ খোলা রয়েছে (এতে সতর খোলা থাকে)।–বুখারী, মুসলিম

٢٧٢٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
رواه مسلم

২৭২৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বায়ইল হেসাত' ও 'বায়ইল গারার' করতে নিষেধ করেছেন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'বায়ইল হিসাত' হলো পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয় বিক্রয় করা। আর 'বায়ইল গারার' হলো অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় বিক্রয় করা। পাথর নিক্ষেপ করে কোনো বস্তুতে লাগাতে পারলে ক্রয় বিক্রয় নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটা এক প্রকার জুয়া।

অনির্দিষ্ট জিনিস যেমন– মাছ ধরা জালের এক ক্ষেপের মাছ বা উড়ন্ত পাখী ধরার আগেই বিক্রি করা ইত্যাদি।

٢٧٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَّتَبَايَعُهٗ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا . متفق عليه

২৭৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ বিক্রয় ছিল জাহিলিয়াতের যুগের ক্রয় বিক্রয়। (উত্তম জাতের উটের চাহিদা বেশি) অনেকে এ উট বিক্রি করতো এভাবে যে, বিক্রেতার উটের পেটে যে বাচ্চা হবে, এ বাচ্চা বড়ো হবার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে তা ক্রয় করা হলো।–বুখারী, মুসলিম

٢٧٣١۔ وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ۔ رواه البخارى

২৭৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাড় দিয়ে পাল লাগিয়ে এর মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।–বুখারী

٢٧٣٢۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ لِتُحْرَثَ ۔ رواه مسلم

২৭৩২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উট দিয়ে পাল লাগিয়ে এর মজুরী এবং এভাবে জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা কোনো লোককে চাষাবাদ করতে দিয়ে এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٢٧٣٣۔ وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ۔ رواه مسلم

২৭৩৩. হযরত জাবির রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োজনের বেশি পানি কাউকে দান করে এর বিনিময় গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।–মুসলিম

٢٧٣٤۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ ۔ متفق عليه

২৭৩৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ব উৎপাদিত ঘাসের মূল্য (যা গ্রহণ করা নিষেধ) আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ স্ব উৎপাদিত ঘাসের কাছে কারো জলাশয় আছে। ওই ঘাস পশুকে খাওয়াতে হলে তার কাছে তো বিক্রয় করা যাবে না। কৌশলে জলাশয়ের মালিক ঘাসের মূল্য না চেয়ে পানির মূল্য চায়। এ কাজ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٢٧٣٥۔ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهٗ بَلَلاً فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهٗ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۔ رواه مسلم

২৭৩৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিক্রির জন্য) স্তূপীকৃত খাদ্য দ্রব্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় এতে হাত ঢুকিয়ে দিলে স্তূপের ভিতরে আঙুলে ভিজা ভিজা অনুভব হলো। তিনি মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি হে খাদ্যদ্রব্যের মালিক ? সে উত্তর দিলো, বৃষ্টির পানিতে এ খাদ্যদ্রব্যগুলো ভিজে গিয়েছিলো হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে রাখলে না কেনো, তাহলে লোকেরা তা দেখতে পেতো ? যে ব্যক্তি ধোঁকা দিবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।–মুসলিম

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٧٣٦ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الثُّنْيَا اِلاَّ اَنْ يُّعْلَمَ ـ رواه الترمذى

২৭৩৬. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেচা-কেনার মধ্যে বিক্রি হওয়া জিনিস হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু বাদ রেখে বিক্রি করলে তা জায়েয। –তিরমিযী

٢٧٣٧ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ ـ هكذا رواه الترمذى وابو داود وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا بِرِوَايَتِهِ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ اِلاَّ بِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَنَسٍ وَالزِّيَادَةُ الَّتِىْ فِى الْمَصَابِيْحِ وَهِىَ قَوْلُهٗ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ اِنَّمَا ثَبَتَ فِىْ رِوَايَتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৭৩৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আঙুর ও হৃষ্টপুষ্ট না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শস্যজাত জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ। তিরমিযী ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, লাল বা হলুদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

মাসাবীহ সংকলক আরো একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

٢٧٣٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ـ رواه الدار قطنى

২৭৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারের বিনিময়ে ধার বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।–দারে কুত্বনী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মূল্য বাকী থাকলে ক্রয় করা বস্তুও বাকী থাকলে এ ধরনের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ। এ বেচা-কেনার উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করা যাবে না। করলে অর্থহীন হবে।

٢٧٣٩ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ـ رواه مالك وابو داؤد وابن ماجة

২৭৩৯. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওরবান' ধরনের বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন।–মালিক, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ 'ওরবান' হলো কোনো জিনিস বাকীতে ক্রয় করে তা নিয়ে নেয়া। মূল্যের সব আদায় না করে আংশিক আদায় করা। শর্ত হলো বেচা-কেনা ঠিক থাকলে বাকী মূল্য পরে পরিশোধ করা হবে। আর যদি বেচা-কেনা ঠিক না রেখে ওই জিনিস ফেরত দেয়া হয় তাহলে ক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের কোনো অংশ ফেরত পাবে না।'

٢٧٤٠ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْرِكَ ـ رواه ابو داؤد

২৭৪০. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর খাটিয়ে ক্রয়-বিক্রয় ও অনিশ্চিত জিনিষের ক্রয়-বিক্রয় এবং পাকার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।–আবু দাউদ

٢٧٤١ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهٰهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. اِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهٗ فِى الْكَرَامَةِ ـ رواه الترمذى

২৭৪১. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কেলাব বংশের এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ষাড়ের পালের (প্রজননের) মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা করতে নিষেধ করলেন, সেই লোকটি তখন বললো, আমরা ষাড়ের পাল দিয়ে থাকি, এজন্য সৌজন্যমূলক কিছু সম্মানী পেয়ে থাকি। তখন নবী করীম তাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।–তিরমিযী

٢٧٤٢ـ وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ ـ رواه الترمذى وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ وَلِاَبِىْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّىْ الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِىْ فَاَبْتَاعُ لَهٗ مِنَ السُّوْقِ قَالَ لاَتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ـ

২৭৪২. হযরত হাকীম বিন হিযাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জিনিস আমার দখলে নেই ওই জিনিস বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন।–তিরমিযী। তিরমিযী আবু দাউদ ও নাসায়ীর আর এক বর্ণনায় আছে, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি এসে 'আমার কাছে নেই' এমন কোনো জিনিস আমার কাছে কিনতে চাইলে আমি বাজার হতে তার জন্য তা কিনে আনবো। তিনি বললেন, যা তোমার কাছে নেই, তা তুমি বিক্রি করো না।

٢٧٤٣ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ ـ رواه مالك والترمذى وابو داؤد والنسائى

২৭৪৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ক্রয়ের মধ্যে দু' রকমের ক্রয় ব্যবস্থা রাখতে নিষেধ করেছেন।–মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে একই রকম নিয়ম-নীতি মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে।

٢٧٤٤۔ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ صَفْقَةٍ وَّاحِدَةٍ ۔ رواه فى شرح السنة

২৭৪৪. হযরত আমর ইবনে শুআইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক বিক্রয়ের মাঝে দু' বিক্রয় ব্যবস্থা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।–শারহুসুন্নাহ

٢٧٤٥۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ سَلَفٌ وَّبَيْعٌ وَّلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ وَّلَا رِبْحُ مَالَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২৭৪৫. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঋণ ও বেচা-কেনা এক সাথে করা জায়েয নয়। বিক্রয়ের সাথে কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া ও জায়েয নয়। যে জিনিসের উপর লোকসানের সম্ভাবনা বর্তেনি সেই জিনিস হতে লাভ গ্রহণের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে জিনিস তোমার দখলে নেই তা বেচাও জায়েয নয়।–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা ঃ কোনো কিছু কেনা বা বেচার শর্তে ঋণ কোনো লাভের জন্য হবে। অথচ কোনো লাভের শর্তে ঋণ দেয়া ঠিক নয়। এভাবে বেচা-কেনার সাথেও কোনো শর্ত জুড়ে দেয়া নাজায়েয। যে জিনিসে লোকসানের সম্ভাবনা আছে সে জিনিস হতেই লাভ অর্জন করা যায়। লোকসানের সম্ভাবনা নেই এমন জিনিসের ব্যবসা সুদের নামান্তর।

٢٧٤٦۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالنَّقِيْعِ بِالدَّنَانِيْرِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ لَابَاْسَ اَنْ تَاْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى والدامى

২৭৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'নাকী' নামক স্থানে দীনার তথা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে উট বিক্রি করতাম। উটের মূল্য গ্রহণের সময় আমি ওই স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে ক্রেতার নিকট হতে দেরহাম (রূপার মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। আবার কোনো সময় দেরহামে বিক্রি করে তার জায়গায় 'দীনার' (স্বর্ণ মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। (ঘটনা শুনে) তিনি বললেন, এ ধরনের বদল গ্রহণে দোষ নেই। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার তখনকার বিনিময় হার অনুযায়ী পরিপূর্ণ মূল্য তখনই গ্রহণ করতে হবে। কোনো অংশ বাকী রেখে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর হতে সরে যেতে পারবে না।
–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী।

٢٧٤٧۔ وَعَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ اَخْرَجَ كِتَابًا هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا وَّاَمَةً لَادَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ ۔ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২৭৪৭. হযরত আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একটি চুক্তিপত্র করলেন। এতে লিখিত ছিলো—এ ক্রয় করলো আদ্দা বিন খালিদ ইবনে হাওযা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। সে তাঁর নিকট হতে একটি ক্রীতদাস বা দাসী ক্রয় করেছে যা কোনো প্রকার দোষী নয়। বিনষ্ট হবার আশংকাও নেই, বিক্রি হবার অযোগ্য নয়। দু'জন মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় (সততার সাথে সরলভাবে এ ক্রয়-বিক্রয়) সম্পাদিত হলো।–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

٢٧٤٨۔ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَّقَدَحًا فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد، وابن ماجة

২৭৪৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালা ও এক খণ্ড কম্বল বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বান করে বলতে লাগলেন, এ কম্বলটি কে খরীদ করবে? এক ব্যক্তি আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললো, আমি এ দুটি জিনিসই এক দিরহামে (রৌপ্য মুদ্রা) খরীদ করবো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিলাম ডাকার মতো বললেন, এক দিরহামের বেশি কে দিতে রাযী? এক ব্যক্তি ডাকে সাড়া দিয়ে বললো, 'আমি দু' দিরহামে ক্রয় করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু' দিরহামে ওই ব্যক্তির কাছে জিনিস দুটি বিক্রি করে দিলেন।
–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٧٤٩۔ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ اَوْلَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ ۔ رواه ابن ماجة

২৭৪৯. হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটিযুক্ত জিনিস ত্রুটি না জানিয়ে বিক্রি করবে; সে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর রোষে ডুবে থাকবে। অথবা তিনি বলেছেন, 'সবসময় ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে।–ইবনে মাজাহ

**৪র্থ খণ্ড সমাপ্ত**

# মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

# মিশকাত শরীফ

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিযী